উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

‘পিঠে ছুরি মেরেছেন ট্রাম্প’, ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৩°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

গ্রিনল্যান্ডে প্রতিবাদের ঝড় ৭

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের ৫

৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 241

বাগডোগরার বিমানে বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার সকাল ৭টা ৪৬ মিনিট নাগাদ ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর ৬৬৫০ উড়ান রওনা দিয়েছিল বাগডোগরার উদ্দেশে। কিন্তু, মাঝ আকাশে আচমকা বিপদের আশঙ্কা তৈরি হতেই জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।

ওই উড়ানে বোমা রয়েছে বলে সন্দেহ করলেও, যাত্রীদের কিছু জানানো হয়নি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির অজুহাতে লখনউ বিমানবন্দরে তাঁদের নামিয়ে পুরো বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও শেষপর্যন্ত কিছুই মেলেনি। বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে যাত্রীদের নিয়ে লখনউ ছাড়ে ইন্ডিগো ৬৬৫০। বাগডোগরায় নামে ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ।

- ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়ে ইন্ডিগোর বিমান
- এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’
- তিনি চালককে জানান, যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে
- লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানোর পর তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিমের বক্তব্য, ‘দিল্লি-বাগডোগরা ইন্ডিগোর বিমানে বোমা রয়েছে বলে একটি বার্তা পেয়েই লখনউতে জরুরি অবতরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে, কোনও বোমা পাওয়া যায়নি। বিমানটি লখনউ থেকে বাগডোগরায় এসে ফের এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।’

কীভাবে বোমাতঙ্ক ছড়াল? যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি ওড়ার খানিকক্ষণ বাদে এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, একটি টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি চালককে জানান। যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে। এটিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কাছাকাছি কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে হবে। সেইমতো লখনউ বিমানবন্দরে নামে ইন্ডিগোর বিমানটি।

খবর পাওয়ামাত্র বাগডোগরাতেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ২৩ ও ২৬ জানুয়ারির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রত্যেকটি

এরপর দশের পাতায়

বাঘ রাখতে সঙ্গিনী জোগানোর ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : বাঘমামা আসেন, যান। ট্র্যাপ ক্যামেরায় কখনও ধরা দেন। কিন্তু থাকেন না। বাঘশূন্য তকমা ঘোচে না বক্সা বনের। নামে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। কিন্তু বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় অনেকদিনের। গত ১৫ জানুয়ারি আবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ছবি উঠলেও তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাঘের হদিস পাননি বনকর্মীরা।

ক্যামেরায় যাদের ছবি ওঠে, তারা মর্দা। এই তথ্যের ভিত্তিতে বন দপ্তরের অনুমান, বাঘিনী নেই বলে ‘বাঘমামা’ মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে লাগোয়া ভুটান বা অসমের জঙ্গলে চলে যান। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, ‘বক্সায় বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে। তবে কোনও বাঘিনী না থাকায় বাঘ এলেও চলে যাচ্ছে। বাঘিনী জঙ্গলে এলে বাঘও থাকবে। তাই বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়া যাওয়ার ভাবনা চলছে।’

বক্সার পশ্চিম বিভাগে বাঘের পায়ের ছাপের সন্ধান। রবিবার।

এই আবহে আবার চার বছর পর রবিবার বক্সায় বাঘ শুমারি শুরু হল। বক্সার পূর্ব বিভাগে এই শুমারির পর বুধবার পশ্চিম বিভাগে কাজ শুরু হবে। মোট ছয়দিন শুমারি চলবে। বাঘ শুমারির পাশাপাশি অন্য প্রাণীদের তথ্য জোগাড়ের পরিকল্পনা আছে। ২০২১-২২ সালে শেষবার বাঘ শুমারি হয়েছিল বক্সায়। এবার অবশ্য দেশের সমস্ত ব্যাঘ্র প্রকল্পে একইসময়ে এই শুমারি হচ্ছে। বক্সায়

বক্সায় ছয়দিনের শুমারি শুরু

২০০ জনের বেশি বনকর্মী শুমারিতে অংশ নিয়েছেন।

গত ১৫ জানুয়ারি বক্সায় শেষবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় প্রাপ্তবয়স্ক মর্দা বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছে। ২০২১ ও ২০২৩ সালেও মর্দা বাঘের ছবি পাওয়া যায়। ২৩ বছর পর ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর মর্দা বাঘের দেখা মিলছে এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে। ওই বাঘ অসম বা ভুটান থেকে এসেছিল বলে অনুমান। একবারও কিন্তু বাঘিনীর দেখা মেলেনি।

বনাধিকারিকরা জানাচ্ছেন, মর্দা বাঘ অনেক বড় এলাকায় চলাফেরা করে। কিন্তু বাঘিনী ছোট এলাকায় গুটিয়ে থাকে। ফলে বাঘিনী আনলে বক্সায় থেকে যাবে। এতে মর্দা এলে বংশবৃদ্ধিও হবে। সম্প্রতি ট্র্যাপ ক্যামেরায় দেখা বাঘটি ইতিমধ্যে বক্সার পশ্চিম ডিভিশন থেকে পূর্ব ডিভিশনে চলে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ওই এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। জয়ন্তী নদীর বুকেও বাঘের পায়ের ছাপ আছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

রবিবারও শুমারির সময় বনকর্মীরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। এখন জঙ্গলে আরও বাঘ রয়েছে কি না, তার খোঁজ চলছে।

এরপর দশের পাতায়

বিরাটের লড়াই ব্যর্থ। কিউয়িদের কাছে সিরিজ হারল ভারত। সেঞ্চুরির পর কোহলি। রবিবার ইন্দোরে।

বহু সন্তানে গুঁতো কমিশনের

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : ছয় সন্তানের জন্ম দেওয়া যে কতটা ঝক্কির তা এই বাবারা আজকাল পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। এই জন্মদাতারা এখন নির্বাচন কমিশনের ‘নজরে’ পড়ছেন। কারও ছয় বা তার বেশি সন্তান থাকলেই কমিশন বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখছে বলে অভিযোগ। এই বাবাদের পাশাপাশি ছেলেদের ডেকে এসআইআর-এর নোটিশ ধরানো হচ্ছে। খাতায়-কলমে যাঁকে বাবা হিসেবে দেখানো হয়েছে, তিনি সত্যিই বাবা কি না, তা প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। কমিশন যেন হঠাৎ করে পারিবারিক অঙ্ক কষতে বসেছে বলে অনেকেই মুচকি হাসছেন। এই প্রক্রিয়ায় খোদ বিএলও-রাও বাদ যাচ্ছেন না। ছয় বা তার বেশি ভাই থাকলেই বিএলও-রাও নোটিশ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফালাকাটার এক বিএলও জানান, তিনি এতদিন অন্যদের নোটিশ ধরিয়েছেন। এখন আরেক বিএলও তাঁর হাতে নোটিশ তুলে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁরা ছয় ভাই। বাবার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য থাকায় সমস্যাটা আরও জটিল হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আসলে কী করতে চাইছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর শিবিরে সক্রিয় তৃণমূল

মন পেতে ঢালাও খিচুড়ি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ জানুয়ারি : মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুবাড়িতে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর শুনানি শিবির। নির্বাচন কমিশনের ডাক পেয়ে শিবিরে গেলেই মিলছে গরম গরম খিচুড়ি। অবশ্য নির্বাচন কমিশন কিংবা প্রশাসন নয়, ভোটারদের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে তৃণমূল। পাশাপাশি, তৃণমূল নেতা-কর্মীরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। পরামর্শ ছাড়াও থালাভর্তি খিচুড়ি তুলে দিয়ে শিবিরে আগত ভোটারদের তৃণমূল নেতারা বোঝাচ্ছেন, ‘আমরা তোমাদেরই লোক’। পাশাপাশি এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জবাব দেওয়ার অনুরোধ করছেন ভোটারদের। সবমিলিয়ে শিশুবাড়িতে এসআইআর শিবিরে এখন ভোটের আমেজ পুরোদমে।

একদিকে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ শোনাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। বোঝাচ্ছেন, তৃণমূল সাধারণ মানুষের জন্য কতটা ‘উপকারী’ এবং বিজেপি কতটা ‘ক্ষতিকর’! মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’র কর্মসূচিগুলিতে হাজিরা দিতে উদয়াস্ত ছুটছেন মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশাল গুরুংরা। অন্যদিকে, মানুষকে হেনস্তার অভিযোগ করলেও এসআইআর তৃণমূলকে দিয়েছে বিজেপি-বিরোধী প্রচারের বাড়তি সুযোগ, বলছে রাজনৈতিক মহল। এসআইআর ফর্ম পূরণ থেকে শুরু করে শুনানি শিবিরগুলিতে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বিজেপি-বিরোধী প্রচারের সুযোগ পাচ্ছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

এসআইআর শুনানি শিবিরগুলিতে গিয়ে মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো ভোটারদের বলছেন, ‘একটা বানান ভুল হলেও আপনাদের ডেকে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির নির্দেশেই এসব করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

- শনিবার থেকে মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুবাড়িতে এসআইআর-এর শুনানি শিবির চলছে
- যাঁরা সেখানে যাচ্ছেন, তৃণমূল তাঁদের গরমাগরম খিচুড়ি খাইয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে
- খিচুড়ির বিনিময়ে তৃণমূল ভোট পেতে চাইছে বলে বিজেপির কটাক্ষ

মোদির ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

শিল্প বার্তা নেই, শুধু অনুপ্রবেশের চড়া সুর

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে অনুপ্রবেশ ঠেকানো ছিল ‘মোদির গ্যারান্টি।’ মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতেও ‘মোদির গ্যারান্টি’ ছিল। ‘টাটার মাঠে’ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিন্তু কোনও সিঙ্গুর-বার্তা পাওয়া গেল না। বিজেপি নেতারা কিন্তু ক’দিন ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সিঙ্গুরকে। রাজ্যবাসীও মনে করেছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে পালটা দিতে সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে আসবেন নরেন্দ্র মোদি।

বাস্তবে টাটার মাঠ পড়েই থাকল। আশ্বাস মিলল না দেশের প্রধানমন্ত্রী এলেও। অথচ সেই আশ্বাস আদায় করার জন্য মোদির উপস্থিতিতে রবিবার সিঙ্গুরের জনসভা মঞ্চে কম চেষ্টা ছিল না বিজেপি নেতাদের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দেওয়ার পর সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, তিনি ব্যাড এমকে ছেড়ে গুড এম-এর কাছে যাচ্ছেন। সেই গুড এম হল সেদিনের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও তাঁর ভাষণে বলেন, ‘উন্নয়নের জন্য শিল্প দরকার। ভারী শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থানের খরা কাটবে না।’ কিন্তু কোথায় কী! মোদি চলে গেলেন সেই অনুপ্রবেশ ও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির চর্বিতচর্বণে। নতুন কথা বলতে বাঙালি অস্মিতা উসকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে কৃতিত্ব দাবি এবং বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রচার।

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরে রবিবার।

সভাস্থল সিঙ্গুর হলেও গতে বাঁধা ভাষণের বাইরে গেলেন না প্রধানমন্ত্রী। শুধু সিঙ্গুর নয়, রাজ্যবাসীর জন্য কোনও শিল্পবার্তা ছিল না মোদির ভাষণে। শুধু সাফাই দিলেন, আইনের শাসন না থাকায় রাজ্যে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর কথায়, ‘বাংলায় বিজেপি সরকার এলে সিন্ডিকেট ট্যাক্স ও মাফিয়ারাজ নির্মূল করবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। আইনের শাসন ফিরলে রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ আসবে।’

তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলেই কর্পোরেট জমি হাঙরদের হার মানতে হয়েছে। সিঙ্গুরে বিনিয়োগ আসেনি বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। উলটে বাঙালির বুদ্ধিমত্তাকে মোদি অপমান করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই সিঙ্গুরে ১১.৩৫ একর জমিতে স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ারহাউসের জন্য ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন, পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ফালাকাটা

সুভাষ বর্মন ও ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘কী করতে এলাম রে ভাই, কিছুই তো নেই’- ক্যামেরা বাগিয়ে আক্ষেপ যায় না তরুণের। সঙ্গী বন্ধুকে বলছিলেন, ‘ছবি তোলার মতোও কিছু নেই।’ অথচ একসময় বেড়ানোর পাশাপাশি ছবি তোলার জন্য ভিড় হত জায়গাটায়। ছুটির দিন ভিড়ে পা ফেলার জো থাকত না কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে।

একেবারে কেউ যান না বললে ভুল হবে। শীতের সকালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পিকনিক এখনও হয়। কিন্তু না প্রকৃতির আকর্ষণ আছে, না পশুপাখি কিংবা বন্যপ্রাণীর। ফালাকাটারই দুই তরুণ বাইকে এতটা দূর এসে বলাবলি করছিলেন, ‘বেকার এলাম।’ পরিত্যক্ত পর্যটক আবাসগুলির ছবি তুলতে তুলতে একজন অপরজনকে বলছিলেন, ‘তৃণমূল আমলে কুঞ্জনগরের হতশ্রী দশা- ক্যাপশন লিখে ছবিগুলি ফেসবুকে পোস্ট করব।’

- ২০১১-তে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটায় ঘাসফুল ফোটে
- বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে থাকে ২০১৬ সালেও
- ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয় শাসকদলের
- পরের বছর ফালাকাটা পুর নির্বাচনে আবার তৃণমূলের ফল হয় ১৮-০

পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু বাধা দূরের কথা, প্রতিবাদই বা করবেন কীভাবে! শুধু তো এই দুই তরুণ নয়, কুঞ্জনগরে এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, কেউ এলে বেহাল দশারই ছবি তোলেন। বন দপ্তরের জলদাপাড়া বিভাগের এলাকায় কুঞ্জনগরে প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল প্রয়াত সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন।

কুঞ্জনগরের পরিচিতি তখন রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃণমূল আমলে এই কেন্দ্রের রাখা পশুপাখি নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। স্থানীয় এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘এখন কুঞ্জনগর আছে বটে, কিন্তু প্রাণটা আর নেই। কী দেখতে লোকে এখন আসবেন কুঞ্জনগরে?’

প্রকৃতি পর্যটনের এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতিতে একসময় জোয়ার এসেছিল। প্রচুর স্বনিযুক্তির সংস্থান হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের ‘সেফ প্যাসেজ’

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আইনের চোখে সবাই সমান- এই বাক্যটি আদতে যে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই শোভনীয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ প্রশান্ত বর্মন। ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও তাঁর আস্তানায় দিব্যি রয়েছেন। জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বলা ভালো করেনি। গোয়েন্দাগিরিতে দেশের নামকরা আইপিএস রাজীব কুমারের মতো দুঁদে পুলিশকর্তা যে রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া একজন আমলাকে ধরতে পারছে না, সেকথা মহাকালের নামে শপথ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

শনিবার জলপাইগুড়িতে ঢাকঢোল পিটিয়ে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে। ন্যায়বিচারের আলোয় নতুন দিশা দেখানোর কথা হয়েছে। মঞ্চ থেকে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই মঞ্চের সামনে বসে থাকা রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা বলতে পারছেন না প্রশান্ত কোথায়, এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন প্রায় এক মাস ধরে অফিসে আসছেন না তিনি, ছুটি নিয়েছেন কি না- সেইসব প্রশ্নের উত্তরটুকুও সংবাদমাধ্যমকে দিতে চাইছেন না জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। এসব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রশাসনের একটা অংশ খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে আড়াল করার চেষ্টায় খামতি রাখছে না।

অভয়া হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সময় নেয়নি। দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। স্বপন কামিল্যা দত্তাবাদের সামান্য স্বর্ণ কারিগর বলেই কি তাঁর খুন তথাকথিত সমাজ, পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়? অভয়া যেমন কর্মক্ষেত্রেই নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন, তেমনি স্বপনকেও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না।

২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তর আগাম জামিন খারিজ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় বসে প্রভাবশালী ওই আমলা বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, আর পুলিশ বলছে তারা নাকি তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! এই গল্পকথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশান্ত কোনও ছিঁচকে চোর নন যে, গলির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। তিনি একজন পদস্থ সরকারি আধিকারিক। অথচ ২৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও পুলিশ তাঁকে ছুঁতে পারছে না। কেন? উত্তরটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ‘পলাতক’ দেখিয়ে পুলিশ প্রশান্তকে সময় দিচ্ছে যাতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনওভাবে রক্ষাকবচ জোগাড় করতে পারেন। অর্থাৎ পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্দরেই তাঁকে ‘সেফ প্যাসেজ’ করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশান্তকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে নির্লজ্জ কানামাছি খেলা চলছে,

এরপর দশের পাতায়

- জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ
- প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ
- এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন তিনি অফিসে আসছেন না, তার উত্তর প্রশাসনের কাছে নেই

সূত্রের খবর

দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও

শপিং মলে নলেন গুড়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে নলেন গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। আপামর বাঙালির কাছে শীত আর নলেন গুড় প্রায় সমার্থক। মানুষ যাতে ঘরে বসেই ভালো নলেন গুড়ের স্বাদ পেতে পারেন সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হল মাঝিয়ানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। কোনওরকম রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে, একদম প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে খেজুরের রস থেকে খাঁটি নলেন গুড় তৈরি করা হবে বলে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরি নলেন গুড় পাওয়া যাবে শপিং মলে। এমনকি ক্রেতারা যাতে অনলাইনেও এই গুড় অর্ডার করতে পারেন, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'এই কেন্দ্রের জমিতে যেসব খেজুর গাছ রয়েছে, সেই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে, তার থেকে নলেন গুড় তৈরির ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র চত্বরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যানালের ধারে প্রায় ১৫০টি খেজুর গাছ আছে। একসময় এই খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার কথাও ভেবেছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। কিন্তু প্রায় বছরখানেক আগে কর্তৃপক্ষের তরফে এই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে তার থেকে নলেন গুড় তৈরির বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

এই বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা বলেন, 'প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' তিনি যোগ করেন, 'খুব শীঘ্রই এই খাঁটি নলেন গুড় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং শপিং মলে পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে খাঁটি নলেন গুড়।

আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফোর্টে পড়ুয়াদের ভিড়। রবিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার এখন দুঃস্থদের পাশে

সমস্যা যেমনই হোক, তাঁকে ডাকলেই পাশে পাওয়া যায়। তিনি জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মও।

আলোর সারথি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : প্রতিবছর অন্তত দুই হাজার করে কম্বল বিলি করেন। এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো সোয়েটার, চাদর, জামাকাপড় কিংবা শাড়ি-ধুতি। কারও পড়াশোনা করতে আর্থিক বাধা, দুস্থ পরিবারের কেউ হাজারও দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু খবরটুকু দরকার। চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল উপহার দিলে পাশে রয়েছেন তিনি। ২৮ বছর ধরে নীরবে এই ধরনের সমাজসেবার কাজ চালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। এই কাজ করে প্রত্যন্ত চা বাগান এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই তিনি 'দেবদূত'। প্রচারবিমুখ মানুষটির একাজে দোসর তাঁর দিদি কঙ্কণা ভট্টাচার্য এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা।

জলপাইগুড়ি শহরের জয় লেনের বাসিন্দা দেবজ্যোতি একসময় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের (এমইএস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অবসর নেন ২০২২ সালে। তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে নিরলস সমাজসেবার শুরু ১৯৯৭ সাল থেকে। বছরের শুরু থেকেই দেবজ্যোতি তাঁর কাজ শুরু করে দেন। যেমন চলতি বছরের প্রথমদিনই কম্বল দেন জটেশ্বরের সরুগাঁওয়ের পাঁচশো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে। ১৩ জানুয়ারি গিয়েছিলেন বানারহাটের চা বাগানগুলিতে। সেখানে ছয়শো বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি এবং তাঁর দিদি। এভাবে নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকা কেন? প্রশ্ন শুনে তিনি যেন দার্শনিক। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসেছি একা। যাবও একা। মাঝে মানুষের সঙ্গে এই বেঁচে থাকা।'

শনিবার দেবজ্যোতি নাগরাকাটার বন্ধ বামনডাঙ্গা, ধরণীপুর সহ পাঁচটি চা বাগানের ছয়টি প্রাথমিক স্কুলের চারশো খুদেকে নিয়ে ডায়না নদীর ধারে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, চাটনি। শেষপাতে পায়েস এবং নলেন গুড়ের রসগোল্লা। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নতুন সোয়েটারও তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ ওরাওঁ বলল, 'সবার সঙ্গে পিকনিকে এসে এদিন নাচগান করেছি। খুব মজা হয়েছে। এত আনন্দ কোনওদিনও পাইনি।'

শিশুদের নিয়ে পিকনিকে দেবজ্যোতি। ডায়না নদীতে।

হীরাচরণকে সিঞ্চুলা সম্মান

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শিকড়ের খোঁজ করছেন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। বোড়ো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস গবেষক হিসাবে পরিচিতি হীরাচরণ নার্জিনারির। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই মানুষটি ৮১ বছর বয়সেও বেশিরভাগ সময় কাটান কলকাতার স্টেট আর্কাইভ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার তালেশ্বরগুড়িতে মূল বাড়ি হলেও সেকারণে বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে কলকাতায় পিকনিক গার্ডেনের ফ্ল্যাটে।

এই কাজের জন্য হীরাচরণ এবার 'সিঞ্চুলা' সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৯৮৭ থেকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। তিস্তাপার্ক স্টাডি সার্কেল নামে সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার একটি সংস্থা প্রবর্তিত এই পুরস্কার আগে পেয়েছেন কবি ও পরিবেশকর্মী জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল (১৯৮৮), সাংবাদিক তুষার প্রধান (১৯৯৬), উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার (২০০৩) ও কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক বিমল টোপ্পো (২০১৯)। সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পুরস্কারটি বাংলা-ডুয়ার্সের উচ্চতম পাহাড়চূড়া সিঞ্চুলার নামাঙ্কিত। হীরাচরণ ষষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি পুরস্কারটি পাচ্ছেন। তালেশ্বরগুড়িতে তাঁর বাড়ির অদূরে আলিপুরদুয়ার জেলার বড় পুখুরিয়া গ্রামে সিধো-কানহো কলেজে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হবে। ১৯৮৫-তে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের নাম 'In Search of Identity the Mech।' বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তিনি এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বোড়ো সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ লিখে চলেছেন। অসমের বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই বইটি এবছরই প্রকাশ করবে।

হীরাচরণ নার্জিনারি।

ব্যান্ড বাজিয়ে শেষযাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মৃত্যু মানেই মৌন, নিস্তব্ধতা, নীরবতা। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখা গেল রায়গঞ্জের বড়ুয়া অঞ্চলের বামনগ্রামের ধর্মপুর গ্রামে। যেখানে শোকের মাঝেও রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে গেল বৃদ্ধের শেষযাত্রা।

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনাথবন্ধু রায়ের বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। শনিবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নাতি-নাতনিদের আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ যেন ব্যান্ডপার্টি সহযোগে শ্মশানে যায়। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শেষ ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে রবিবার ব্যান্ডপার্টি সহযোগে হলদিবাড়ি শ্মশানে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। মেয়ে মঞ্জু, ইমামি, পূর্ণিমারা জানান, বাবার ইচ্ছের মান রাখতে এমন ব্যবস্থা। এদিন এমন অভিনব ব্যাপার চাক্ষুষ করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন প্রচুর মানুষ।

কর্মখালি

কোম্পানির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- PF, ESI, মাসে ছুটি আছে। M : - 9635508609, 8653609553.

Rent for Bank

1946 Sq. Ft. space at Nilkamal Plaza, H.C.Rd, Opp : Meghdoot Cinema Hall for Rent Only for Bank, (M) 9475089531/ 7602846829. (C/-119778)

বিক্রয়

Shop For Sale At Siliguri, Only Buyer 9635314408. (K)

হারানো প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No.3574, Regd. Date: 13/08/2002 হারিয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। খগেন্দ্র চন্দ্র পাল। M-9434936819.

সঙ্গীত কলা

বাড়িতে গিয়ে গান ও তবলা উন্নত পদ্ধতিতে শেখানো হয়। (পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে) Contact:-9933353876. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahanur Bibi, W/o-Kuran Sekh, গ্রাম-সাদিপুর, (পো: জে কাগমারি, থানা-মোথাবাড়ি, গ্রাম পঞ্চায়েত বাঙ্গীটোলা, কালিয়াচক মালদা)। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি:নং 11564, Dt. 20/11/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 09/01/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Nasima Khatun থেকে Nasima Khatun করা হইল। উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115453)

●

আধার কার্ড নং 2723 1426 3561, ভোটার ID কার্ড নং DWP2543528, ব্যাংক পাসবই, PNB, অ্যাকাউন্ট নং 1220010596884. MAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত ভোটার কার্ড নম্বর, পার্ট নং 169, ক্রমিক নং 691 আমার নাম SAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-1-26, J.M.1ST CLASS সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি MAHANACH BIBI এবং SAHANACH BIBI, W/o. AMIRUDDIN MIYA, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম: হরিনচওড়া, পো:ঘুঘুমারি, থানা: কোতোয়ালি, জিলা:কোচবিহার, প.ব.। (C119504)

●

আমি শুভঙ্কর মজুমদার, পিতা: প্রভাত কুমার মজুমদার, ঠিকানা-চাঁচল থানাপাড়া, পোস্ট ও থানা-চাঁচল, জেলা-মালদহ। চাঁচল মহকুমা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং ৭৩, তারিখ-০৩/০১/২০২৬)-এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন, ঠিকানা-কালাকাটা ০৪ নং ব্রিজ (নিকট), পোস্ট অফিস-মোওয়ামারী, জেলা-কোচবিহার; এই ফার্মের সাথে লাইসেন্সধারী ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এসেছি। মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন-এর ফার্মের সাথে শুভঙ্কর মজুমদার-এর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর লাইসেন্স কোনোভাবেই কোনো চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রইল না। (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমি শেখর অজিত কর্মকার ২৬.১২.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি Executive ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট (২৫১৫১) বলে শেখর অজিত কর্মকার এবং শেখর কর্মকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (K)

●

ভুলবসত আমার স্বামীর পাসপোর্টে আমার নাম লেখা হয়েছে BOBITA GHOSH (পাসপোর্ট নং-M9078313) তাই ইং 08/01/2026 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে BABITA GHOSH MISTRI হলাম। BABITA GHOSH MISTRI এবং BOBITA GHOSH একই ব্যক্তি। (S/N)

●

আমি Ranjit Das S/o. Biren Das resident of Nathuachar P.O Barapatia Natunbas P.S Kotwali Dist Jalpaiguri আমার voter Card Number MRK 3135555 এ নাম আছে Ranjit Das কিন্তু PAN Card Number BISPD0934P এ নামের বানান ভুল Rangit Das থাকাতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইএম জলপাইগুড়ি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করে Rangit Das থেকে Ranjit Das করা হয়। Rangit Das ও Ranjit Das একই ব্যক্তি। (C/120044)

●

ভোটার ID Card No.LZL0175497 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভোটার লিস্ট-2002, 4-কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, পার্ট নং 146, ক্রমিক নং 463 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 02-1-26, J.M. (1ST CLASS), 3RD COURT, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি SUPRIYA ROY, SUPRIA (PAL) RAY এবং SOMA ROY, W/o. SRI SWAPAN KUMAR ROY, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। R.R.N.Road, বাজার পোস্ট অফিসের নিকট, কোচবিহার, থানা:কোতোয়ালি, পো: ও জেলা: কোচবিহার। (C/119503)

RECRUITMENT NOTICE

The District Level Selection Committee, Darjeeling, invites applications to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA Darjeeling. For details please visit www.wbhealth.gov.in & www.darjeeling.gov.in

Sd /-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling
& Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

আজ টিভিতে

হিডেন ফ্লেভার্স অফ ইন্ডিয়া : নর্থ ইস্ট
রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হিরোগিরি, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.১৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৩০ দাদা, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মানিক, দুপুর ১২.৩০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ নাগ পঞ্চমী
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৪.০০ বৌমার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.০০ সংঘর্ষ, ১২.৩০ ন্যায়দণ্ড
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঝিনুকমালা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৩ লিঙ্গা, দুপুর ১.৩৫ পরদেশ, বিকেল ৫.১১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ খুঁখার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ মেহন্দি, দুপুর ১২.৫২ মোহরা, বিকেল ৪.০৭ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.২২ বিগ ব্রাদার
সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.২৪ আন মিলো সজনা, দুপুর ১.৪০ মিস্টার নটওরলাল, বিকেল ৪.৫৪ কমান্ডো, সন্ধে ৭.৪৮ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.২৩ নাজায়েজ
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ ডাকু মহারাজ, দুপুর ১.১৫ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.৫৭ সালার, সন্ধে ৭.৫০ দে কল হিম ওজি, রাত ১০.৪৭ শুটআউট অ্যাট লোখন্ডওয়ালা
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.২২ কহি পেয়ার না হো জায়ে, বিকেল ৩.৫৪ মোহিনী, সন্ধে ৬.৫৫ ওম শান্তি ওম, রাত ১০.০২ সিক্রেট এজেন্ট

এইটিন হুইলস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া
রাত ৯.০০ ডিসকভারি হিন্দি

লভ এক্সপ্রেস রাত ১০.৩০
জলসা মুভিজ

সালার বিকেল ৩.৫৭ স্টার গোল্ড

হাওড়া ডিভিসনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের নলহাটি-গুমানি শাখায় ব্রিজ নং ২০২, ২০৬, ২১০, ২১২, ২৩৬, ২৬৪-এর রি-গার্ডারিং কাজ এবং রামপুরহাট ও সাদীনপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৫-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য, ২৫.০১.২০২৬ তারিখ (রবিবার) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হবে : ● **মেমু ট্রেন বাতিল (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩৪৩৪ রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৩০৩২ জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘন্টার জন্য। (২)১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘন্টার জন্য। (৩) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ৩ ঘন্টার জন্য। (৪) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘন্টার ১৫ মিনিটের জন্য। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** ১৩০৩১ হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিটের জন্য। ● **আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন:** (১) ১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে আন্দুল-হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (২) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (৩) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩০৬৩/৬৩০৬৪ বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং ৬৩০০৭ কাটোয়া-রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। ● **এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস খড়্গপুর ডিভিসনে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩৪২৭ হাওড়া-সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়া ও রামপুরহাটের মধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে

ফাওলই-এর আওতায় ৪ বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের আরও ৪ বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের সরকারি মাসিক অনুদান ফাওলই-এর আওতায় আনল শ্রম দপ্তর। ওই বাগানগুলি হল দার্জিলিংয়ের পান্ডাম, কলেজভ্যালি, জলপাইগুড়ির চামুর্চি ও আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া। এর ফলে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গের এক শ্রম আধিকারিক বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

পাহাড়ের পান্ডাম চা বাগান গত বছরের ৭ অগাস্ট থেকে বন্ধ। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২৬৮। একইদিনে বন্ধ হয় কলেজভ্যালি। শ্রমিক সংখ্যা ৬৪২। ওই দুই বাগানে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে। শ্রমিকরা বকেয়া টাকা এরিয়ার হিসেবে পাবেন।

জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের চামুর্চি ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। দুই বাগানের শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭৪ ও ৯৬১। চামুর্চি ও দলসিংপাড়ার ক্ষেত্রে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ফাওলই বাবদ মাসে শ্রমিকপিছু দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

রাজ্যের নয়া নিয়ম অনুযায়ী বন্ধ, লকড আউট বা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হলে ১ মাস পর থেকে ওইসব বাগানে ফাওলই চালু করে দেওয়া হয়। এই নীতির আওতায়, চারটি বাগান যেদিন থেকে বন্ধ হয় তারপর এক মাস হিসেব করে সেদিন থেকে শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। তবে বাগান খুলে যাওয়ার পর ফাওলই বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে দলসিংপাড়া চা বাগানটি গত মাসে খুলেছে। এর অর্থ যতদিন বাগানটি বন্ধ ছিল শ্রমিকরা ততদিন ফাওলই পাবেন।

৫ অক্টোবরের প্লাবনবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানকে গত নভেম্বর মাসে ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। বামনডাঙ্গায় ১১৬৪ জন ও সুভাষিণীতে ১২৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যাবে। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ পৌষ, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬, ৫ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।২০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩২ বজ্রযোগ রাত্রি ৯।৪৫। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১।৫৬ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩২ গতে দোষ নাই, রাত্রি ২।২০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।২০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।২৯ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৩২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ,দিবা ১২।৩২ গতে সাধভক্ষণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যত্রতত্র মদের বোতল, প্লাস্টিক

কুঞ্জনগরে পিকনিকের নামে হুল্লোড়

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে কুঞ্জনগরের ছবিটা বদলে গিয়েছে। সারা বছর সেখানে সেভাবে লোকের আনাগোনা দেখা যায় না। তবে গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে সেখানে পা রাখার জায়গা নেই। সঙ্গে আরেকটা জিনিস বদলেছে। সেটা হল চারপাশের পরিবেশ। বলা যায় সেখানে পিকনিকের আনন্দ থেকে হইহুলোড় বেশি হচ্ছে। বর্তমানে কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে যেখানে-সেখানে পড়ে থাকছে মদের ভাঙা কাচের বোতল। রোজ সেসব ভাঙা কাচের বোতল সরাতে হচ্ছে বনকর্মীদের। এমনকি যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিক। পিকনিক স্পটের আশপাশে ডাস্টবিন রয়েছে। তবে সেইসব ডাস্টবিন কেউ ব্যবহার করছেন না বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, ‘প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের ভেতরে মদ্যপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে জরিমানা আদায় করা হয়। আর প্লাস্টিকের বর্জ্য ফেলানোর জন্য বড় বড় ডাস্টবিন রয়েছে। আমরা চাই, এখানে সবাই পিকনিকে আসুন। তবে নেশা করা চলবে না।’

এদিকে, এলাকায় মাঝেমধ্যে বুনো হাতির দল বের হয়। তাই মদের ভাঙা বোতলে বন্যপ্রাণীদেরও ক্ষতি হতে পারে। তাই বন দপ্তরের তরফে জরিমানার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

এমনিতে কুঞ্জনগরের পুরোনো ঐতিহ্য এখন আর নেই। আগে সেখানে বহু পশুপাখি ছিল। তখন রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষ আসতেন। তবে কয়েক বছর আগে ন্যাশনাল জু অথরিটির অনুমতি না থাকায় কুঞ্জনগরের সব পশু, পাখি নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গল সাফারিতে। তারপর থেকে শুধু পিকনিকের মরশুমেই কুঞ্জনগরে মানুষের ভিড় হয়। কিন্তু ওই ভিড়ের আড়ালেই চলে একশ্রেণির মানুষের বেলেল্লাপনা। তরুণদের কেউ কেউ ঝোপঝাড়ে বসেই মদ্যপান করে বলে অভিযোগ। রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে সেটা বেশি হয়। পরে সেইসব বোতল সেখানেই পড়ে থাকে। সম্প্রতি এক বনকর্মীর সেসব পরিষ্কার করতে গিয়ে পা কেটে যায়।

এক বনকর্মীর কথায়, ‘আমাদের হেঁটে ডিউটি করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ যেখানে-সেখানে মদের বোতল

মদের বোতল কুড়োচ্ছেন বনকর্মী।

ফেলে রাখে। সেগুলি আমাদেরকেই সরাতে হয়।’ বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কেন এভাবে মদের আসর বসে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কুঞ্জনগরের ভেতরে এমনটা হচ্ছে না। কারণ ভেতরে সব সময় কড়া নজরদারি চলে। কিন্তু বাইরের ঝোপঝাড়ে সব সময় নজরদারি চালানো সম্ভব হয় না। কারণ, যেদিন ভিড় হয় সেদিন পিকনিক স্পট, কুঞ্জনগরের গেট ও ভেতরে ভিড় সামলাতে হয় বনকর্মীদের।

তুলির টান।। *আলিপুরদুয়ারের কুমোরটুলিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। রবিবার।*

রাতভর হাতির তাণ্ডব

তছনছ আলুখেত, চিন্তায় কৃষকরা

সুভাষ বর্মন ও রাজু সাহা

ফালাকাটা ও শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার রাতে ১০-১২টি হাতি প্রথমে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে কুঞ্জনগরে ঢুকে পড়ে। তারপর একটি দাঁতাল হাতি আলাদা হয়ে যায়। বাকি হাতিগুলি আবার দুই ভাগে ভাগ হয়। এতে দুটি হাতির দল আলুখেতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। রাতভর হাতির দলের পেছনে নজরদারি চালান বনকর্মীরা। তবু ক্ষতি এড়ানো যায়নি। তিনজন কৃষকের আলুখেতের বেশি ক্ষতি হয়। তবে রবিবার ভোরের দিকে হাতিগুলিকে জঙ্গলে ঢোকাতে সক্ষম হয় বন দপ্তর। স্থানীয়রা দ্রুত ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন।

জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীকে দশবার ফোন করা হয়। ফোন তুলে তিনি ব্যস্ততার কথা বলেন। তারপর ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজের উত্তরও দেননি। স্বভাবতই বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসী।

যদিও ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার বলছেন, ‘বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করব।’

বন দপ্তর সূত্রে খবর, কুঞ্জনগরে

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত আলুখেত।

গ্রাম ও জঙ্গলের সীমানায় এক মাস থেকে ফেন্সিংয়ের কাজ চলছে। তিন কিমি এলাকাজুড়ে এই ফেন্সিং তৈরি হবে। তবে সেই কাজ পুরোপুরি এখনও শেষ হয়নি। তাই অনায়াসেই হাতির পাল শনিবার রাতে গ্রামে ঢুকে পড়ে। তবে ঘরবাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু হাতিগুলিকে বাগে আনতে হিমসিম খেতে হয় বনকর্মীদের। এদিকে আলুখেতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কৃষকদের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কৌশিক দত্তের। তাঁর প্রায় আড়াই বিঘা জমির আলুখেত নষ্ট হয়। কৌশিকের কথায়, ‘গ্রামে হাতি তাড়ানোর ওয়াচটাওয়ার নেই। ফেন্সিংয়ের কাজও শেষ হয়নি। একপাল হাতি ঢুকে আমার আলুখেত নষ্ট করে দেয়। এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।’ এছাড়া মধু বর্মন নামে আরেক কৃষকের দুই বিঘা জমির আলু সাবাড় করে হাতির দল।

এদিকে, শনিবার রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে একদল হাতি এসে বাকলা স্কুলডাঙ্গা, চেপানি, চড়াই মহল, ব্যাংডোবা এলাকায় আলুখেতে দাপিয়ে বেড়ায়। পায়ে মাড়িয়ে প্রায় এক বিঘার মতো লংকাখেতও নষ্ট করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আলু চাষ শুরু হতেই এলাকায় হাতির দল হানা দিতে শুরু করেছে। বনকর্মীরা নিয়মিত রাতে টহল দিচ্ছেন। হাতিদের জঙ্গলমুখো করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু শনিবার রাতে প্রচণ্ড কুয়াশা থাকায় সার্চলাইট জ্বালিয়েও হাতির উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছিল না। এই সুযোগেই আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি করে হাতির দল।

দ্বিতীয় দিনেও ধর্না চেকোয়

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : দোকানের সামনে বালি ফেলে রাস্তা বন্ধের অভিযোগ তুলে শনিবার ধর্নায় বসেছিলেন চেকো মোড়ের ব্যবসায়ীরা। রবিবার দ্বিতীয় দিনে ধর্না মঞ্চে বিক্ষোভ দেখালেন ব্যবসায়ীরা। সেই ধর্না মঞ্চে বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপির প্রতিনিধিদের দেখা গেলেও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা-কর্মীকে দেখা যায়নি। এমনকি প্রশাসনের তরফেও কেউ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করেনি বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক রানা পাল বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে দোকানের সামনে বালি ফেলে ব্যবসায়ীদের উপর চাপ তৈরি করা হয়। বাধ্য হয়ে আমাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। আমাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবি কেন পূরণ হচ্ছে না।’ তাঁর সংযোজন, ‘পূর্ত দপ্তরের জায়গার ওপর কয়েকশো দোকান। অথচ প্রশাসনের খাতায় আমাদের নাম নেই কেন? আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’

রাস্তা সংস্কার

শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজে যাতায়াতের বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছিল। এই নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। অবশেষে পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

দুই বছর ধরে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের এই কলেজে যাতায়াতের রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছিল। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছিল কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকদের। এলাকার বাসিন্দারাও নাকাল হচ্ছিলেন। রাস্তা নিয়ে সমস্যার কথা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস এবং কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়েই পথশ্রী প্রকল্পের বরাদ্দে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জ বলেন, ‘গোটা রাস্তাটাই বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেটি সংস্কার করা হচ্ছে।’

বন্দে ভারত স্লিপার সহ একাধিক ট্রেনের স্টপের দাবিতে বিক্ষোভ।

স্টপ নিয়ে ক্ষোভে উত্তাপ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকে রাজ্যের শাসকদল যেমন জনসংযোগ বাড়াচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তেমনি কেন্দ্র রাজ্যের মানুষের মন পেতে ইতিমধ্যেই একের পর এক দূরপাল্লার ট্রেন চালু করছে। চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, অমৃত ভারতের মতো একাধিক প্রিমিয়াম ট্রেন। এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ট্রেনের স্টপ পায় না ধূপগুড়ি। গত ১৫ জানুয়ারি এনিয়ে ধূপগুড়ি স্টেশনে একদফা অবস্থান বিক্ষোভও পালন করেছে নাগরিক মঞ্চ সহ সমস্ত ব্যবসায়িক সংগঠন। তার পরেও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। তাই এবার লাগাতার বড় আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। রবিবার ধূপগুড়ি পুর ময়দানে এক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনগুলির নেতৃত্ব এবং মহকুমা নাগরিক মঞ্চ।

এনিয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, আলিপুরদুয়ার ডিআরএম দপ্তরে অবস্থান এমনকি দাবি আদায় না হলে ধূপগুড়ি বনধেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত এনিয়ে বলেন, ‘নিউ কোচবিহার এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মাঝামাঝি ধূপগুড়িতে নতুন ট্রেনগুলি দাঁড়ালে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার হবে। বুধবার থেকে আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহে নামছি। ২৯ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারে ডিআরএম দপ্তরে আমরা অবস্থানে বসব। তাতে কাজ না হলে ফেব্রুয়ারি মাসে ধূপগুড়ি বনধের ডাক দেওয়া হবে।’ ২০২৩ সালের মে মাসে সরাইঘাট এক্সপ্রেস ধূপগুড়িতে স্টপ পেয়েছিল। তবে মেলেনি গুয়াহাটি-এনজেপি বন্দে ভারতের স্টপ। ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রামচন্দ্র বসাক বলেন, ‘বন্দে ভারত না হয় হালে হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস, কামাখ্যা এক্সপ্রেস,

> **ধূপগুড়িতে নতুন ট্রেনগুলি দাঁড়ালে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার হবে। বুধবার থেকে আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহে নামছি।**
>
> **অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত**
> *সম্পাদক,* ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চ

বিকানের এক্সপ্রেস, সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস সহ কলকাতা যাওয়ার বেশি রাতের ট্রেনগুলির স্টপের দাবি জানিয়ে আসছি। ধূপগুড়ি স্টেশনে রেলের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট। অথচ আমরা বারবার বঞ্চিত হই। এবারে আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।’

এনিয়ে ধূপগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, ‘কেন্দ্র ধূপগুড়ির উন্নয়নের ধার ধারে না।’

এসআইআর-এর ধাক্কায় বন্ধ পাঁচালি

নেতা-কর্মীদের শিবিরে থাকার নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিতে (এসআইআর) প্রতিদিনই শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন অনেকে। এই সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে বলে তৃণমূল দাবি করেছে। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের পাঁচালি সহ দলের অন্য সব কর্মসূচি স্থগিত করে এসআইআর-এর শুনানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল তৃণমূল। রবিবার রাতে দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের তরফে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নেতৃত্বকে এ নিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সকাল থেকে বিকেল যতক্ষণ এসআইআর শিবির চলবে, ততক্ষণই দলের নেতা-নেত্রীদের সেখানে থাকতে হবে। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালও এই নির্দেশের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সোমবার থেকে এসআইআর-এর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে।'

সামনেই বিধানসভা ভোট। তৃণমূল রাজ্যের মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে প্রতিটি জেলায় উন্নয়নের পাঁচালি এবং উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি নিয়েছে। নেতা-নেত্রীরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সেখানে গত ১৫ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তি দেওয়া রয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছেন

> **দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সোমবার থেকে এসআইআর-এর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে।**
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল**
> *চেয়ারম্যান, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল*

আইপ্যাকের ঠিক করে দেওয়া নেতা-নেত্রীরা।

আবার এই সময়েই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচিতে বর্তমানে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করা যে সব ভোটারকে নিয়ে কমিশনের সন্দেহ রয়েছে, তাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। প্রথম দিকে শুনানিকেন্দ্রগুলিতে তৃণমূল শিবির করলেও ধীরে ধীরে তা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বরং এই সময়ে প্রত্যেক জেলাতেই দলীয় কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, শুনানির নামে মানুষের হয়রানি নিত্যদিন বাড়ছে। প্রতিদিন রাজ্যজুড়ে প্রচুর মানুষ শুনানির নোটিশ পাচ্ছেন। ফলে তাঁদের হয়রানিও বাড়ছে। তৃণমূলের দাবি, রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দলের উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার বক্তব্য, 'রাজ্যে অনেক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।'

এরই মধ্যে রবিবার রাতে আইপ্যাকের তরফে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি বা চেয়ারম্যানকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠানো হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত বিধানসভাভিত্তিক দলীয় কর্মসূচি স্থগিত করে এসআইআর-এর কাজে নজর দিতে হবে। এসআইআর সম্পর্কিত সমস্ত কাজকর্মে দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী এবং শাখা সংগঠনের কর্মকর্তাদেরও সোমবার থেকেই এক সপ্তাহের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

একসঙ্গে ৯ তরুণের চাকরিতে উচ্ছ্বসিত ফালাকাটা ও মাথাভাঙ্গা

লাইব্রেরিতে পড়ে সাফল্যের গল্প

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : 'আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে।' ওঁদের কারও বাবা পেশায় টোটোচালক, কেউ দোকানে কাজ করেন। কারও পরিবার চলে কৃষিকাজ করে। তবু ওঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যেন মিলেমিশে গেল সুমনের ওই বিখ্যাত গানের লাইনটা। সংসারে অনটন তবু স্বপ্ন দেখতে তো বাধা নেই। ১৪ জন বন্ধু সংকল্প করেছিলেন পরিবারের হাল ফেরাতে সরকারি চাকরি পেতেই হবে। দেশসেবার সুযোগ পাওয়াই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। স্বপ্ন যেমন ছিল তেমনই এল সফলতাও। ১৪ জনের মধ্যে ৯ জনই পেলেন চাকরি। কেউ সিআইএসএফ-এ, কেউ বিএসএফ-এ, আবার কেউ সিআরপিএফ-এ। তরুণদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁদের বাসস্থান ফালাকাটা ও কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সিঙ্গিজানি এলাকা। একসঙ্গে এতজন বন্ধুর চাকরি পাওয়ার বিষয়টি অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগাবে, তেমনই আশা স্থানীয়দের।

চাকরির পরীক্ষায় সফল ৯ তরুণ।

ফালাকাটা শহরের মহাকালপাড়া-হাটখোলা এলাকায় সঞ্জীব বর্মনের বাড়ি। এছাড়া বড়ডোবার বাসিন্দা সুজিত বর্মন, ফালাকাটা শহর সংলগ্ন ৫ নম্বর বাজার এলাকার বাসিন্দা জয় দেবনাথ, আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সৌভিক গোপ এবং রামঠেঙ্গা এলাকার তরুণ শুভদীপ বর্মন চাকরি পেয়েছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণ বর্মন, সুরজ পাল, হংসরাজ বর্মন ও জয়প্রকাশ বর্মন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সিঙ্গিজানি এলাকায় থাকেন। নয়জনই গত বৃহস্পতিবার স্টাফ সিলেকশন জিডি কনস্টেবল পদে চাকরি পেয়েছেন। সঞ্জীব, হংসরাজ এবং সৌভিক সিআইএসএফ-এ সুযোগ পেয়েছেন। সিআরপিএফ-এ চাকরি পেয়েছেন সুজিত, জয় ও জয়প্রকাশ। এদিকে বিএসএফ-এ যোগ দেবেন কৃষ্ণ, সুরজ এবং শুভদীপ। ১৪ জনের দলে বাকি ৫ জন সামান্য নম্বরের জন্য বাদ পড়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি হলেও শুধুমাত্র স্বপ্নপূরণের আশাতেই তাঁদের বন্ধুত্ব মজবুত হয়। পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো নয় বলে কেউ

> **পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আমাকে চাকরি পেতেই হবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম। সেইমতো বন্ধু পেয়ে যাই। ৯ জন চাকরি পেলাম। বাকি ৫ বন্ধুও সাফল্য পাবেন বলে আশাবাদী।**
>
> **সঞ্জীব বর্মন**
> *সিআইএসএফ কর্মী*

কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে সকলে একসঙ্গে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব।

সিআইএসএফ-এ যোগ দিতে চলা সঞ্জীব বললেন, 'ছোট থেকেই দেখেছি আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। তাই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আমাকে চাকরি পেতেই হবে মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম। সেইমতো বন্ধু পেয়ে যাই। ৯ জনই চাকরি পেলাম। বাকি ৫ বন্ধুও দ্রুত সাফল্য পাবেন বলে আমরা আশাবাদী।' গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরা। সেটার ফল প্রকাশের পর গত অগাস্টে শারীরিক মূল্যায়ন হয়। সেখানেও ৯ জন পাশ করেন এবং মেডিকেল পরীক্ষাতেও সফল হন। এরপর গত বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে পড়াশোনা করার পাশাপাশি ভোরে ৫ নম্বর ডিভিশনের মাঠে তাঁরা দৌড় অনুশীলন করতেন।

শুভদীপ নামের আরেক তরুণের কথায়, 'আমার বাবা টোটোচালক। খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। বন্ধুরা একত্রিত হওয়াতেই সফলতা এসেছে। এখন স্বপ্ন সফল হয়েছে। দেশের জন্য কাজ করার পাশাপাশি এখন পরিবারের পাশেও দাঁড়াতে পারব।'

কালচিনির থানা ময়দানে তৃণমূলের জনসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মজুরি না দিলে গ্রেপ্তারের সুপারিশ

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার কালচিনির থানা ময়দানে তৃণমূলের নির্বাচনি জনসভা থেকে কালচিনি চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা তৃণমূলের সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে যেসব চা বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন না তাঁদের গ্রেপ্তারের সুপারিশ জানিয়েছি।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিন জনসভায় এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে বিঁধেছেন ঋতব্রত। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত ভোটারদের নাম কেটে পেছনের দরজা দিয়ে নিজেদের ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। নির্বাচন এলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির তৎপরতা বেড়ে যায়। নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থা বিজেপির ইশারায় চলছে। তাঁর কথায়, 'সামনেই কেন্দ্রীয় বাজেট। বাজেটে ফের চা বাগানের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা হবে। কিন্তু কার্যকর হবে না। ২০২১ সালে নির্বাচনের আগে চা বাগানের জন্য অনেককিছু ঘোষণা করেছিল বিজেপি সরকার। কিন্তু তার একটিও কার্যকর হয়নি। বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগানের জন্য একের পর এক প্রকল্প চালু করেছেন।' ভোটে জিতলে তৃণমূল সরকার চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

জনসভায় উপস্থিত দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা

> **ইতিমধ্যে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে যেসব চা বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন না তাঁদের গ্রেপ্তারের সুপারিশ জানিয়েছি**
>
> **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *রাজ্যসভার সাংসদ*

সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জানান, কালচিনিতে চা শ্রমিকদের জন্য বিজেপির বিধায়ক কাজ করেননি। সভায় দলের দুই সাংসদ ছাড়াও আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব ও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনা

রাঙ্গালিবাজনা ও শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : মাদারিহাট থানার শিশুবাড়ির কাছে ইকতি নদীর সেতুর মুখে রবিবার বিকেলে একটি ট্রাক এবং একটি বিলাসবহুল ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছোট গাড়িটিতে চালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি টায়ারও ফেটে যায়। অবশ্য চালকের কোনও ক্ষতি হয়নি। দুর্ঘটনার পরেই ট্রাক নিয়ে চম্পট দেন চালক। অন্যদিকে, সামনের চাকার টায়ার ফেটে উলটে গেল একটি পণ্যবাহী গাড়ি। ৩১-টি জাতীয় সড়কের চেপানিতে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ঘটনায় ওই গাড়ির সহকারী চালক জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জখম চালককে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

নিখোঁজ কিশোরী

শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ১৫ বছরের এক কিশোরী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শামুকতলা থানা এলাকার ওই কিশোরী বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর আর সে বাড়ি ফেরেনি। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও কোনও খবর না পেয়ে রবিবার থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন পরিবারের লোক। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, কিশোরীর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

৩২ লাখে রাস্তা

বীরপাড়া ও শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : মধ্য ছেকামারিতে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের পথশ্রী প্রকল্পে রবিবার রাস্তায় কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি। কাজের সূচনা করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। বরাদ্দ হয়েছে ৩২ লক্ষ ২২ হাজার ১১৪ টাকা। অন্যদিকে, মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মহাকালগুড়িতেও গোঁসাইপাড়া বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র থেকে ৬০০ মিটার রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হল রবিবার।

চিন্তায় মগ্ন।। *জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আলিপুরদুয়ারে জমবে কোচবিহারের জঞ্জাল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : কোচবিহার পুর এলাকার সংগৃহীত সব বর্জ্য এমাসের শেষের দিক থেকে আলিপুরদুয়ারের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হবে। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা) এমনই নির্দেশ দিয়েছে। কোচবিহার পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ এনিয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কর্মী, আধিকারিকদের সঙ্গে শনিবার বৈঠক করেন। বৈঠকে পুরসভার আধিকারিক ও কাউন্সিলাররাও উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'কিছু চিঠি এসেছে। তবে আমি বাইরে থাকার কারণে চিঠিগুলি এখনও দেখা হয়নি। ফিরে সেগুলি দেখব।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, কোচবিহার পুরসভার সঙ্গে এই নিয়ে এখনও কোনও কথা হয়নি। ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' আলিপুরদুয়ারের ডাম্পিং গ্রাউন্ড শহর থেকে ৮-১০ কিলোমিটার দূরে মাঝেরডাবরি চা বাগান এলাকায় রয়েছে।

কোচবিহার পুরসভায় বৈঠকের পর আমিনা বলেন, 'কোচবিহার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে খুব শীঘ্রই রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার তরফে প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করা হবে। ফলে ভাগাড়টি পরিষ্কার করতে হবে। তাই সেখানে আর আবর্জনা ফেলা যাবে না।' তিনি জানান, কোচবিহার শহরের সমস্ত বর্জ্য গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝেরডাবরি ভাগাড়ে ফেলা হবে।

কোচবিহার পুরসভায় বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫৬ টন বর্জ্য তৈরি হয়। এরজন্য প্রতিদিন প্রায় ৪১টি গাড়ি ব্যবহার করে পুরসভা। প্রশ্ন উঠেছে কোচবিহার শহর থেকে প্রতিদিন এই বর্জ্য প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলা নিয়মিত সম্ভব হবে কি না। তাছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার স্থানীয় বাসিন্দারা তা মেনে নেবেন কি না।

কোচবিহারের নিজস্ব ভাগাড়েই বর্জ্য ফেলার জন্য পুরসভার গাড়ি শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় নানা কারণে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেখানে অন্য জেলার বর্জ্য আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার সময় এই সমস্যা আরও বেশি হতে পারে বলেই ধারণা। তারপরেও মাঝেরডাবরির ভাগাড়ের প্রসেসিং ইউনিটে বর্জ্য শুধু নিয়ে গিয়ে ফেললেই হবে না। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথক করে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে। এরসঙ্গে বিপুল পরিমাণ এই বর্জ্য প্রতিদিন একাধিক গাড়িতে করে নিয়ে মাঝেরডাবরির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলতে যে পরিমাণ তেল খরচ হবে সেই টাকাই বা আসবে কোথা থেকে?

বকুলতলা এলাকায় কোচবিহার পুরসভার ভাগাড় শহর থেকে কমবেশি ৫ কিলোমিটার দূরে। গাড়িতে সেখানে বর্জ্য ফেলতে পুরসভার মাসে তেল খরচ হয় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা। সেখানে মাঝেরডাবরি ভাগাড়টি কোচবিহার শহর থেকে কমবেশি ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে বর্জ্য ফেলতে প্রতিমাসে কোচবিহার পুরসভার ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকার তেল প্রয়োজন।

নিম্নমানের কাজ, বন্ধ নির্মাণ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ জানুয়ারি : নিম্নমানের রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে রবিবার কাজ বন্ধ করে দিলেন সাধারণ মানুষ। মাদারিহাট পূর্ব খয়েরবাড়ির ১৪/৭৭ পার্টে পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্বে একটি কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছিল। ২.১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তার জন্য ১ কোটি ১৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, ৪ ইঞ্চি উঁচু আরবিএম-এর বদলে ১ ইঞ্চি আরবিএম বিছানো হচ্ছে। অন্যদিকে, আরবিএম বিছানোর পর জল ও রোলার দিয়ে তা বসানোর কথা। কিন্তু তাও হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি নিয়ে ওই পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চু ওরাওঁয়ের দাবি, 'যতটুকু কাজ হয়েছে তা ভালোই হয়েছে। বাকি কাজ খারাপ করে করার চেষ্টা করছিলেন

পূর্ব খয়েরবাড়ির এই রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা।

ঠিকাদার। কিন্তু আমরা নিয়ম মেনে সব করতে বলেছি।' তবে পঞ্চায়েত প্রধান ললিতা সরকার এনিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ পাননি বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বিশ্বকর্মা বললেন, 'রাস্তার কাজটি অত্যন্ত নিম্নমানের হচ্ছে। আমরা গ্রামবাসীরা তাই প্রতিবাদ করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। এর জেরে ঠিকাদারের লোক আমাদের হুমকিও দিচ্ছে। দুই কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে প্রায় ৫০০ মিটার কাজ হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওইভাবেই কাজ করা হচ্ছিল।' হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ঠিকাদার। অপর এক বাসিন্দা রাজু চৌধুরী জানান, এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে এই রাস্তা মিশে যাবে। কিন্তু দুটি রাস্তার সংযোগস্থল এতটাই উঁচু করা হয়েছে যে সেখানে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওই সংযোগস্থল যেন সমান রাখা হয়, সেই অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের কথায় পাত্তাই দিচ্ছেন না ঠিকাদার। কিছু স্থানীয়র কথা মানতে নারাজ ঠিকাদার তরুণ শর্মা। তিনি বললেন, 'শ্রমিকদের কিছু ভুলে কাজ খারাপ হচ্ছিল। আমরা তা ঠিক করে দিয়েছি।'

তবে দীপক বা রাজুর অভিযোগে সহমত সাবিত্রী শর্মা, সরিতা শর্মার মতো গ্রামের মহিলারাও। সাবিত্রী বললেন, 'প্রায় ৪০ বছর পর রাস্তা তৈরি হচ্ছে। আগে মাটির রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে ট্রাক ও ছোট গাড়ি সবই যাতায়াত করে। এতদিন টোটো ভিতরে আসতে চাইত না। আমাদের নিজেদের চালের বস্তা দোকান থেকে ঘাড়ে করে বাড়িতে আনতে হত। সেই রাস্তা যখন এতদিন পর পাকা হচ্ছে, তখন নিম্নমানের কাজ আমরা কেন মেনে নেব?'

সংবর্ধনা

হাসিমারা, ১৮ জানুয়ারি : আদিবাসী সংগঠন রাজি পারহা ভারতের শাখা সংগঠন মুলি পারহা ও পাদহা পারহার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। রবিবার হাসিমারার সাঁতালি চা বাগানের দুর্গা মন্দির ময়দানে নতুন পদাধিকারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগঠনের প্রতিনিধিরা পদযাত্রা বের করেন। পদযাত্রা পুরোনো হাসিমারা চৌপথি পর্যন্ত যায়। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুলি পারহার আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি সন্দীপ এক্কা বলেন, 'ডুয়ার্সের চা বলয়কে ষষ্ঠ তপশিলির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সহ একাধিক দাবিতে আলোচনা হয়েছে।

কনভেনশন

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : জয়েন্ট ফোরামের আলিপুরদুয়ার জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল কালচিনির ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যালয়ে। রবিবার সেখানে চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর, প্রত্যেক চা শ্রমিককে জমির পাট্টা প্রদান, বন্ধ ও অচল চা বাগান দ্রুত খোলার দাবি তোলা হয়। জয়েন্ট ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পূর্ণমন রাই বলেন, '১২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটকে সফল করতে এদিন আলোচনা হয়েছে।'

নিউল্যান্ডসে শুরু অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার 'চা বন্ধু সাথী অ্যাম্বুল্যান্স' পরিষেবা শুরু হল কুমারগ্রাম ব্লকের এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউল্যান্ডস চা বাগানে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এই পরিষেবার। পাশাপাশি এদিন আরও একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে জেলার বিভিন্ন অংশে।

এদিন পরিষেবার উদ্বোধন করে সাংসদ প্রকাশ বলেন, 'চা শ্রমিকদের কল্যাণে নিউল্যান্ডস, রহিমাবাদ, তুরতুরি সহ বিভিন্ন বাগানে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করা হল। শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের পুরোপুরি বিনামূল্যে দেওয়া হবে এই পরিষেবা।' নিউল্যান্ডসের বাসিন্দা রাজেশ শা বলেন, 'এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ছিল না।

রবিবার নিউল্যান্ডস চা বাগানে 'চা বন্ধু সাথী অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা' শুরু।

রাতদুপুরে কেউ অসুস্থ হলে এতদিন আশপাশ এলাকার অ্যাম্বুল্যান্স ছিল ভরসা। চা বন্ধু সাথী অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু হওয়ায় শ্রমিকদের অনেক সুবিধা হল।'

অন্যদিকে, রবিবার ভূমিপুজোর মধ্যে দিয়ে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তম দাসের বাড়ি থেকে শুভঙ্কর নন্দীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করলেন কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া। পাশাপাশি, ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুরে কৃষ্ণা দাসের বাড়ি থেকে রাকেশ দাসের বাড়ি পর্যন্ত ১২২ মিটার সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন। ফলে একদিনে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

প্রকাশ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তরাই-ডুয়ার্সের ৫৩টি চা বাগানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন হয়েছে। ৯৫টি চা বাগানে আধুনিকমানের ক্রেশ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত চা বলয়ের ৫টি রুটে বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে মোট ৩২টি রুটে বাস পরিষেবা চালু করা হবে।

তৃণমূল নেতা কাঞ্চন সরকার বলেন, '১.৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার তরফে ৭৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৮০৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে এই পাকা রাস্তা নির্মাণে আনুমানিক ৩ মাস লাগবে। অন্যদিকে, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১০২ অংশ দক্ষিণ রামপুরে ১২২ মিটার সিসি রোড নির্মাণে ২ লক্ষ ৪ হাজার ৬৪৪ টাকা বরাদ্দ করেছে ব্লক প্রশাসন।'

কুমারগ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ মিয়াঁ বলেন, 'দেড় দশক আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১০/৬৪ অংশের রাস্তাটি পাকা হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহুদিন হল সেটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি নতুন করে পাকা করায় কুমারগ্রাম, এন্ডিবাড়ি, পোদ্দারপাড়া, বাড়িয়াপাড়া, মাস্টারপাড়া সহ একাধিক এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।'

মন্দির তৈরি

হাসিমারা, ১৮ জানুয়ারি : হাসিমারার বিচ চা বাগানে বড় রাধাকৃষ্ণ মন্দির তৈরির কাজ চলছে। রবিবার ওই মন্দিরের দোতলার ছাদ ঢালাই করলেন ভক্তরা। ভক্তদের সঙ্গে শামিল হন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, বাগানের ম্যানেজার কমলেশকুমার ঝা।

সোনম লোসার

জয়গাঁ, ১৮ জানুয়ারি : তামাং জনজাতির নববর্ষ সোনম লোসার উপলক্ষ্যে রবিবার জয়গাঁর দাড়াগাঁওয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে বৌদ্ধ লামা ধর্মগুরুরা উপস্থিত হন। ওই এলাকায় নতুন একটি বৌদ্ধ গুম্ফার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা। অন্যদিকে জয়গাঁর তেরাপন্থ ভবনে জৈন ধর্মগুরু মুনি প্রশান্ত কুমার ও কুমুদ কুমার আসায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। ২৫ জানুয়ারি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে।

অভিযান

সোনাপুর, ১৮ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা এলাকায় জুয়ার আসর বসে বলে অভিযোগ উঠেছিল। রবিবার সেই জুয়ার আসরের বাঁশের প্রাচীর ভাঙল সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

জয়ন্তী ভ্রমণ

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : ভুটানের রাজমাতা আসি কেসাং ছোডেন ওয়াংচুক রবিবার এসেছিলেন জয়ন্তী ভ্রমণে। সেখানে তিনি মহাকাল মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে পুজো দেন।

দলবদল

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : ভোটের মুখে দলবদল করলেন আইএনটিটিইউসি'র কালচিনি ব্লক সহ সভাপতি সঞ্জীব মোচারি। রবিবার মেন্দাবাড়ির লিচুতলায় বিজেপির সভায় তাঁকে দলে স্বাগত জানান দলের কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা।

বিজেপির সভা

বীরপাড়া, ১৮ জানুয়ারি : মাদারিহাট বিধানসভায় ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। রবিবার বীরপাড়ার হলদিবাড়ি লাইনে সাংসদ মনোজ টিগ্গার বাড়ির সামনে সভা হয়। সেখানে বিধানসভা ভোটের প্রাথমিক কৌশল ঠিক করা হয়। ছিলেন বিজেপির জেলা কমিটি থেকে শুরু করে মাদারিহাট বিধানসভার ৪টি মণ্ডল কমিটির পদাধিকারী, সদস্যরা।

বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুরেশ শা বলেন, বিহার, ওড়িশা, দিল্লি, অসমে বিজেপি সরকার কতটা উন্নয়ন করেছে, সেটা আমরা তুলে ধরব।

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : একের পর এক তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এসআইআর নোটিশ। সাংসদ দেব, সামিরুল ইসলাম ও বিধায়ক জাকির হোসেনের পর এবার শুনানির নোটিশ পেলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়েই এই ঘটনাকে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দিলেন দুই সাংসদ। চোপড়ার রোড-শো থেকে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'আমাদের হেনস্তা করতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে নোটিশ ধরিয়েছে। এই বাংলায় সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে বলেই নোটিশ পাঠাচ্ছে। কমিশন ও ভ্যানিশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে নাম বাদের চক্রান্ত করছে বিজেপি।'

বাইরন বিশ্বাস সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার যে বুথের ভোটার সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও তাঁর হাতে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছেন। বাইরনকে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ, 'আমার প্রয়াত বাবা এই জেলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। গোটা রাজ্যে আমাদের পরিচিত রয়েছে। আমার সঙ্গে যদি এই ধরনের আচরণ করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী করা হচ্ছে তা সহজে অনুমেয়।' সম্প্রতি এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের অপর তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনও। মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে দুই বিধায়ককে শুনানিতে ডাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দলের অন্দরে। যদিও বিজেপির দিকে আঙুল তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমরা যদি অবৈধ হই, তবে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শা'ও অবৈধ। যাঁরা ভোট দিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করলেন, তাঁরা যদি অবৈধ হয়, তবে আপনারা বৈধ হন কী করে? হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোকে মানুষ মারা যাচ্ছেন, আর মোদিজি ৮ হাজার কোটি টাকার বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী সুন্দর বিচার, তাই না?'

সাংসদ বাপি হালদার শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন ২৮ জানুয়ারি। সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁকে হয়রানি করার জন্য তলব করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের। তাঁর আবেদন, শুনানির তারিখ ওইদিনের পরিবর্তে এগিয়ে আনা হোক। বাপি বলেন, 'মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষকে এভাবে হেনস্তা করার চক্রান্ত চলছে।' অভিষেক বলেন, 'বাপি হালদার তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। বয়স বড়জোড় ৩২-৩৫। ভাবুন তাঁকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা নাকি অনুপ্রবেশকারী!'

বিকশিত বাংলার 'স্বপ্ন'

বাঙালি অস্মিতা, উন্নয়নের তাস মোদির মুখে

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : শিল্প বনাম কৃষির লড়াইয়ে উত্তপ্ত ছিল যে মাটি, সেই সিঙ্গুর থেকেই রবিবার রাজ্যবাসীর বাংলা ও বাঙালির হৃদস্পন্দন ছুঁতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরের পুণ্যভূমি থেকে রাজ্যবাসীর অস্মিতাকে ছুঁয়ে এক নতুন 'বিকশিত বাংলা'র রোডম্যাপ তুলে ধরলেন তিনি। ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করেই এগোবে আগামীর 'বিকশিত বাংলা'। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন।' তিনি আরও বলেন, 'মালদা থেকে হুগলি—আমি যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি। এই জোয়ারই বাংলার ভাগ্য বদলাবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক শিয়ালদা–বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। মোদি সচেতনভাবেই বাঙালির আধ্যাত্মিক আবেগকে স্পর্শ করে বলেন, 'কাশী আমার সংসদীয় এলাকা ঠিকই, কিন্তু বাংলার সঙ্গে এর নাড়ির টান অতি প্রাচীন। এই ট্রেন সেই আত্মিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' এছাড়া হাওড়া-আনন্দ বিহার এবং সাঁতরাগাছি-তাম্বরম রুটেও দু'টি অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের রেল যাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া আনবে।

হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম-এর শিলান্যাস এদিন ছিল এক মাস্টারস্ট্রোক। প্রায় ৯০০ একর জমির ওপর এই আধুনিক টার্মিনালে থাকছে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল এবং রোড ওভার ব্রিজ। এটি বছরে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণে সক্ষম হবে। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এবং দু'টি বিশাল জেটি সমৃদ্ধ এই প্রকল্পের ফলে কলকাতা শহরের যানজট কমবে। কেবল লজিস্টিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবহণ ক্ষেত্রে স্থানীয় হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী এক বড় স্বপ্ন দেখালেন বাংলার মৎস্যজীবী ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

বাঙালির মাছ-প্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। বলেন, 'ভারত বর্তমানে সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিতে দ্রুত এগোচ্ছে। আমার লক্ষ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলাই দেশকে নেতৃত্ব দিক।' পাশাপাশি, হুগলি নদীতে পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই জাহাজটি শূন্য-নিঃসরণ মোডে চলতে সক্ষম। এটি হুগলি নদী বরাবর ইকো-ট্যুরিজম এবং নিত্যযাত্রীদের পারাপারে বিপ্লব ঘটাবে। পরিবেশ রক্ষায় এবং পর্যটনে জোয়ার আনতে এদিন তিনি গঙ্গার বুকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই শূন্য-নিঃসরণ জাহাজটি হুগলি নদীর দু'পাড়ে ইকো-ট্যুরিজম ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি স্বপ্নপূরণ করে এদিন জয়রামবাটি – বরগোপীনাথপুর–ময়নাপুর নতুন রেললাইনের উদ্বোধন করেন মোদি। এর ফলে মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে রেল যোগাযোগ সহজতর হল। ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও ফ্ল্যাগ-অফ করেন তিনি। মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ তীর্থযাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিঙ্গুরকে মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়ে মোদি এদিন কেবল সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেননি, বরং উন্নয়নের মোড়কে বাঙালির অস্মিতাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কৃষ্টি, মাছ এবং মাটি—এই তিন আবেগকে হাতিয়ার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'সোনার বাংলা'র আর্থিক পুনর্জাগরণই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য।

■ রবিবার তিনটি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন, উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-বারাণসী

■ বাঙালির মাছপ্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন মোদি

■ হুগলি নদীতে ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারানের উদ্বোধন করেন এদিন

> বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন। মালদা থেকে হুগলি- যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

ইট'স কুল... রবিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শঙ্কা

এসআইআর-এ মানসিক ক্ষত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ফুলবাগানের একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের বাইরে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুনানির জন্য লম্বা লাইন। শুনানি শেষে বেরিয়ে আসা কাকলি সাহার কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'সব তো জমা দিয়ে এলাম, এখন জানি না কপালে কী আছে।' গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি কোণ থেকে আসছে হাহাকারের খবর। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত এসআইআর সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১০০ জনের। এসআইআরের ফলে সমাজের নানা স্তরে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। এর প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করছেন মনোবিদরা।

এসআইআর শুরুর পর থেকেই অদ্ভুত এক উদ্বেগ প্রভাব ফেলেছে বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজির পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। নভেম্বরের আগে যেখানে নিউরো সাইকোলজি বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫০-১৭০ জন, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫-২৫০-এ। অন্যদিকে নিউরো মেডিসিন বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৩০০ থেকে লাফিয়ে পৌঁছেছে ৫০০-র ঘরে। চিকিৎসকদের মতে, এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ হল এসআইআর কেন্দ্রিক মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা। মনোবিদদের মতে, এর ফলে এক চিরস্থায়ী আশঙ্কা থেকে যেতে পারে মানুষের মধ্যে। ফলে ছোটখাটো কোনও ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ, উত্তেজনা এমনকি তার মুখোমুখি হতেও ভয় পেতে পারেন মানুষ।

মনোবিদ অর্ণব দত্তের মতে, 'বহু মানুষ এসআইআরের সঙ্গে নাগরিকত্বের বিষয়টি জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে এর থেকে ভবিষ্যতে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে কখনও যদি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, মানুষ ভয় পাবে।' চিকিৎসক চন্দনা বক্সী জানালেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর যত জন মানুষ আমার কাছে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্ট্রেসের কারণ হিসেবে এসআইআরের কথা উল্লেখ করেছেন।'

সিদ্ধান্তহীনতা, অতিরিক্ত সাবধানতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে ব্যক্তি বিশেষে। এমনটাই মনে করছেন মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় মানুষের মধ্যে পকেট ট্রমা তৈরি হচ্ছে। বৃহত্তরভাবে এর সামাজিক প্রভাব না পড়লেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন।' মনোবিদ রঞ্জন ঘোষের মতে, 'এর প্রভাব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। মানুষ ছোটখাটো বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কারোর যদি বাইপোলার বা অ্যাডিকশন থাকে তাহলে তা এই চাপের ফলে বেড়ে যেতে পারে। যে কোনও বিষয়ে সন্দেহ বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হতে পারে ব্যক্তি বিশেষে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এসআইআর শুনানির এই প্রক্রিয়া মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি করছে, তা সারিয়ে তোলা সময়ের পক্ষেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ এখন নিজের মনের সঙ্গেই লড়তে বাধ্য হচ্ছে।

> মানুষ হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ায় স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। যার শারীরিক প্রভাবও রয়েছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চললে মানুষের মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়।
>
> -চন্দনা বক্সী

বৈষম্য রোধে কড়া পদক্ষেপ ইউজিসি'র

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব বিতর্ক এবং প্রায় ১০ বছর আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কম ওঠেনি। এর আঁচ পড়েছে রাজ্যেও। এই অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র নতুন বিধি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সম্প্রতি ইউজিসি 'প্রোমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন' বিধি জারি করে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পরিচয় সহ একাধিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামনের সারির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

নতুন বিধি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'ইকুয়াল অপারচুনিটি সেন্টার' গঠন করতে হবে, যার চেয়ারম্যান হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা হবে 'ইকুইটি কমিটিও'। ওই কমিটিতে সদস্যরা দু'বছর পর্যন্ত বহাল থাকবেন। কোনও পড়ুয়া বা কর্মীর অভিযোগ পেলে কমিটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে রিপোর্ট। তার ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে 'ওম্বুডসম্যান'-এ আবেদন করা যাবে। ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু থাকবে হেল্পলাইন নম্বরও। ফোন মারফত কেউ অভিযোগ জানালে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সম্পূর্ণ নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে ইউজিসি। গাফিলতি দেখতে পেলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। ইউজিসি-র বৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বাদও যেতে পারে। এই নিয়ম কার্যকর হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জাতিগত বিভেদ সহজেই রোধ করা যাবে বলে মনে করছে উপাচার্যমহল।

শুনানির আগে 'আত্মঘাতী'

আসানসোল, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআরের শুনানিতে যাওয়ার আগেই আত্মঘাতী হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর ব্লকের এক বৃদ্ধ। জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ নারায়ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর ছোট মেয়ে সঞ্চয়িতা দাস সেনগুপ্তর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। ফলে তাঁরা শুনানিতে ডাক পান। তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নথি না থাকায় প্রবল মানসিক চাপে বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এর জন্য দায়ী বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরেই তিনি যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিএলও তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ও ছোট মেয়ের ভবিষ্যতের আশঙ্কা করেই উদ্বেগে ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের করা হয়নি। সালানপুর ব্লক প্রশাসন সমগ্র ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে।

সিপিএমের প্রচারে ফের সিঙ্গুরে কর্মসংস্থান

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : প্রায় দেড় দশক হতে চলল, ক্ষমতায় নেই বামেরা। ২০০৬ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিঙ্গুর আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের পতনের এক অন্যতম কারণ। ওই সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষিজমি রক্ষা, চাষির অধিকার, জমি ফেরত চাই—এই স্লোগানগুলিতেই বাম সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই দশক পর সেই সিঙ্গুরই চাইছে শিল্প ও কর্মসংস্থান। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন করে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচারে নামতে চাইছে বামেরা।

ভোটমুখী বাংলায় রবিবার টাটার মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে শিল্প নিয়ে আলাদা এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন সিঙ্গুরের জমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পায়নের কোনও কথা শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এই প্রেক্ষিতে ওই সময় বিজেপি ও তৃণমূল তথা তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতাতের কথা তুলে ধরে প্রচারে নেমে পড়েছে সিপিএম। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রাজনাথ সিংয়ের ছবিকে পোস্টার বানিয়ে প্রচার শুরু করেছে বামেরা। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা না হওয়া নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতকেই দায়ী করেছে তারা।

শুধু সমাজমাধ্যম নয়, সিঙ্গুরের জনগণের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থানের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার পরিকল্পনা করছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। বাম নেতাদের মতে, সময়ের সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে, শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাদের দাবিই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিল, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।' সম্প্রতি পুরোনো পন্থাতেই বুথে বুথে বৈঠক করছে সিপিএম। সিঙ্গুর ইস্যুকে অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় জনগণের কাছে প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হবে বলেই জানিয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

> গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিলেন, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।
>
> -মহম্মদ সেলিম

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪১ সংখ্যা, সোমবার, ৫ মাঘ ১৪৩২

কাঁটাবিদ্ধ ন্যাটো

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকিকে কেন্দ্র করে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) মধ্যে ব্যাপক অশান্তি শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের স্বৈরাচারী মনোভাব মেনে নিতে নারাজ ন্যাটোর অন্য শরিকরা। গ্রিনল্যান্ড এব্যাপারে নিজেদের কঠোর মনোভাব ইতিমধ্যে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। সামরিক তৎপরতাও শুরু করেছে দেশটি। গ্রিনল্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়েছে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম সহ ইউরোপের নানা দেশ। ইউরোপীয় সেনারা ইতিমধ্যে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

সম্প্রতি মার্কিন ডেল্টা ফোর্স রাতের অন্ধকারে তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলায় হানা দিয়ে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাসের প্রাসাদ থেকে অপহরণ করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। মাদক-সন্ত্রাসের অভিযোগে ইতিমধ্যে তাঁদের বিচারও শুরু হয়েছে মার্কিন আদালতে। এমনিতে ইজরায়েলকে সঙ্গী করে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা বহুদিন ধরে খবরদারি চালিয়ে আসছে।

এখন আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর পড়েছে খনিজসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডে। কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিনল্যান্ড শাসন করছে ডেনমার্ক। ১৯৭৯ সাল থেকে স্বশাসিত হলেও গ্রিনল্যান্ডের মানুষ ডেনমার্কের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর আমেরিকার নজর পড়ায় এখন শুধু ন্যাটো নয়, ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে সারা বিশ্ব।

রোজ যিনি দেশে দেশে যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন, নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন, সেই ট্রাম্পের একের পর এক দেশে দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবাদে এই মুহূর্তে গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ন্যাটো ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে।

কয়েকদিন আগে হোয়াইট হাউসে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের দুই বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। দুই বিদেশমন্ত্রী হাজার চেষ্টা করেও রুবিও এবং ভ্যান্সকে গ্রিনল্যান্ড দখলের মার্কিন পরিকল্পনা থেকে টলাতে পারেননি। বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে বৈঠকের কিছুক্ষণ আগে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস ফ্রেডেরিক নিলসেন কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে পাশে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে যদি আমেরিকা এবং ডেনমার্কের মধ্যে কোনও একটি দেশকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি সবসময় ডেনমার্ককে বেছে নেব।’

এত সবের পরেও ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের প্রশ্নে অনড় আছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার দরকার। তাঁর এই একগুঁয়েমি মনোভাবে অবশ্য ট্রাম্পকে ন্যাটো সামরিক জোটে একঘরে করে দিয়েছে। ন্যাটোর জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। ১২টি দেশ মিলে গঠন করেছিল ন্যাটো।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন ন্যাটো ছিল সোভিয়েত রিপাবলিকের নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ। সোভিয়েতের পতনের পর ন্যাটো পূর্ব ইউরোপের বহু দেশকে জোটের সদস্য করে নেয়। প্রধানত রুশ আগ্রাসন থেকে রক্ষা এবং ইউরোপ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক জোটের প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা। সেই চাহিদা মিটিয়েছে ন্যাটো।

আজ গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করতে নেমে পড়েছে ইউরোপের বহু রাষ্ট্র। ট্রাম্পের যুক্তি, রাশিয়া এবং চিন অনেক আগে থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে রুশ ও চিনা কবজায় গ্রিনল্যান্ডের চলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো ও বেজিং।

আমেরিকা নতুন করে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহী। কিন্তু ট্রাম্পের ভূমিকায় সকলে হতাশ। কয়েক মাস আগে ন্যাটোর বিরাট আর্থিক দায়ভারের সিংহভাগ বহনে অক্ষমতা জানিয়ে ট্রাম্প সামরিক জোট ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আজ সেই জোটে নিজেই কোণঠাসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

‘গডফাদার’ ট্রাম্প ও মার্কিন গণতন্ত্রের ফানুস

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রমাণ করেছেন, আমাদের ‘হইহট্টগোলের’ সংসদীয় ব্যবস্থাই আসলে স্বৈরতন্ত্রের সেরা প্রতিষেধক।

নীহারিকা সরকার

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই কানে আসে, ‘ধুর মশাই! এই খিচুড়ি মার্কা সিস্টেমে দেশ চলে? তার চেয়ে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্টশিপ দিয়ে দিন। একজন নেতা, এক সিদ্ধান্ত, ব্যাস! কেল্লা ফতে।’

আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে এই ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’ বড্ড নড়বড়ে। পদে পদে বাধা, শরিকি কোন্দল, আর রোজকার ‘কিচকিচ’। তার চেয়ে আমেরিকার মডেল কত চকচকে! একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট, যিনি সাংসদদের ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়াই দেশ চালাবেন। অনেকটা সেই ‘নায়ক’ সিনেমার অনিল কাপুরের মতো- একদিনে সব সাফ! কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখার জন্য আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না, শুধু বর্তমান হোয়াইট হাউসের দিকে তাকালেই হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নামক ‘ঝড়’- যিনি এখন দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার গদিতে- চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমেরিকার সেই বিখ্যাত ‘চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস’ বা ‘নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য’-র তত্ত্ব আসলে কতটা ঠুনকো।

গণতন্ত্র নাকি জমিদারি?

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা রাজতন্ত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন। তাই তাঁরা খুব কায়দা করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিলেন- প্রেসিডেন্ট দেশ চালাবেন, কংগ্রেস (আইনসভা) টাকার থলি সামলাবে, আর সুপ্রিম কোর্ট আম্পায়ারের মতো হুইসল বাজাবে। খাতায়-কলমে দারুণ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা ততদিনই কাজ করে, যতদিন গদিতে বসা মানুষটা ‘ভদ্রলোক’ থাকেন এবং অলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প? তিনি সেইসব নিয়মকে ‘ডায়েট কোকের’ খালি ক্যানের মতো দুমড়ে-মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার সংবিধান আসলে ভদ্রলোকদের জন্য লেখা, কোনও ‘পাড়ার মস্তান’-এর জন্য নয়। ট্রাম্প অনেকটা বিয়েবাড়ির সেই বদমেজাজি জ্যাঠামশাইয়ের মতো- যিনি ক্রিস্টালের গ্লাস ভেঙে, ওয়েটারকে ধমক দিয়ে, শেষে সবাইকে শিষ্টাচারের জ্ঞান দেন।

‘রাজা’ ট্রাম্পের দরবার

ট্রাম্পের প্রথম জমানা যদি হয় ট্রেলার, তবে এই ‘রাউন্ড-২’ হল হরর মুভি। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা? তিনি নিজের পছন্দের লোক দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এখন আর নিরপেক্ষ আম্পায়ার নয়, বরং ট্রাম্পের ‘ইয়েস ম্যান’-দের আখড়া। বিচারকরা ট্রাম্পের তৈরি করা পোশাক পরেই বিচারাসনে বসছেন বলে মনে হয়। ফেডেরাল এজেন্সিগুলো, যা কি না আমেরিকার মেরুদণ্ড, সেখানে এখন যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্যের দাম বেশি।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, ট্রাম্পের ‘ইউনিটারি এগজিকিউটিভ থিওরি’। সোজা বাংলায়- প্রেসিডেন্ট যা করবেন, সেটাই আইন। তিনি চাইলে বিচার বিভাগকে নিজের ব্যক্তিগত উকিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আর এফবিআই-কে লেলিয়ে দিতে পারেন বিরোধীদের পেছনে। নিজের অপছন্দের শহরগুলোতে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া, সংবাদমাধ্যমকে ‘ফেক নিউজ’ বলে দেগে দেওয়া, এমনকি নির্বাচনের তারিখ নিয়ে ছেলেখেলা করা- এসব এখন ওভাল অফিসের রুটিন।

কূটনীতির নামে ‘দাদাগিরি’

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকা এককালে যে দাপট দেখাত, ট্রাম্প সেটাকে স্রেফ মাফিয়া-সুলভ দাদাগিরিতে নামিয়ে এনেছেন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হোক বা ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা- আমেরিকার বহু বছরের পরিশ্রমকে তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর মধ্যে তেলের খনি বাঁটোয়ারা করার যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, তা কোনও সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে মানায় না। একে ‘বানর-বাঁটোয়ারা’ ছাড়া আর কী বলা যায়? রাষ্ট্রসংঘ? ওসব তো ট্রাম্পের কাছে নিছক আড্ডাখানা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা ইউরোপের নেতারা যে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে দু’বার ভাবেন, তার কারণ আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রাম্প ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ কী পোস্ট করবেন, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্বের অর্থনীতি। আজ যিনি বন্ধু, কাল তিনি শত্রু। এই খামখেয়ালিপনা কোনও সুপারপাওয়ারের নেতার শোভা পায় না। ডেনমার্কের মতো বন্ধু দেশকে গ্রিনল্যান্ড দিয়ে দেওয়ার জন্য ধমকানো- এ তো রিয়েল এস্টেটের দালালি, কূটনীতি নয়!

আমরা প্রায়ই বলি, ‘আমাদের দেশেই যত চোর-ডাকাত।’ কিন্তু ট্রাম্প যা করছেন, তা ‘তৃতীয় বিশ্বের’ দুর্নীতিবাজ নেতাদেরও লজ্জায় ফেলে দেবে। নিজের হোটেল-রিসর্টে সরকারি মিটিং করা, পরিবারের সদস্যদের ব্যবসার সুবিধা করে দেওয়া, এমনকি হোয়াইট হাউসে বসে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবসা প্রোমোট করা- এসব এখন ওপেন সিক্রেট। মজার ব্যাপার হল, আমেরিকার তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব দেখেও কুলুপ এঁটে বসে আছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার গদিতে বসে আমেরিকার ‘চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস’কে যেন পরীক্ষার খাতার মতো কাটাকুটি করছেন। প্রেসিডেন্টের হাতে এত ক্ষমতা থাকলে, বিচার ব্যবস্থা থেকে কূটনীতি- সবই ‘মুড’-এর ওপর চলে, সেটাই এখন ওভাল অফিসের রুটিন। তুলনায় ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ঝগড়াঝাঁটি আর হট্টগোল থাকলেও, অন্তত সবাই মিলে লাগাম টেনে ধরতে পারে। ট্রাম্প বোঝালেন- গণতন্ত্রে ভদ্রলোকের শিষ্টাচার না থাকলে, সিস্টেমও বড্ড অসহায়।

ভারতের ‘বিশৃঙ্খল’ গণতন্ত্রই শ্রেয়

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি সত্যিই আমেরিকার এই মডেল চাই? এখানেই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার সৌন্দর্য। আমাদের সংসদে হট্টগোল হয়, মাইক ভাঙা হয়, কিন্তু দিনশেষে প্রধানমন্ত্রীকে সাংসদদের জবাব দিতে হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় থাকে। আমাদের ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারেন না; শরিক দল, বিরোধী পক্ষ এবং সর্বোপরি সংসদ তাঁকে টেনে ধরে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট একবার নির্বাচিত হলে চার বছরের জন্য তিনি কার্যত অজেয়। ইমপিচমেন্ট? ওটা তো এখন রাজনৈতিক প্রহসন। কিন্তু ভারতে সরকার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে বলেই, স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ কম।

ট্রাম্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গণতন্ত্র কোনও অটোপাইলট মোডে চলা বিমান নয়। একে চালাতে গেলে চালকের সততা লাগে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি অন্তত গণতন্ত্রের বেসিক কোডগুলো মানবেন। ট্রাম্প সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন।

তাই পরের বার যখন কেউ বলবেন, ‘ভারতের একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম দরকার’, তখন তাঁকে ট্রাম্পের ছবিটা দেখিয়ে দেবেন। ‘নড়বড়ে’ বাসের মতো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে হয়তো ঝাঁকুনি বেশি, কিন্তু অন্তত এটা নিশ্চিত করে যে, ড্রাইভার চাইলেই বাসটাকে খাদে ফেলে দিতে পারবেন না- যাত্রীরা (সংসদ) তাঁকে থামাবেনই।

গণতন্ত্রের আইটেম নম্বরে একজন উন্মাদ সোলো পারফর্মারের চেয়ে, আমাদের এই ‘হইহট্টগোলের’ দলবদ্ধ নাচই অনেক বেশি নিরাপদ।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

-এআই

আজ

১৯৭৮
নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩৫
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছিল। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহিদরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিএনপি আবার সরকার গড়লে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রকে তাঁদের জন্য আলাদা বিভাগ হবে। এই পরিবারগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

- তারেক রহমান

ভাইরাল/১

বিহারের সীতামঢ়ীর এক তরুণ সাইকেলে যাচ্ছিলেন। মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা মারে। মারা যান ওই তরুণ। কোনও সাহায্য না করে উলটে যাওয়া ভ্যান থেকে একদল মানুষ মাছ লুট করতে ব্যস্ত। নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

থাইল্যান্ডের লার্ন দ্বীপের একটি পাহাড় থেকে প্যারাগ্লাইডিং করছিলেন এক মার্কিন পর্যটক। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের খুঁটির ওপর আছড়ে পড়েন। সেখানেই উলটো ঝুলতে থাকেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন
জনমত

টিউশনে জমজমাট বাণিজ্য

শিক্ষা আজ অনেকাংশে বাণিজ্যে পরিণত। নির্ধারিত ভর্তি ফি দিতে না পারলে ষষ্ঠ শ্রেণির শিশুটিকেও ভর্তি নেওয়া হয় না। আবার যে তরুণ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁকেও প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোটা অঙ্কের ফি দিতে হয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানুষ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল, সেখানে এখন বাণিজ্য বেশ জমে উঠেছে।

প্রাইভেট টিউশনির বাজার এতটা জমজমাট হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। বেকারত্ব নিদারুণভাবে বেড়ে চলেছে। টিউশনিটাই আপাতত কাজের সেরা উপায়। প্রতিযোগিতার বাজারে কখন যে বিষয়টি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে তা কেউ খেয়াল করেননি। অনেক শিক্ষক এখন পড়ানোর চেয়ে ছাত্রদের পরীক্ষায় নম্বর পাইয়ে দেওয়ার কৌশল শেখাতেই বেশি ব্যস্ত!

অন্যদিকে, স্কুলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকের সামনে দিয়েই মেধাবী ছাত্রটি টিউশনিতে ছুটছে- এটি একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতি। তবে এই লজ্জা শুধু আদর্শ শিক্ষকেরই, যে মা উচ্চশিক্ষিত হয়েও নিজের চার-পাঁচ বছরের শিশুটিকে অ-আ, এ-বি শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন তাঁর চোখে লজ্জার বদলে গর্ব দেখা যায়। এভাবেই অনেক ক্ষেত্রে অকারণে টিউশনির বাজার বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। টিউশন সেন্টারের ‘রেডিমেড নোট’ আজ পড়ুয়াদের বেশি পছন্দ। যখন একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার আনন্দ ভুলে শুধু নম্বর তোলার যান্ত্রিক কৌশলে অভ্যস্ত হয়, তখন বুঝতে হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়েছে। বাজারদরের ফর্দ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে তাকে জ্ঞান অর্জনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিরিয়ে আনাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

অসুরের অন্তিম প্রস্থান ও আমাদের বিবেক

দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতার কাছে পরাজিত এক শিল্পীর মৃত্যুতে আমাদের মেকি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ ভেঙেচুরে একাকার।

সাধন দাস

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরের সঙ্গে পর্দায় যাঁর সুঠাম দেহ আর ভয়াবহ হাসি অশুভের আস্ফালন তৈরি করত, তিনি অমল চৌধুরী- বাঙালির চিরচেনা ‘জ্যান্ত অসুর’। প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে তাঁর বিনাশ দেখে আমরা শুভ শক্তির জয় উদযাপন করেছি। কিন্তু গত ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে যখন অশোকনগরের এক জীর্ণ ঘরে এই প্রবীণ শিল্পীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হল, তখন সেই মৃত্যু কেবল এক শিল্পীর প্রস্থান রইল না; তা হয়ে উঠল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এক নির্দয় ময়নাতদন্ত। সেই নিরাভরণ নিথর দেহটি যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল- আসলে শিল্পী নন, উলঙ্গ হয়ে পড়েছে আমাদের মেকি সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ।

অমলবাবুর অভিনয় ছিল অনন্য। তাঁর চোখের চাহনি আর শরীরী ভাষা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের মনে যেমন ভয়ের উদ্রেক করেছে, তেমনই বড়দের দিয়েছে অভিনয়ের চূড়ান্ত আস্বাদ। অথচ যে মানুষটি পর্দার অসুর হিসেবে ঘরোয়া আড্ডার বিষয় ছিলেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ভয়াবহ রকম নিঃসঙ্গ। একে একে মা, বাবা, ভাই, দিদি- সব স্বজন হারিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। আমাদের চারপাশের আলোকোজ্জ্বল ভিড়ের মাঝেও যে কত অন্ধকার গহ্বর লুকিয়ে থাকে, তাঁর শেষজীবন তার বড় প্রমাণ।

দারিদ্র্য তাঁর কাছে কোনও বিমূর্ত ধারণা ছিল না, ছিল প্রতিদিনের কর্কশ বাস্তবতা। যে মানুষটি অভিনয়ের তাগিদে একসময় সুঠাম, পেশিবহুল শরীর গড়েছিলেন, পেটের দায়ে তাঁকে বাজারের ফেলে দেওয়া সবজি কুড়িয়ে দিন গুজরান করতে হয়েছে। তবু তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি। শিল্পীর সম্মান বাঁচাতে ভগ্ন শরীর নিয়ে কখনও দেওয়াল লিখন করেছেন, কখনও গ্যারাজে গাড়ির গায়ে তুলি চালিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁর অভিনয় ছাড়া বাঙালির মহালয়া পূর্ণতা পায় না, তাঁর কাছে ছিল না কোনও ‘আর্টিস্ট কার্ড’। এই একটি নথির অভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ন্যূনতম সরকারি সহায়তা বা মাসিক ভাতা থেকে। শিল্পের প্রতি এই চরম নিষ্ঠার কি এটাই ছিল প্রাপ্য পুরস্কার?

অমল চৌধুরী

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যে ‘মহানায়ক’ বা ‘মহানায়িকা’ সম্মানের ছড়াছড়ি, যখন উৎসবের মরশুমে কোটি কোটি টাকা অনুদান আর প্রচারের আলোয় চারপাশ ঝলমল করে, তখন অমল চৌধুরীর মতো একজন আইকনিক মুখ কঙ্কালসার দেহে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। উৎসব শেষ হলে যেমন প্রতিমা বিসর্জন হয়, আমাদের স্মৃতি থেকেও তেমনই বিসর্জিত হন এই প্রবীণ শিল্পীরা।

অশোকনগরের সেই বন্ধ ঘরে শিল্পীর ‘উলঙ্গ’ দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি আসলে আমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। অশুভ বিনাশের নামই যদি মহালয়া হয়, তবে দারিদ্র্য আর অবহেলার এই যে অসুর আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার বিনাশ কবে হবে? অমল চৌধুরীর মৃত্যু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার দলিল। এই লজ্জাজনক মৃত্যুর পর কি সত্যিই আমাদের লজ্জা হবে না? নাকি আবারও নতুন কোনও অসুর খুঁজে নিয়ে পুরোনোকে ভুলে যাওয়াই হবে আমাদের দস্তুর? প্রশ্নটি তোলা থাকল আমাদের বিবেকের কাছেই।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। দৈহিক, শারীরিক ৪। চাল ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ, আলখাল্লা জাতীয় জামাবিশেষ ৭। নৈপুণ্য, অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধনা ৮। দুর্গের চারপাশের খাত ৯। শঠ, ধূর্ত ১১। মুক্ত, অকৃপণ ১৩। আফিং থেকে তৈরি মাদকবিশেষ ১৪। শেষ, খতম ১৫। লিখিত প্রমাণপত্র, অধিকার প্রমাণের পত্র।

উপর-নীচ : ১। ছন্দোবন্ধ ব্যাখ্যা, অল্পাক্ষর ব্যাখ্যার দ্বারা বহু অর্থের বোধক কবিতা ২। মুণ্ডচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ৩। বাল গোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ ৬। অমঙ্গল, উৎপাত ৯। বাড়ির পেছনের দিক, ছাঁচতলা ১০। অত্যন্ত কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতিবিশিষ্ট ১১। সমবেদনা, দয়া ১২। ছোট বা অগভীর বন।

সমাধান ■ ৪৩৪৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। বাটিকা ৫। চিনাবাদাম ৭। শবর ৯। কলকা ১১। মানমন্দির ১৪। বজ্জর ১৫। নিত্যকার।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। মরীচি ৩। বাহবা ৪। কাঠিম ৬। দামাল ৮। বয়ান ১০। কালান্তর ১১। মাধব ১২। মন্দির ১৩। রয়ানি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাণিজ্য চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত ইইউ-এর

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, প্রতিবাদের ঝড়

নুক ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়', এই বজ্রনির্ঘোষে এখন কাঁপছে সুমেরু বৃত্তের বরফে ঢাকা দ্বীপটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ। কনকনে ঠান্ডা আর তুষারপাত উপেক্ষা করেই এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সুমেরুর এই স্বশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের দাবিকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ফ্লোরিডা থেকে ধেয়ে আসে ট্রাম্পের নতুন অর্থনৈতিক আক্রমণ। তিনি ঘোষণা করেছেন, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে। ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্কের হার জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে। এই ঘোষণার পরই বিশ্ব রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

- ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ
- ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল

খনিজ সম্পদে ঠাসা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটিকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, রাশিয়া ও চিনের হাত থেকে সুমেরু অঞ্চলকে রক্ষা করতে আমেরিকার এই মালিকানা প্রয়োজন। তবে নুকের মার্কিন কনসুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমরা ডেনমার্কের অংশ হিসেবেই থাকতে চাই। গ্রিনল্যান্ড কোনও পণ্য নয় যে কেউ চাইলে কিনে নেবে।'

এদিনের মিছিলে ৯ বছরের শিশু থেকে ৪৭ বছরের প্রৌঢ়া মারি পেডারসেনকেও দেখা গিয়েছে। মারি বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের এখানে এনেছি এটা শেখাতে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আমাদের অধিকার।'

এদিকে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার ট্রাম্পের প্রস্তাবকে রক্ষা করে বলেন, 'ডেনমার্ক একটি ছোট দেশ, তাদের পক্ষে গ্রিনল্যান্ড রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও দাবি করেন যে, মার্কিন করদাতারা ইউরোপের প্রতিরক্ষায় যে ভরতুকি দিচ্ছে, তা একটি 'খারাপ চুক্তি'। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক ঐক্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা কোনও আপস করবে না। বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা 'মেক আমেরিকা গো অ্যাওয়ে' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলি এখন আটলান্টিকের দু-পারের সম্পর্কের গভীর ফাটলকেই নির্দেশ করছে।

তুমি কি এমনই শক্তিমান... সন্তানকে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল এক মা। নীচে বিক্ষোভে হাজার হাজার গ্রিনল্যান্ডবাসী।

বিজেপি মানুষের প্রথম পছন্দ মোদি

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি : সুশাসন ও উন্নয়নের কারণে দেশজুড়ে ভোটারদের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি। রবিবার অসমের একটি জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'বিজেপি এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আসন ও ভোট দু'টোই বেশি পেয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরভোট ও কেরলেও দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কেরলে বিজেপির মেয়র হয়েছেন। এই ফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশজুড়ে মানুষ সুশাসন আর উন্নয়নের জন্য বিজেপিকেই ভরসা করছে।'

কংগ্রেসকে বিঁধে তাঁর তির, 'নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।' সদ্যসমাপ্ত বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলকেও কটাক্ষ করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে মুম্বইয়ে জন্মেছিল। অথচ সেই শহরের পুরভোটেই কংগ্রেস চতুর্থ স্থান পেয়েছে।' কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই কংগ্রেস দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যে মুম্বইয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল সেখানেই এখন তারা চতুর্থ নয়তো পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছে। যে মহারাষ্ট্রে এতদিন তারা রাজত্ব চালিয়েছিল এখন সেই কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশ বেড়ে গিয়েছিল।

বৃহন্মুম্বই পুরসভায় কংগ্রেস এবার জিতেছে মোট ২৪টি আসন। গতবার তারা পেয়েছিল ৩১টি আসন। এবার লাতুর পুরসভাও দখল করেছে হাতশিবির। বিজেপি মুম্বইয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু গতবারের তুলনায় তাদের আসনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৭টি। ২০১৭ সালে বিজেপি মুম্বইয়ে জিতেছিল ৮২টি আসন। এবার তারা পেয়েছে ৮৯টি আসন।

নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।

নরেন্দ্র মোদি

বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রতারণা

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি : সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রে বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন দুই তরুণ নাভেদ ও ভুরা। দাবি ছিল 'সুন্দরী পাত্রী চাই'। বিজ্ঞাপন দেখে পাত্রীর পরিবার ফোন করত তাঁদের। ধীরে ধীরে কথাবার্তা এগিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই শুরু হত নানা অছিলায় টাকা চাওয়ার খেলা। কখনও ফোন করে তাঁরা জানাতেন খুব অসুবিধায় পড়েছেন, আবার কখনও দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী শোনাতেন। হবু বৌয়ের পরিবার বিশ্বাস করে টাকা দিলেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন দুজনে।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করেছেন নাভেদ ও ভুরা। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের থানায় এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মার্কিন অর্থে ভারতকে এআই চ্যাটজিপিটির!

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : আমেরিকার অর্থে ভারত এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ভিত্তিক পরিষেবা পাচ্ছে! এমন অভিযোগ তুলে নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তাঁর দাবি, চ্যাটজিপিটির মতো সংস্থা আমেরিকার পরিকাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করে ভারত ও চিনের মতো দেশকে পরিষেবা দিচ্ছে। নাভারো প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকরা কেন অর্থ খরচ করবেন?' তাঁর যুক্তি, চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে বাকি বিশ্বে পরিষেবা দিচ্ছে, যা মার্কিন স্বার্থবিরোধী। এই মন্তব্যের পর ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার চ্যাটজিপিটির ওপর কোনও নতুন ফতোয়া জারি করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন? তেমনটা হলে ভারতের কয়েক কোটি ব্যবহারকারী বিপাকে পড়তে পারেন।

ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা

'পিঠে ছুরি মেরেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প'

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশ্বাসে ভরসা করে ইরানের রাজপথে নেমেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সরকারের পতন। কিন্তু সেই আন্দোলনের চরম মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আকস্মিক 'সুর বদল' ও ইরান সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাবকে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরি মেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট!'

এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবথেকে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সাক্ষী হয়েছে ইরান। ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন এক ইরানি আধিকারিক। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন। প্রশাসনের দাবি, 'সশস্ত্র দাঙ্গাকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা' সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করায় এই প্রাণহানি ঘটেছে। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির বলেন, 'আমরা অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।' অনেক বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

দিনকয়েক আগে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমেরিকা তৈরি' এবং 'সাহায্য আসছে'। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াশিংটন সামরিক অভিযান চালিয়ে খামেনেই সরকারকে উৎখাত করবে। ট্রাম্পের এমন 'আশ্বাস' শুনেই তাঁরা প্রাণের তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ট্রাম্পের এক বিবৃতিতে সব সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান সরকার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, তাই আপাতত সামরিক অভিযানের দরকার নেই। এমনকি এই 'সহযোগিতার' জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

নজরে ইরান

- ট্রাম্পের সামরিক সাহায্যের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা পথে নামলেও শেষমুহূর্তে তাঁর 'সুর বদল'
- আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে
- বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ
- খামেনেই এই অশান্তির জন্য আমেরিকা-ইজরায়েলকে দায়ী করেছেন
- দিশাহারা আন্দোলনকারীরা

এই মন্তব্যে তেহরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তেহরানের এক ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলেন, '১৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য ট্রাম্পই দায়ী। তাঁর 'লকড অ্যান্ড লোডেড' পোস্ট দেখেই মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। এখন বুঝতে পারছি, আমেরিকা নিশ্চয়ই ইরান সরকারের সঙ্গে কোনও গোপন সমঝোতা করতে আমাদের ব্যবহার করেছে।' অপর এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ট্রাম্প আমাদের বোকা বানিয়েছেন, আমাদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' এক নারী বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমি আর কোনও আশা দেখছি না। ট্রাম্পের কিছু যায়-আসে না।'

ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর সেই দাবি নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের একাংশ এখনও বিশ্বাস করেন যে, এটি ট্রাম্পের রণকৌশল হতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই পিছু হটা যে ইরানের সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

১৫০০ শিশু উদ্ধার, রেলের সর্বোচ্চ সম্মান চন্দনাকে

মিরাট, ১৮ জানুয়ারি : রেলের আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহ গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করেছেন। স্বীকৃতিস্বরূপ পেলেন রেলের সর্বোচ্চ সম্মান 'অতি বিশিষ্ট রেলসেবা পুরস্কার'। ৯ তারিখ তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রেলপুলিশের শিশু উদ্ধারের অভিযান 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহের নেতৃত্বে শুরু হয় ২০২৪ সালে। অভিযানের সূচনা লখনউয়ের চারবাগ স্টেশন থেকে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচার হতে যাওয়া বহু শিশুকে তাঁর টিম উদ্ধার করেছে। ২০২৫-এ ১০৩২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

তার মধ্যে ৩৯ জনকে পাচার করা হয়েছিল স্রেফ শ্রমিকের কাজে লাগানোর জন্য। ওই দলে বছর ছয়েকের এক বালিকা ছিল।

ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার দেবাংশু শুক্লা চন্দনার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'চন্দনার টিমে মহিলারাই বেশি আছেন। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে কাজে সাফল্য মিলছে।'

চন্দনা বলেছেন, 'আটের দশকে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল 'উড়ান'-এর আইপিএস অফিসার কল্যাণী সিংহকে দেখে উর্দি পরার প্রেরণা পাই।' বছর এগারোর কন্যার মা চন্দনা। তাঁর বেড়ে ওঠা ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মী। ক্যামেরা-লাজুক চন্দনার স্পটলাইট এড়িয়ে চলা স্বভাববৈশিষ্ট্য। উচ্চতর পদে পৌঁছোতে পরীক্ষা দিয়েছেন। স্মিত হেসে বলেছেন, 'আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়, তা পুরোপুরি করি।'

উমরের দীর্ঘ কারাবাসে উদ্বেগ প্রকাশ চন্দ্রচূড়ের

জয়পুর, ১৮ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মতো সরাসরি না হলেও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের অন্তহীন কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিচারহীন অবস্থায় খালিদের জেলে থাকা নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখন তাঁর বিলম্বিত ন্যায়বিচার নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন চন্দ্রচূড়।

জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভালে উমরের জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হওয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি কোনও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না করা যায়, তবে সেই দীর্ঘ কারাবাস আসলে শাস্তিতেই পরিণত হয়। তাঁর কথায়, 'যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার সম্ভব না হয়, তবে জামিনই হওয়া উচিত নিয়ম, জেল নয়।' উমর খালিদের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, বিচারক হিসেবে তাঁদের

কেবল নথিপত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কাউকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা যায় না। আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার দাবি কতটা যৌক্তিক। তিনি সতর্ক করে দেন যে, জামিনকে যদি শাস্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কারও দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তিনি নির্দোষ। কারান্ধকারের আড়ালে যে বছরগুলি হারিয়ে গিয়েছে, তা কোনও অবস্থাতেই পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

চন্দ্রচূড় মনে করিয়ে দেন, জামিন বাতিলের কেবল তিনটি নির্দিষ্ট ভিত্তি রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে, দেশ ছেড়ে পালালে কিংবা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করলে তবেই জামিনের আর্জি খারিজ করা যায়। ওই তিনটি কারণ না থাকলে অভিযুক্ত অবশ্যই জামিন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, জনরোষ নয়, সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা করাই আদালতের আসল কাজ।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব জারি। অথচ এই বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নাতবৌ শানজেহ আলি রোহেল মেহেন্দি অনুষ্ঠানে বেছে নিলেন ভারতীয় লেহেঙ্গা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পান্না-সবুজ লেহেঙ্গায় ঝলমলে দেখিয়েছে রোহেলকে। মুহূর্তে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর জন্য নিজের দেশের নাগরিকদের সমালোচনার মুখে শরিফ পরিবার।

'বাবা, আমি মরতে চাই না'

গৌতম বুদ্ধ নগর, ১৮ জানুয়ারি : ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাও তাই করেছিলেন।

শুক্রবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ঘন কুয়াশায় মোড়া একটি উঁচু পাড়কে ঠাওর করতে না পেরে তাঁর গাড়ি তাতে ধাক্কা মেরে পড়ে যায় পাশের গভীর নালায়। ৭০ ফুট গভীর নালায় ডুবন্ত গাড়ি থেকে টর্চের আলো জ্বালিয়ে চিৎকার করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বাবাকে বলেন, 'আমার গাড়ি খাদে পড়েছে। জলে ভরে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছি, মরতে চাই না। বাবা আমায় বাঁচাও।' তারপরেই স্তব্ধ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফোনের সংযোগ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার ১৫০ সেক্টরে।

খাদে পড়ে শেষ আর্তি তরুণের

যুবরাজ মেহতা গুরুগ্রামের অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সীতামাড়ির ছেলে। মা নেই। বোন ব্রিটেনে। বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, ছেলের শেষ মুহূর্তের ফোন, মেসেজ পেয়ে পুলিশকে জানান। নিজেও যান। স্থানীয় পুলিশ, ডুবুরি, জাতীয় বিপর্যয়

মোকাবিলা বাহিনীর চেষ্টায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে যুবরাজকে তোলা গেলেও ততক্ষণে সব শেষ। ই-কমার্স সংস্থার ডেলিভারি এজেন্ট মনিন্দর কোমরে দড়ি বেঁধে নালায় ঝাঁপ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি। মনিন্দর জানিয়েছেন, ১০ দিন আগে একটি ট্রাক ওই নালায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজন বিল্ডারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেন, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিতর্কে সুর বদল রহমানের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : 'ভারত আমার শিক্ষক, ভারতই আমার ঘর।' সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরে 'সাম্প্রদায়িক শক্তি'র প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান। তার জেরে বিতর্ক শুরু হতেই সেই আগুনে এবার জল ঢাললেন খোদ 'মোৎসার্ট অফ মাদ্রাজ'।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রহমান অভিযোগ করেছিলেন, গত আট বছরে বলিউডের ক্ষমতার অলিন্দে এক বড় বদল এসেছে। অ-সৃজনশীল মানুষের দাপট বেড়েছে এবং পরোক্ষভাবে সেখানে 'সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত' কাজ করছে। যার ফলে আগের মতো কাজ পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি ভিকি কৌশল অভিনীত সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ছাবা' ছবিটিকেও 'বিভাজনকারী' তকমা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, এই ছবি বীরত্বের আড়ালে বিভেদকে পুঁজি করেছে।

তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিশিষ্ট লেখক-গীতিকার জাভেদ আখতার বলেন, 'মুম্বইয়ের মানুষ ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। ওঁরা হয়তো ভাবেন পশ্চিমের প্রযোজকদের সঙ্গে উনি ব্যস্ত। অথবা উনি নিজের বড় বড় শো নিয়ে ব্যস্ত। ছোটখাটো প্রযোজকরা ওঁর কাছে যেতে ভয় পান। আমি মনে করি না, এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় আছে।' বাঙালি সংগীতশিল্পী শানও মনে করেন, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। তিনি বলেন, 'আমি এতগুলি বছর ধরে গান গাইছি। অনেক সময় আমিও কাজ পাইনি। কিন্তু আমি এটাকে কখনও ব্যক্তিগতস্তরে নিই না। রহমান সাবের একটি সিগনেচার স্টাইল আছে। উনি অনেক বড় মাপের সুরকার। ওঁর অনুরাগীর সংখ্যাও কমেনি, বরং বেড়েছে। আমি মনে করি না, সংগীতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু বিষয়ক কিছু আছে। কারণ সংগীত সেইভাবে হয় না।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রহমানের সাফাই, 'সংগীতই আমার সংযোগের ভাষা। আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনি। ভারত আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং বহু সংস্কৃতির কণ্ঠস্বরকে উদযাপনের সুযোগ দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে আমি ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ফের পাক ড্রোন

জম্মু, ১৮ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে ফের দেখা মিলল রহস্যময় ড্রোনের। সূত্রের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে এগুলি পাকিস্তান থেকে এসেছিল। এই নিয়ে এক সপ্তাহে চতুর্থবার উপত্যকার আকাশে পাক ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটল। ভারতকে রক্তাক্ত করতে সীমান্তপারের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কি এবার বড়সড়ো কোনও নাশকতার ছক কষছে? শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরের দু'জায়গায় রহস্যময় ড্রোনের দেখা মেলে। সেনা ক্যাম্পের কাছাকাছি ড্রোনগুলি বেশ কিছুক্ষণ পাক খাচ্ছিল বলে খবর। তবে সেগুলিকে ধ্বংস করার আগেই ড্রোনের গতিবিধি হারিয়ে যায় এবং কিছু সময় পর সেগুলি সীমান্তের ওপারে ফিরে যায়। ৯ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে অন্তত ১২ বার পাক ড্রোন হানা দিল।

মাধ্যমিকে বাংলায় প্রস্তুতি

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ, আশা রাখছি সকলেরই পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। যারা এখনও সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে উঠতে পারোনি তারাও জোরকদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাও, কারণ পরীক্ষা দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে।

আজ তোমাদের সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহজ কিছু কৌশল ভাগ করে নেব যাতে তোমরা বাংলায় খুব ভালো নম্বর নিয়ে মাধ্যমিকে পাশ করতে পার। তবে প্রথমেই বলব, অবশ্যই খুব ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে। কারণ নোটবই বা সাজেশন পাঠ্য বই-এর বিকল্প হতে পারে না। যে যত ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে, যত ভালো করে ব্যাকরণ প্র্যাকটিস করবে সে বাংলায় তত ভালো নম্বর তুলতে পারবে।

গদ্য-পদ্যে প্রস্তুতি :

গল্প এবং কবিতার সারাংশ একবার চোখ বুলিয়ে নাও। প্রতিটি পাঠ থেকে পড়বে- মুখ্য ভাব, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এবং পংক্তি, নাম-স্থান-ঘটনা।

৩ এবং ৫ নম্বরের জন্য যেগুলো পড়বে :-

গল্প : পথের দাবি ,বহুরূপী, জ্ঞানচক্ষু, নদীর বিদ্রোহ।

কবিতা : অসুখী একজন, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, অভিষেক, অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান, প্রলয় উল্লাস, সিন্ধু তীরে, আফ্রিকা।

নাটক : সিরাজদ্দৌলা।

প্রবন্ধ : হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (যে কোনও একটি)।

সহায়ক গ্রন্থ – : কোনি।

যা পড়বে-

ক) কোনির জীবন সংগ্রাম ও তার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল তার ধারাবাহিক আলোচনা কর।

গ) কোনির পারিবারিক সমস্যা ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

মনে রাখবে, প্রশ্ন ঠিকভাবে বাছাই করাতেই অর্ধেক সাফল্য আসে।

- যে প্রশ্নের পুরো উত্তর জানা আছে সেটাই লেখ।
- 'অথবা' থাকলে সহজ ভাষা এবং বেশি পয়েন্ট যেটাতে আছে সেটা লেখ।
- অজানা প্রশ্ন আন্দাজে লিখে কখনোই সময় নষ্ট করবে না। এতে তোমাদের উত্তরপত্রের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উত্তর লেখার ধরন নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ :-

গঠন : ভূমিকা (দুই-তিন লাইন), মূল অংশ (দুই-তিন লাইন), উপসংহার (এক-দুই লাইন) লিখবে। মনে রেখো পরীক্ষক উত্তরের গঠন দেখেই বুঝতে পারেন উত্তরের মান কেমন।

কবিতা ও গল্পের প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবে :

- অপ্রয়োজনীয় লাইন কোট কোরো না। কোট করলে তা কোনও মতেই যেন পরোক্ষ উক্তি না হয়।
- লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম যাতে কোনও মতেই ভুল না হয়।
- চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা বেশি সম্ভব পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ব্যাকরণে প্রস্তুতি :-

ব্যাকরণে খুব অল্প অথচ নির্ভুল লিখে অঙ্কের মতন পুরো নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যাকরণ অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে।

ব্যাকরণ-এ পড়বে : কারক, সমাস, বাক্য, বাচ্য, বঙ্গানুবাদ।

রচনা ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে :

- সহজ ভাষা এবং পরিষ্কার লেখায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়।
- কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য না লিখে সহজসরল ভাষায় লেখার চেষ্টা কর যাতে তোমার নিজস্বতা প্রকাশ পায়।
- রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপশিরোনাম, উপসংহার থাকতেই হবে।

হাতের লেখা ও উপস্থাপনা :

- স্পষ্টভাবে লিখবে।
- গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য আন্ডারলাইন করবে।
- অবশ্যই প্যারাগ্রাফ করে লিখবে।

সময় ব্যবস্থাপনা :

পরীক্ষার সময় ব্যবস্থাপনা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে।

- প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্ন পড়বে।
- ব্যাকরণ-এর অংশ আগে লিখতে পার।
- শেষ দশ মিনিট পুরো উত্তরপত্র চেক করবে।

জরুরি ও শেষ কথা :

১) প্রশ্ন ভালো করে পড়বে।

২) উত্তর নিজের ভাষায় লিখবে।

৩) বানান ও বাক্য গঠন ঠিক রাখবে।

৪) প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর লিখবে।

৫) অপ্রয়োজনীয় কথা লিখবে না।

৬) এখন পুরোনো পড়া রিভাইস করো, আর নতুন কিছু মুখস্থ করতে যেও না।

৭) অযথা আতঙ্কিত হবে না।

মনে রাখবে, তুমি এতদিন যা পড়েছো, সেটাই মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রশ্নের ভাষা বুঝে, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

শব্দস্রোতে ভাসছে প্রজন্মের একাল-সেকাল

প্রযুক্তা দাস, শিক্ষার্থী
ইংরেজি বিভাগ,
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

মানবজীবনে প্রতিনিয়ত শব্দের খেলা চলতেই থাকে। কেন-না যোগাযোগের মূল উপকরণই শব্দ। কিন্তু যখন সেই শব্দই তার সীমা অতিক্রম করে, তখন তা রূপান্তরিত হয় এক ভয়ংকর শত্রুতে, 'শব্দদানব'-এ। নগরায়ণের দ্রুত প্রসার, যানবাহনের বৃদ্ধি, নির্মাণকাজের অবিরাম শব্দ, উৎসব-পার্বণে মাইকের ব্যবহার, আতশবাজি- সব মিলিয়ে পরিবেশে শব্দের মাত্রা অহরহ বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা দিনে সর্বোচ্চ ৬৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৫ ডেসিবেল। অথচ শহরের বহু এলাকায় শব্দের মাত্রা ৭০–৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত শব্দ শিশুদের যেমন মনোযোগ নষ্ট করে, বিরক্তিভাব জন্ম নেয়, তেমন প্রবীণদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর যাঁরা দিনের বড় অংশই ট্রাফিকের মধ্যে কাটান, তাঁরা ক্রমাগতই শব্দের দখলে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত শব্দ মানুষকে অজান্তেই আক্রমণাত্মক করে তোলে এবং শান্ত সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে। শব্দের তাণ্ডবে পথচলতি কিংবা গৃহপালিত জীবেরাও আজ আতঙ্কিত!

শব্দ দৌরাত্ম্য রুখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ আবশ্যক, এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। অনুষ্ঠানগুলিতে শান্ত উপায়ে মাইক-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই, পাশাপাশি তরুণরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে পারেন।

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা (যেমন ভিডিও/রিলস) মানুষের মনে ধরে সহজেই। 'শিশুর বধিরতা', 'বৃদ্ধের ঘুম কেড়ে নেওয়া', 'কুকুরের চোখে শব্দ দূষণ', 'একটি পাখির ভয়'- এই ধরনের বিষয় নিয়ে মানবিক, আবেগঘন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হলে সকলে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ট্রাফিক সিগন্যালে হর্ন প্রয়োগ বন্ধ করে লাল লাইটের ডিজিটাল বোর্ড মহানগরের মতো ছোট শহর ও গ্রামেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শব্দরূপী দানব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও আমরা চাইলেই নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাকে পরাস্ত করতে পারি। ঔদাসীন্য জয় করে সুস্থ-শান্ত পরিবেশ গড়াই হোক অঙ্গীকার।

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

- স্নায়ুতন্ত্রের এককের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে তার বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- একটি ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থানিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- পিটুইটারিকে প্রভু গ্রন্থি বলে কেন?
- ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ক্রিয়া পরস্পর বিরোধী- ব্যাখ্যা করো।
- ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লেখো (উদ্দীপকের প্রভাব, অক্সিন হরমোনের প্রভাব এর ভিত্তিতে)
- গমনের চালিকাশক্তি প্রাণীদের জীবনকে নীচের কাজগুলোর জন্য কীভাবে প্রভাবিত করে- খাদ্য সন্ধান, আত্মরক্ষা, অনুকূল আশ্রয় খোঁজা, প্রজনন।
- ক্রোমোজোম, DNA এবং জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
- মানুষের অক্ষিগোলকের লেন্সের কাজ কী?
- চোখের উপযোজন-এর সঙ্গে লেন্সের সম্পর্ক কী?
- জনুক্রম কাকে বলে? রেখাচিত্রের মাধ্যমে ফার্নের জনুক্রম দেখাও।
- ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর পার্থক্যগুলি লেখো।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কী?
- নিম্নলিখিত কোষ অঙ্গাণুগুলির কোষ বিভাজনে একটি করে ভূমিকা উল্লেখ করো :- সেন্ট্রোজোম এবং মাইক্রো টিউবিউল, রাইবোজোম, মাইটোকনড্রিয়া।
- স্ব-পরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো। বায়ু পরাগী, জল পরাগী ও পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহ লেখো।
- কোষ বিভাজনের পূর্বে ইন্টারফেজ কেন প্রয়োজন? কোষচক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?
- মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও। মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি লেখো।
- থ্যালাসিমিয়ার কারণ কী? থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- 'প্রচ্ছন্ন গুণ সর্বদা হোমোগ্যামেটিক অবস্থায় প্রকাশ পায়'- ব্যাখ্যা করো।
- মটর গাছের বীজের বর্ণ ও বীজের আকার এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা করেছিলেন এই পরীক্ষায় F_2 জনুতে যে ক'টি হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন হয় তাদের জিনোটাইপগুলি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝো তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।
- সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা উল্লেখ করো।
- 'লবণ সহনের জন্য সুন্দরী উদ্ভিদ বিশেষভাবে অভিযোজিত'- বক্তব্যটির যথার্থতা উল্লেখ করো।
- নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছিরা কীভাবে খাদ্যের উৎস সন্ধান করে তা লেখো।
- খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তা লেখো।
- রুই মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
- ল্যামার্কের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যের প্রধান দুটি বিষয়ে বর্ণনা করো।
- হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান কীভাবে অভিব্যক্তির মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে?
- 'সমসংস্থ অঙ্গের ধারণা অপসারী বিবর্তন কে নির্দেশ করে' - উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- জলক্ষয় সহনের জন্য উটের নাসিকা কী ভূমিকা পালন করে?
- প্রাকৃতিক নির্বাচন কাকে বলে? অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করো।
- অভিব্যক্তির ফলে সর্বাপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের দৌড়োনোর উপযোগী অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ঘোড়ার বিবর্তনীয় প্রবণতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- শব্দ দূষণের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
- সুন্দরবনের দুটি পরিবেশগত সমস্যা হল খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাঘাত ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি--এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করো।
- বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এরকম তিনটি বহিরাগত প্রজাতির নাম ও তাদের ক্ষতির ধরন লেখো।
- কোন একটি অঞ্চল 'হটস্পট' হওয়ার দুটি শর্ত লেখো।
- রেড পান্ডা ও কুমির-এর বিপন্নতার কারণ কী কী?
- জীববৈচিত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR-এর যে কোনও দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- জনবিস্ফোরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্পর্ক স্থাপন করো- জলাভূমি ধ্বংস, জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া, কৃষিজমির সংকোচন, পানীয় জলের অভাব ও জলবায়ুর পরিবর্তন
- দূষণের সঙ্গে জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উপকারী পতঙ্গের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তির সম্পর্ক স্থাপন করো।
- জীববৈচিত্র্যের এক্স সিটু সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংককে কেন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়?

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যার সাজেশান

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

জীববিদ্যায় এবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বরের প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা হল। ২ নম্বরের প্রশ্নগুলি ৩ নম্বর হিসেবেও আসতে পারে। আবার ৩ নম্বরের প্রশ্নের মধ্যেও ২ নম্বরের প্রশ্ন থাকতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় : জীববিদ্যা ও মানবকল্যাণ

(মোট নম্বর -১০)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে কত প্রকারের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়?

২) কোলোস্ট্রাম কী? এতে উপস্থিত একটি অ্যান্টিবডির নাম লেখো।

৩) IgA কে ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি বলে কেন?

৪) এপিটোপ ও প্যারাটোপ কী?

৫) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির দুটি পার্থক্য লেখো।

৬) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা কাকে বলে?

৭) ইন্টারফেরন কী?

৮) অ্যাডজুভেন্ট বলতে কী বোঝো?

৯) বুস্টার ডোজ কী?

১০) DPT ও MMR কী?

১১) প্যাথোজেন কীভাবে রোগ সৃষ্টি করে?

১২) T-লিম্ফোসাইট কত প্রকারের হয়?

১৩) ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

১৪) রেসপিরেটরি ড্রপলেট বলতে কী বোঝায়?

১৫) অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

১৬) লোফলার্স সিনড্রোম কাকে বলে?

১৭) মেরোজয়েট কী?

১৮) ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মুখ্য ও গৌণ পোষকের নাম কী?

১৯) এলিফ্যানটিয়েসিস কী?

২০) ভ্যাকসিন বা টিকা কী?

২১) ইমিউনোথেরাপি কী?

২২) ভেক্টর কাকে বলে?

২৩) রেট্রোভাইরাস কী?

২৪) কারসিনোজেন কী?

২৫) মেটাস্ট্যাসিস কী?

২৬) কেমোথেরাপি কী?

২৭) অক্সোজিন ও টিউমার সাপ্রেসর জিন কী?

২৮) টিকাকরণ বলতে কী বোঝো?

২৯) ড্রাগ আসক্ত মানুষের ড্রাগ বন্ধ করলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

৩০) ক্যানাবিনয়েডস কী?

৩১) ব্যাগিং কাকে বলে ?

৩২) গামা রশ্মির মাধ্যমে উদ্ভিদে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?

৩৩) ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন কী?

৩৪) হেটেরোসিস কী?

৩৫) ক্যালাস পালন কী?

৩৬) টোটিপোটেন্সি কী?

৩৭) ফর্টিফয়েড ফুড উপকারী কেন?

৩৮) LAB কী? উদাহরণ দাও।

৩৯) BOD কী?

৪০) বায়োগ্যাস কাকে বলে?

৪১) শক্তির উৎস হিসেবে মিথেন ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো।

৪২) GAP কী?

৪৩) VAM কী?

৪৪) অ্যান্টিবায়োটিক কী?

৪৫) মাইকোরাইজার দুটি প্রধান গুরুত্ব লেখো।

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলি কী কী? এই রোগ কত প্রকারের হয়? রোগটি কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

২) একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির গঠন চিহ্নিত চিত্র সহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩) টাইফয়েড রোগের কারণ ও উপসর্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৪) HIV-এর সম্পূর্ণ নাম লেখো। AIDS কী?

৫) ড্রাগের অপব্যবহার কাকে বলে? একটি উত্তেজক ও একটি ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রাগের উদাহরণ দাও।

৬) ডেঙ্গি রোগের বাহকের নাম লেখো। এই রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখ করো।

৭) ইমাসকিউলেশন কাকে বলে? উদ্ভিদের কী কী উপায়ে ইমাসকিউলেশন করা হয়?

৮) কৃত্রিম বীজের তিনটি সুবিধা লেখো।

৯) জৈবিক নিয়ন্ত্রণে সন্ধিপদ প্রাণীদের ভূমিকা উল্লেখ করো।

১০) বায়োফার্টিলাইজার কী? দুটি ব্যাকটিরিয়ার বায়োফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায় : জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার প্রয়োগ

(মোট নম্বর - ১২)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনলজি কাকে বলে ?

২) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

৩) ট্রান্সফরমেশন কী?

৪) লাইপোফেকশন কী?

৫) PCR কী?

৬) ট্রান্সজেনিক জীব কাকে বলে?

৭) জিন থেরাপি কী?

৮) পেটেন্ট কী?

৯) cDNA লাইব্রেরি কী?

১০) বায়োসেফটি কী?

১১) Southern blotting কী?

১২) হাইব্রিডোমা কী?

১৩) রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ কী?

১৪) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন কী?

১৫) ELISA কী?

১৬) বায়োপাইরেসি কী?

১৭) GMO কী?

১৮) মানব ইনসুলিন বলতে কী বোঝো?

১৯) ক্লোনিং ভেক্টর কাকে বলে?

২০) আণবিক কাঁচি ও আণবিক আঠা বলতে জৈবপ্রযুক্তিতে কোন দুটি উৎসেচককে বোঝানো হয়?

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে জিন থেরাপি বলতে কী বোঝো?

২) মানবদেহে স্টেম কোষের অবস্থান ও গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।

৩) জিনোম DNA লাইব্রেরি ও cDNA লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৪) Bt তুলা বলতে কী বোঝো? একটি বায়োপেটেন্টের উদাহরণ দাও।

৫) এন্ডোনিউক্লিয়েজ কী? রেসট্রিকশন সাইট কাকে বলে?

৬) হাইব্রিডোমা প্রযুক্তির সাহায্যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কীভাবে প্রস্তুত হয় তা সংক্ষেপে লেখো।

৭) পেটেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

৮) কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সংক্ষেপে লেখো।

৪ নম্বরের প্রশ্ন –

১) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় ধাপগুলি বর্ণনা করো।

২) জেনেটিক ফিউশন কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে চিত্র সহ পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) গোরু কীভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করো। ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের একটি উদাহরণ দাও।

৪) স্টেম কোষ কাকে বলে ? স্টেম কোষ কত প্রকার ও কী কী?

৫) ভ্যাকসিন প্রস্তুতির যে কোনও দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬) রিকম্বিন্যান্ট DNA প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলি লেখো।

৭) জিন প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে মানব ইনসুলিন উৎপন্ন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮) রিকম্বিন্যান্ট ইনসুলিনের সুবিধাগুলি কী কী?

৯) GMO উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলি উদাহরণ সহ লেখো।

১০) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখো।

দশম অধ্যায় : বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ

(মোট নম্বর -১৩)

২ নম্বরের প্রশ্ন –

১) প্রোটো-কোঅপারেশন কী?

২) ইকোলজিক্যাল নিচ কী?

৩) বায়োম কী?

৪) অটইকোলজি ও সিনইকোলজির পার্থক্য লেখো।

৫) বাস্তুতান্ত্রিক অভিযোজন কাকে বলে?

৬) মিউচুয়ালিজম কী?

৭) ধারণক্ষমতা কাকে বলে?

৮) পরিযান কাকে বলে?

৯) স্যাপ্রোট্রফ কী?

১০) ইকোটাইপ ও ইকোটোন কী?

১১) লিন্ডেম্যান-এর 10 শতাংশের সূত্রটি কী?

১২) জীবভর কী?

১৩) জিনগত বৈচিত্র্য কী?

১৪) ক্রায়ো সংরক্ষণ কাকে বলে?

১৫) Hot spots কী?

১৬) Red Data Book কাকে বলে?

১৭) গ্রিন বেঞ্চ কী?

১৮) GAP কী?

১৯) কচুরিপানা জল বিশুদ্ধকরণে কীভাবে সাহায্য করে?

২০) চিপকো আন্দোলন / সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

২১) তেজস্ক্রিয় দূষণ কী?

৩ নম্বরের প্রশ্ন –

১) বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২) ব্রুড প্যারাসিটিজম কী? একটি উদাহরণ দাও।

৩) যে কোনও তিনপ্রকার জনসংখ্যা আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ সহ বর্ণনা দাও।

৪) বায়োমাসের পিরামিড চিত্র সহ বর্ণনা করো।

৫) বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো।

৭) জাতীয় উদ্যান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৮) ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয়?

১০) বিশ্ব উষ্ণায়নের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

৫ নম্বরের প্রশ্ন –

১) হাইড্রোসিরি ও জেরোসিরির মধ্যে একটি মিল লেখো। হাইড্রোসিরির পর্যায়গুলি বর্ণনা করো।

২) জৈববৈচিত্র্যের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) জৈববৈচিত্র্যের অবলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪) ইন-সিটু সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব আলোচনা করো।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা অরিন সরকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা খেলায় দক্ষ সে। গান করতেও ভালোবাসে সে।

অতিরিক্ত ঝলক নয়
সাজে হালকা রং

সরস্বতীপুজোর প্রস্তুতি মানেই এখন সাজগোজের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা। কে কোন শাড়ি পরবে, পাঞ্জাবির রং কী হবে, চুল বাঁধা হবে নাকি খোলা থাকবে- এইসব নিয়েই চলছে নিরন্তর আলোচনা। তবে এখন সাজে নেই বাড়াবাড়ি, নেই অতিরিক্ত ঝলক। বরং সৌম্যতা, পারিপাট্য আর স্বাভাবিক সৌন্দর্যই এ বছরের মূল সুর। বই, ফুল আর উপচারের সঙ্গে শাড়ি-পাঞ্জাবির এই প্রস্তুতিই শহরে এনে দিয়েছে সরস্বতীপুজোর উৎসবের আবহ। লিখলেন দামিনী সাহা।

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : এখন যে কোনও অনুষ্ঠান মানেই প্রথমে যে কথাটা মাথায় আসে সেটা হল সাজগোজ। আর সেটা যদি সরস্বতীপুজো হয় তাহলে তো কথাই নেই। কী লুক হবে সেটার ভাবনা শুরু হয় আগের বছরের সরস্বতীপুজোর পর থেকেই। বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনের সঙ্গে নানা আলোচনার পর স্থির হয় সেদিনের স্পেশাল লুক। প্রতিবছরই নতুন কিছু চোখে পড়ে শাড়ি-পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে।

সরস্বতীপুজো মানেই চিরাচরিত সাদা-হলুদের আবেশ। সেই রং আজও অটুট। তবে এ বছর তার সঙ্গে মিশেছে নতুন ভাবনা। সাজে এসেছে নরম, শান্ত রঙের ব্যবহার। বাজার ঘুরে চোখে পড়ছে হালকা ক্রিম, অফ-হোয়াইট, প্যাস্টেল শেডের শাড়ি ও পাঞ্জাবি। শাড়ির ক্ষেত্রে নরম সিল্ক, কটন কিংবা হালকা কাজের ডিজাইন বেশি পছন্দ করছেন তরুণীরা। ঝলমলে সাজের বদলে সৌম্যতা আর স্বাভাবিকতাই যেন এ বছরের মূল ট্রেন্ড।

স্কুল পড়ুয়া তৃষা রায়ের কথায় ধরা পড়ে সেই উচ্ছ্বাস। তিনি বলেন, 'সরস্বতীপুজোর দিন বেশি সাজগোজ ভালো লাগে না। পরিষ্কার একটা শাড়ি, সিম্পল ব্লাউজ এই যথেষ্ট। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তোলা আর অঞ্জলি দেওয়াটাই আসল আনন্দ।'

কলেজ পড়ুয়া পৃথা মিত্রের ভাবনায় রয়েছে সামান্য আলাদা রুচি। তিনি বললেন, 'সরস্বতীপুজোটা একটা স্নিগ্ধ উৎসব। তাই সাজটাও যেন চোখে শান্ত লাগে, সেটাই চাই। আমি এবার সাদা-হলুদের বাইরে হালকা রঙের শাড়ি বেছে নিয়েছি। খুব ঝলমলে বা ভারী কিছু নয়।' তাঁর মতে, সরস্বতীপুজোয় পোশাকের চেয়ে দিনটার অনুভূতিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ছেলেদের মধ্যেও প্রস্তুতির উন্মাদনা কম নয়। পাঞ্জাবি বাছাই নিয়ে তাঁদেরও নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। এই যেমন কলেজ পড়ুয়া শুভ দে খুব চড়া রং নয়, সিম্পল পাঞ্জাবি পরবেন এবার।

শিক্ষকরাও এই দিনের প্রস্তুতিতে সমানভাবে যুক্ত। শিক্ষিকা প্রিয়াংকা ভৌমিক বললেন, 'সরস্বতীপুজোর সারাদিনই প্রায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কেটে যায়। তাই আরামদায়ক হালকা হ্যান্ডলুম শাড়ি, কম গয়না এগুলোই বেছে নিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দিনটা উপভোগ করাটাই বড় কথা।'

সরস্বতীপুজোর এই সাজগোজের উন্মাদনার প্রভাব পড়েছে শহরের বাজারে। হাতে কয়েকদিন বাকি পুজোর। এখন বাজার ছেয়েছে শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে। দোকানে পা রাখার জায়গা নেই। পড়ুয়া থেকে শুরু করে সকলে নিজেদের পছন্দের পোশাক খুঁজতে বাজারমুখী। কেউ শাড়ির আঁচল ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ পাঞ্জাবির রং নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করছে। সাজগোজের এই ছোট ছোট প্রস্তুতিতেই যেন জমে উঠছে পুজোর আগাম আনন্দ। ক্রেতারা এখন শুধু রং নয়, কাপড়ের মান, আরাম, দামের দিকটাও ভালোভাবে দেখছেন।

শহরের পোশাক ব্যবসায়ী বিনয় বনশালী বলেন, 'অন্যান্য বছরে হ্যান্ডলুম শাড়ির চাহিদা বেশি থাকে। তবে এ বছর সিল্ক শাড়ির চাহিদা বেশি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে শাড়িগুলোই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সরস্বতীপুজো মানেই হলুদ-সাদা রঙের শাড়ির চাহিদা থাকেই। তবে এ বছর হালকা প্যাস্টেল রঙের শাড়ির প্রতিও ক্রেতাদের আগ্রহ চোখে পড়ছে।'

> হালকা ক্রিম, অফ-হোয়াইট, প্যাস্টেল শেডের শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে ঝোঁক
>
> শাড়ির ক্ষেত্রে নরম সিল্ক, কটন কিংবা হালকা কাজের ডিজাইন বেশি পছন্দ করছেন তরুণীরা
>
> ঝলমলে সাজের বদলে সৌম্যতা আর স্বাভাবিকতাই যেন এ বছরের মূল ট্রেন্ড

ভোটের অঙ্কই কি সমাধানে বাধা?
বীরপাড়ায় দখল নিয়ে পদক্ষেপ নেই

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরে রাস্তা, ফুটপাথ জবরদখল হয়েছে। রাস্তা দখলমুক্ত করতে এক-দু'বার অভিযানও চোখে পড়ে। এই যেমন বছর দুয়েক আগেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরে রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে নির্মিত দোকানপাট, বাড়িঘরের অংশ ভেঙে দেয় প্রশাসন। তবে সবসময়ই ব্রাত্য বীরপাড়া। আজ অবধি কখনও সেখানে প্রশাসন পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। শুধু ২০২৪ সালের ২৬ জুন এবং ৫ জুলাই পুলিশ এবং প্রশাসনের প্রতিনিধিরা বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড সহ সংলগ্ন এলাকায় জবরদখলের চিত্র পর্যবেক্ষণ করেন। তাহলে কি বীরপাড়ায় জবরদখল নেই? সেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। তবে বাস্তব চিত্র একেবারে অন্য কথা বলছে। কোথাও নালা দখল করে বাড়ি তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও ফুটপাথে চলছে ব্যবসা।

এ ব্যাপারে মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ পেলেই পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে গোটা বিষয়টিতে ভোটের অঙ্কই বাধা বলে মনে করা হচ্ছে। বীরপাড়ায় জবরদখলদারদের একটা বড় অংশই ভিনরাজ্য থেকে আগত। বছরের পর বছর বীরপাড়ায় থাকার সুবাদে এঁরা স্থায়ী বাসিন্দা এবং ভোটার। ভোটব্যাংকে প্রভাবের ভয়েই জবরদখল নিয়ে মুখে কুলুপ নেতাদের, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এদিকে, বীরপাড়ায় বিজেপির শক্ত সংগঠন রয়েছে। তাই তৃণমূলকে বীরপাড়ায় মেপে পা ফেলতে হয় বরাবরই। আবার বীরপাড়ার বাসিন্দা তথা বিজেপির মাদারিহাটের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরেশ শা'র অভিযোগ, 'শুধু বীরপাড়া নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশকারাতেই রাজ্যজুড়ে জবরদখল চলছে।' মূলত এসব হিসেবনিকেশেই জবরদখলে পদক্ষেপ হয়নি বলে মনে করছেন শহরবাসী।

২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর রাজ্যে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। বীরপাড়ায় উচ্ছেদ নিয়ে তোড়জোড় শুরু হতে না হতেই মাদারিহাট বিধানসভায় উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উপনির্বাচনের মুখে জবরদখল প্রসঙ্গে গুটিয়ে যায় পুলিশ-প্রশাসনও। এমনকি ওই সময় জবরদখলদারদের উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের কথাও শোনা যায় তৃণমূলের নীচুতলার নেতাদের মুখে। উপনির্বাচনে ২৮১৬৮ ভোটে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো। এরপর থেকে জবরদখল উচ্ছেদ নিয়ে এগোয়নি প্রশাসন।

যদিও বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলছেন, 'বীরপাড়ায় জবরদখলের জেরে সাধারণ মানুষ সমস্যায়। এনিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা চলছে।'

এদিকে, জবরদখলের জেরে এখন বীরপাড়ার ফুটপাথে চলা দায়। মহাত্মা গান্ধি রোড, বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডের দু'পাশের ফুটপাথ দখল হয়ে গিয়েছে। ফুটপাথ এবং নিকাশিনালার ঢাকনার ওপর মালপত্র রেখে চলে ব্যবসা। দেবীগড় এলাকায় নিকাশিনালার ওপর দোকানপাট তৈরি হচ্ছে। বীরপাড়া চৌপথির দক্ষিণ দিকে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘেঁষেও তৈরি হচ্ছে একের পর এক ঝুপড়ি। আবার ওই এলাকায় কয়েক বছর আগে নির্মিত ঝুপড়িগুলি একে একে পাকা ঘরে পরিণত হচ্ছে।

বীরপাড়া চৌপথিতে রাস্তা দখল করে এমনভাবে ঘর করা হয়েছে যে, বিদ্যুতের খুঁটিও ঘরের বারান্দার ভেতর। চৌপথিতে এশিয়ান হাইওয়ের সেতুর দক্ষিণ দিকের ফুটপাথের মুখে একটি বাড়ি তৈরির জেরে ফুটপাথটির মুখ বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এমনকি বীরপাড়া থানার সামনেই নালার ওপর তৈরি করা হয়েছে একাধিক দোকান।

বীরপাড়া থানার সামনে গাছ দখল করে দোকান।

শুধু তাই নয়, দিনবাজার এবং বড়বাজারে অলিগলি জবরদখলের জেরে সরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে দুটি দোকানের বারান্দা রাস্তার ওপর পলিথিন শিট টাঙিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক দোকানের সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে রাস্তায়। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক প্রৌঢ়া বলছেন, 'ওই বাজারগুলিতে চলাচল করাই দায়।' অবশ্য বড়বাজারে জবরদখল নেই, বলছেন বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাজারের সদস্য কৈলাস আগরওয়াল। তবে দিনবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক সরকার মনে করছেন, জবরদখল রুখতে পদক্ষেপ করা উচিত প্রশাসনের।

পুনর্মিলন উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : রবিবাসরীয় মৃদু শীতে ছুটির দিনে বিএমসি-র ময়দানে আয়োজিত হল ম্যাক উইলিয়াম উচ্চতর বিদ্যালয়ের মহা পুনর্মিলন উৎসব। সকালে একটি শোভাযাত্রা বের হয় স্কুল থেকে। ১৯৩৭ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে গত শিক্ষাবর্ষের পাশ করে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়া পড়ুয়ারা এই মিছিলে পা মেলান। শোভাযাত্রা এসে শেষ হয় স্কুল প্রাঙ্গণে। এরপর পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পড়ুয়া ছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তনীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রাক্তনী, বর্তমান পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। এছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর ও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যরা। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যার দিকেও চলে প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণ সহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রাক্তনী সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'স্কুল আমাদের গর্ব, আমাদের আবেগ। দু'দিনব্যাপী উৎসবে যোগদান করতে এসেছি। আমাদের যে বন্ধুরা বাইরে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হল। আগামীকালও আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে।'

খাবার বিতরণ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : লায়ন্স ক্লাব অফ আলিপুরদুয়ার গ্রেটারের উদ্যোগে রবিবার শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথিতে পথচলতিদের খাবার বিতরণ করা হয়।

রবিবার ছিল লায়ন্স ক্লাব অফ আলিপুরদুয়ার গ্রেটারের এক সদস্যের মেয়ের জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয় খাবার বিতরণ।

সংগঠনের সভাপতি শান্ত সরকার জানালেন, প্রায় সাড়ে তিনশোজনকে খাবার খাওয়ানো হয়েছে। এদিনের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড়, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও পনিরের তরকারি, আচার, মিষ্টি, কমলালেবু।

মনীষীদের মূর্তি বসিয়ে সৌন্দর্যায়নের পথে পুরসভা
৪টি মোড়ের নতুন নামকরণ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ফালাকাটা শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তার নাম এবার বদল হচ্ছে। তেরাস্তা ও চৌমাথার নতুন করে নামকরণ করা হবে। ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলির নাম প্রায় ঠিক করে ফেলেছে ফালাকাটা পুরসভা। গলির নামকরণের ক্ষেত্রে অবশ্য নাগরিকদের মতও নেবে পুরসভা। সরকারিভাবে যাতে নামগুলি স্বীকৃতি পায় তার উদ্যোগও নিচ্ছে পুরসভা। শুধু তা-ই নয়, মোড়গুলিতে মনীষীদের মূর্তি বসিয়ে সৌন্দর্যায়নও করা হবে।

পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'ফালাকাটা শহরের ৪টি মোড়ের আমরা নতুন নামকরণ করব। তার আগে অবশ্য বিষয়টি বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে। মোড়, গলির গুরুত্ব এবং মনীষীদের সঙ্গে ভাবী প্রজন্মের পরিচয় ঘটাতেই আমাদের এমন উদ্যোগ।'

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটার মূল চৌপথিকে অনেকেই ট্রাফিক মোড় নামে ডাকেন। কিন্তু পুরসভা ওই মোড়ের একটি পাশে বিশালাকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসবে। তার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

ফালাকাটা ট্রাফিক মোড় নাম বদলে হবে সেন্ট্রাল স্কোয়ার।

তাই এই ট্রাফিক মোড়ের নাম বদলে রাখা হবে সেন্ট্রাল স্কোয়ার। ধূপগুড়ি মোড়ের নাম বদলে হবে বিবেকানন্দ মোড়। পুরান চৌপথির নামকরণ করা হবে ইন্দিরা মোড়। সেখানে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তি বসবে। এছাড়া, মিল রোড মোড়ের নামকরণ করা হবে এমজি মার্গ। পুরসভা জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই এমজি মার্গে পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহার উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধির পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানো হয়েছে। সেখানে আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এছাড়া স্টেশনের রাস্তা, থানা রোড, মেইন রোড সহ আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামও বদল করা হবে। সেই রাস্তাগুলির নামকরণ কী হবে সে বিষয়ে নাগরিকদের থেকেও মতামত নেওয়া হবে। পরে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ফালাকাটা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তাগুলির নামকরণ চূড়ান্ত করা হবে। এরপর নতুন নামগুলি সরকারিভাবে স্বীকৃতির জন্য জেলা শাসকের কাছে পাঠানো হবে। পাশাপাশি ভারতীয় ডাক বিভাগের কাছেও তা পাঠানো হবে বলে পুরসভা জানিয়েছে।

নতুন নামকরণ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার বলেন, 'যে কোনও জায়গায় নামের সঙ্গে এলাকার আবেগ জড়িত। ফালাকাটা শহরের যে জায়গাগুলির নাম এখন আছে তার সঙ্গে তেমন কোনও আবেগ নেই। বরং নতুন ভাবনায় থাকা নামগুলির সঙ্গে আবেগ জড়িত।' আরেক বাসিন্দা বাপি দাসের কথায়, 'নামে কী আসে যায়। দীর্ঘদিন ধরে যে নামগুলি মানুষের মুখে মুখে সেগুলি বদল করে কী লাভ। বরং পুরসভার উচিত উন্নয়নে জোর দেওয়া।'

ট্যালেন্ট হান্ট

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : দ্য পাই- গ্রুপ অফ ম্যাথম্যাটিক্স আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্যোগে রাজ্যের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার শহরে অনুষ্ঠিত হল ম্যাথম্যাটিক্স ট্যালেন্ট হান্ট ২০২৬ পরীক্ষা। আলিপুরদুয়ার শহরের তিনটি ভেনুতে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ওই কারবারে অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। কাউন্সিলার মাম্পি অধিকারী জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েক বছর আগে এসে এখানে বাড়ি করে বাস করছিল সে।

ওষুধ কিনলেও মিলছে না বিল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : ওষুধ কেনার পরে বিল দেওয়া হচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। ক্রেতারা বিল চাইলে কখনও বলা হচ্ছে কম্পিউটার নষ্ট। আবার কখনও বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক নেই। দীর্ঘদিন ধরে নানা অজুহাতে ওষুধের দোকানদারদের একাংশ বিল দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ শহরবাসীর। আবার ব্যবসায়ীদের একাংশ জানায়, কম টাকার ওষুধ কিনলে অনেক সময় ক্রেতারাই বিল নিতে চান না।

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের জেলা সম্পাদক দুলাল সাহা বলেন, 'এমন কোনও অভিযোগ নেই। ক্রেতারা ওষুধ কিনলে বিল দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোনও দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে বিষয়টি দেখা হবে।' অভিযোগ, প্রেসক্রিপশন ছাড়াও অনেক ওষুধের দোকান থেকে জ্বর, সর্দির মতো বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। সেসব ক্ষেত্রেও বিল দেওয়া হয় না। কোনও ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও কাউকে কিছু বলা যাবে না। এছাড়াও বিল ছাড়া ওষুধ বিক্রি হলে তার বৈধ রেকর্ড থাকে না। রাহুল রায় নামে এক তরুণের কথায়, 'আমার এক আত্মীয়ের নিয়মিত সুগার, প্রেশার সহ একাধিক ওষুধ লাগে। নিউটাউন এলাকায় একটি দোকান থেকে কয়েকশো টাকার ওষুধ নিলেও বিল দেওয়া হয় না। বিল চাইলে তাঁরা কম্পিউটার নষ্ট বলেন। দীর্ঘদিন ধরে এরকমভাবে চলছে।' রাজু সাহা নামে আরেক তরুণের মতে, 'বিল না দিলে দোকানদারের আর কোনও দায় থাকছে না। ওষুধ নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তাঁদের বলা যায় না। অন্যদিকে, সরকারি রাজস্ব এভাবে মার খাচ্ছে।'

> **বিল না দিলে দোকানদারের দায় থাকছে না। ওষুধ নিয়ে অভিযোগ থাকলে তাঁদের বলা যায় না। সরকারি রাজস্ব এভাবে মার খাচ্ছে।**
>
> রাজু সাহা, শহরবাসী

সবজি বাঁচাতে হাতে লাঠি বিক্রেতাদের

ফুটপাথে ব্যবসা করেও শান্তি নেই। সবজি সাজিয়ে বসলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে হাজির গোরুর দল। কখনও শাক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও অলিগলিতে ঘোরাফেরা করছে। ফলে হাতে লাঠি না নিয়ে উপায় নেই।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : সকাল হতেই রেলের ওভারব্রিজের নীচে একে একে হাজির সবজি বিক্রেতারা। নীচে ত্রিপল পেতে বিভিন্ন সবজি সাজিয়ে রাখতে শুরু করেন তাঁরা। এরপর চলে তার ওপর জল ছেটানো। সেখানে প্রায় সব ব্যবসায়ীরই সকালের রুটিন একই। আরেকটু ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে সেখানে আরও একটা জিনিস এক- সেটা হল, লাঠি। হঠাৎ লাঠির কথা কেন আসছে সেটাই নিশ্চয় ভাবছেন? ওই ফুটপাথে দোকান বসালে লাঠি রাখতে হয় গোরু তাড়াতে। ওই চত্বরে গোরুর উৎপাত এতটাই, যে কোনও সময় গোরু এসে সবজিতে মুখ দিয়ে দেয়। সেই গোরু তাড়াতে লাঠি ব্যবহার করেন ওই জায়গার ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা। এদিন যেমন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দা চিরঞ্জিত বর্মনের সঙ্গে। প্রতিদিন ওভারব্রিজের নীচে দোকান নিয়ে বসেন চিরঞ্জিত। তাঁর কথায়, 'কখন হুট করে গোরু এসে দোকানে কোনও জিনিসে মুখ দিয়ে দেবে সেটা বোঝা মুশকিল। সেজন্য লাঠি রাখা হয় ভয় দেখাতে। সেটা দেখলেই গোরু আর আসে না।'

দোকানের সামনে লাঠি রেখে গোরুকে খেতে দিচ্ছেন এক সবজি বিক্রেতা।

আবার পরেশ দাস নামে আরেক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমাদের ছোট ব্যবসা। গোরু এসে যে জিনিসে মুখ দেয় সেটা ফেলে দিতে হয়। সবজি বিক্রির পর কিছু বাঁচলে এমনিতেই সেটা গোরুকে খাওয়ানো হয়।'

আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাথে যে সবজি ব্যবসায়ীরা দোকান নিয়ে বসেন তাঁদের সকলকেই ওই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ফুটপাথে কাঁচা সবজি দেখলে সেটা খাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে গোরুর দল। বৌবাজারের বাইরে যেমন শাক বিক্রি করেন লীলা ঘোষ। তাঁর কথায়, 'একবার গোরু মুখ দিলে একসঙ্গে তিন থেকে চারটি আঁটি নিয়ে যায়। আর খদ্দেররাও সেটা নিতে চায় না। এই সমস্যা নিয়েই ব্যবসা করতে হয়।' বড় বাজারেও ফুটপাথের সবজি ব্যবসায়ীদের একই রকম সমস্যা। এদিন ওই বাজারে দেখা গেল একদিকে বেচাকেনা চলছে, আরেকদিকে ৩টি গোরু একসঙ্গে বাজারে ঢুকে এক গলি থেকে আরেক গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবজিতে না মুখ দেয় সেই ভয়ে আগেই কয়েকজন সবজি বিক্রেতা কিছু সবজি গোরুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন।

আশ্চর্য সীমান্ত

নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সীমান্তে অবস্থিত 'বার্লে' গ্রামটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সীমানাগুলোর একটি। এখানে এমন অনেক বাড়ি আছে যার মাঝখান দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা চলে গিয়েছে। ফলে বাড়ির বসার ঘর হয়তো বেলজিয়ামে, আর রান্নাঘর নেদারল্যান্ডসে! এখানকার এক ক্যাফের মাঝখান দিয়েও সীমানা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, যে দেশে আপনার সদর দরজা, আপনি সেই দেশের নাগরিক। এমনও হয়েছে যে, নেদারল্যান্ডসের ডাচ আইনের কড়াকড়ির সময় রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা টেবিল সরিয়ে বেলজিয়ামের অংশে গিয়ে দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালিয়ে গিয়েছেন।

গাছের ইন্টারনেট

গাছ কথা বলতে পারে না— এটা আমরা ভাবি। কিন্তু মাটির নীচে তারা একে অপরের সঙ্গে দিব্যি যোগাযোগ রাখে! বনের নীচে থাকা ছত্রাকের এক বিশাল জালের মাধ্যমে গাছেরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা মজা করে বলেন 'উড ওয়াইড ওয়েব'! এই জালের মাধ্যমে বড় গাছগুলো ছোট চারাদের খাবার পাঠায়। এমনকি কোনও গাছে পোকা আক্রমণ করলে রাসায়নিক সংকেত পাঠিয়ে বাকিদের সতর্ক করে দেয়। প্রকৃতির এই গোপন নেটওয়ার্ক আমাদের ইন্টারনেটের চেয়ে কোনও অংশে কম স্মার্ট নয়।

মহাকাশের গন্ধ

মহাকাশচারীরা যখন স্পেসওয়াক সেরে স্টেশনে ফিরে আসেন, তখন তাঁদের পোশাকে এক অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। নাসার মহাকাশচারীদের মতে, মহাকাশের নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। এই গন্ধ অনেকটা গরম ধাতু, ঝালাই করার ধোঁয়া বা পোড়া মাংসের (বারবিকিউ স্টেক) মতো! মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা ওজোন গ্যাস এবং মৃত নক্ষত্রের কণা বা পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের কারণেই নাকি এই অদ্ভুত গন্ধ তৈরি হয়। অর্থাৎ অসীম শূন্যতা আসলে গন্ধহীন নয়, বরং বেশ কড়া গন্ধযুক্ত!

ক্যান্ডি আবিষ্কারক

ছোটবেলায় আমরা সবাই রঙিন 'কটন ক্যান্ডি' বা হাওয়াই মিঠাই খেয়েছি। কিন্তু জানেন কি, এই মিষ্টির আবিষ্কারক ছিলেন একজন ডেন্টিস্ট বা দাঁতের ডাক্তার? ১৮৯৭ সালে উইলিয়াম মরিসন নামের এক ডেন্টিস্ট তাঁর বন্ধু জন হোয়ার্টনের সঙ্গে মিলে এই যন্ত্রটি তৈরি করেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ফেয়ারি ফ্লস'। আশ্চর্য ব্যাপার হল, একজন দাঁতের ডাক্তার হয়েও তিনি এমন এক খাবার তৈরি করলেন যা আসলে চিনি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যা দাঁতের বারোটা বাজাতে ওস্তাদ! ব্যবসার খাতিরে শপথ ভোলার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হয় না।

বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন

লক্ষ্মীবার থেকে যাত্রা শুরু

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : উদ্বোধনী যাত্রা শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের তরফে বন্দে ভারত স্লিপারের নিয়মিত যাত্রার দিন ঘোষণা করে দেওয়া হল। রবিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, কামাখ্যা থেকে কমার্শিয়াল যাত্রা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। বুধবার ছাড়া এখান থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব রেলের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। তবে ট্রেনটির ভাড়া কত, তা জানানো হয়নি কোনও নির্দেশিকাতেই। রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি শ্রেণির ভাড়ার কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু ওই ভাড়ার সঙ্গে কিছু ট্যাক্স যুক্ত হবে। তাছাড়া এধরনের ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে ভাড়া ওঠানামা করে। ফলে স্পষ্ট করে ভাড়া কত, তা বলা যায় না।' রেল সূত্রে খবর, সোমবার থেকে পাওয়া যাবে বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট।

■ বুধবার ছাড়া কামাখ্যা থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে

■ হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে

■ বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে

কলকাতা যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ একটু বেশি রাতে ট্রেনের দাবি করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই দাবি পূরণ হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপারের মধ্যে দিয়ে। শনিবারই মালদা থেকে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল কমার্শিয়াল যাত্রার দিন। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি মালদা টাউন ও নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ১০ মিনিট এবং আজিমগঞ্জ ও নিউ কোচবিহারে ৫ মিনিট করে দাঁড়াবে। বাকি স্টপগুলিতে স্টপ টাইম ২ মিনিট। কামাখ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উত্তরবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ারে ৯টা ২৩ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে ৯টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ১০টা ৫৫ মিনিটে, এনজেপিতে ১১টা ৩০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ২২ মিনিটে, মালদা টাউনে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে এবং হাওড়া থেকে কামাখ্যা যাওয়ার পথে ট্রেনটি উত্তরবঙ্গের মালদা টাউনে ১০টা ৫০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ৫৮ মিনিটে, এনজেপিতে ১টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোডে ২টা ২০ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে সাড়ে তিনটা এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে ৩টা ৪৮ মিনিটে পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'সোমবার থেকে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা পেতে পারেন যাত্রীরা।' একটু বেশি রাতে ট্রেন মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বাণিজ্য মহল। তবে ভাড়া কত হবে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন সকলের।

আরও চারটি স্টেশনে দাঁড়াবে ভিস্টাডোম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : যাত্রীসংকটের অভাব অভিযোগের মাঝেই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের চারটি নতুন স্টেশন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের স্টপ পেতে চলেছে। এখন থেকে গুলমা, নাগরাকাটা, বানারহাট ও দলগাঁও স্টেশনে থামবে ভিস্টাডোম। স্বাভাবিকভাবে পুরোনো টাইমটেবিলে পরিবর্তন হবে। তবে কখন কোন স্টেশনে ভিস্টাডোমের স্টপ থাকবে তা এখনও জানা যায়নি। ভিস্টাডোমে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই এই উদ্যোগ বলে রেলমহল জানিয়েছে। বিশেষ করে পর্যটনকেন্দ্রিক স্টেশনগুলির কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'বিভিন্ন স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপের দাবি ছিল। সেইমতো স্টপ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে এখনও এবিষয়ে রেল বোর্ডের নির্দেশিকা হাতে আসেনি।'

একই সঙ্গে শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এখন থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ ও কালচিনি স্টেশনে স্টপ দেবে। বিভিন্ন সময় চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা স্টপের দাবি জানিয়েছিলেন। এতদিন সড়কপথ যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল। অতিরিক্ত ভাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নাজেহাল হতে হয়েছে। এখন থেকে স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছাতে অনেক সুবিধা হবে।

রানি কমলাপতি-আগরতলা এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্টপ দেবে। সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের অবশ্য নিউ কোচবিহারে স্টপ থাকবে।

আগরতলা-তেজস রাজধানীর নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপ থাকায় অল্প সময়ে দিল্লি যাওয়া সম্ভব হবে। কর্মভূমি এক্সপ্রেসের নিউ মাল জংশনে স্টপ থাকবে। আগে আলিপুরদুয়ারের [illegible] ফলে নিউ মাল জংশন এলাকার

যাত্রীদের এনজেপিতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হত।

মহানন্দা এক্সপ্রেসের স্টপ দেওয়া হয়েছে সেবকে। এতে সিকিম ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের দিল্লি যেতে সুবিধা হবে। সিফং এক্সপ্রেসকে গোসাইগাঁও-তে স্টপ দেওয়া হয়েছে। পার্থপ্রতিম ঘোষ নামে শহরের এক শিক্ষকের কথায়, 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপ আলিপুরদুয়ারে নেই। নিউ কোচবিহার স্টেশনে তেজস রাজধানী ও সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ থাকলেও আলিপুরদুয়ারে এই দুটি ট্রেনের স্টপ কেন নেই বুঝতে পারছি না।'

অসম পেল দুটি অমৃত ভারত

নিউজ ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। ফলে এই অঞ্চল থেকে প্রথমবার নন-এসি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হল। ডিব্রুগড়-গোমতীনগর (লখনউ) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দুটি অসমের কলিয়াবর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করাহয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক ও বস্ত্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা প্রমুখ।

ডিব্রুগড়-গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস আপার অসম থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ আরও মজবুত করবে। অন্যদিকে, কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত গুয়াহাটি থেকে হরিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে।

বহু সন্তানে গুঁতো

প্রথম পাতার পর

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-১ সৌরভ চক্রবর্তী বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্যগত অসংগতির নামে কমিশন বাড়াবাড়ি করছে।' চার বা ছয় সন্তানের বাবাদেরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কমিশনের নিজের ভুলের খেসারত সাধারণ ভোটারদের দিতে হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। তাই কমিশন ঘেরাও করা হবে না কেন, সেই প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। বিজেপি অবশ্য বিষয়টি নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্চ করেনি। দলের জেলা অফিস সম্পাদক শংকর সিনহা বলেন, 'কমিশনের কাজে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। তবে অভিযোগ থাকলে তা নির্দিষ্ট জায়গায় জানানো হবে।' এদিকে জানা গিয়েছে, চার বা ছয় সন্তানের জন্মদাতা হলে এবং নাম ভোটার তালিকায় থাকলেই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় এমন বাবা ও ছেলেদের সংখ্যা কয়েক হাজার। হিন্দু ভোটারদের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদেরও বেশি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এসআইআর-এর গুঁতোয় জীবিত বা মৃত বাবাদের পরিচয় জোগাড় করতেই এখন ব্যস্ত সন্তানরা। নির্বাচন কমিশনের এক সূত্রে খবর, ছয় সন্তানের জন্ম স্বাভাবিক নয় বলে তাদের ধারণা। ম্যাপিংয়ের জন্য একজনকে পিতা দেখিয়ে একাধিক নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে। এক আধিকারিক বলেন, 'আর্থিক সংকটে আজকাল এক সন্তান ঠিকমতো মানুষ করাই কঠিন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছয় সন্তানের বিষয়টি একটু সন্দেহজনক বৈকি!' জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে আলিপুরদুয়ার জেলায় দুই লক্ষের বেশি মানুষ শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন। এই তালিকায়

বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরে সাধারণত হাই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়ে থাকে কয়েকদিনের জন্য। তবে, এদিনের ঘটনার পর তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে কর্তৃপক্ষ। তারপরই হাই রেড অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের পথে শুরু হয় নাকা চেকিং। নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে ছিলেন এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম, সিআইএসএফ-এর ডিসি হরবীর সিং, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অধিকারিক রিত্তিকা কাঞ্জিলাল, ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধিকারিক এসকে ঝা প্রমুখ। সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শ্রদ্ধা প্রধান ওই বিমানে ছিলেন। বাগডোগরায় নেমে বললেন, 'দিল্লি থেকে ফ্লাইট ছাড়ার পর সকাল ৮টা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, বিমানে টেকনিকাল কিছু সমস্যা হয়েছে। লখনউতে তাই নামানো হবে। তারপর বাগডোগরায় যাবে। সব যাত্রীকে নামিয়ে সিকিউরিটি হোল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে বিমান সংস্থার তরফেই খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে ফের চেকিং করে বিমানে তোলা হয়।'

দিল্লি থেকে সিকিম বেড়াতে আসা মনোতোষ খাগড়ের কথায়, 'আমাদের বোমার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা বলেছিল। তবে বিমানবন্দরে তৎপরতা দেখে সন্দেহ হচ্ছিল।'

মন পেতে ঢালাও

প্রথম পাতার পর

আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন বিজেপি কতটা ক্ষতিকর।' অন্যদিকে, মানুষকে এসআইআর-এর মাধ্যমে হেনস্তা, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার অভিযোগ উড়িয়ে শিশুবাড়ির বাসিন্দা তথা বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দাসের বক্তব্য, 'তৃণমূলই ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে এনিয়ে রাজনীতি করা যায়। এছাড়া শিশুবাড়িতে দু-চারজনকে খিচুড়ি খাইয়ে শত শত মানুষকে খাওয়ানোর প্রচার করছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ওরা খিচুড়ির বিনিময়ে ভোট পেতে চাইছে।'

রবিবার সকাল থেকেই শিশুবাড়িতে এসআইআর শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমজাদ হোসেন। কাজ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তৃণমূলের খিচুড়ি দিয়েই রবিবারের মধ্যাহ্নভোজন আমজাদের। তিনি বলছিলেন, 'এখানে বলা হচ্ছে আমার বাবাকে নাকি অন্য ভোটার নিজের বাবা হিসেবে দেখিয়েছেন! কিন্তু এতে তো আমার কোনও দোষ নেই।' তৃণমূলের রাঙ্গালিবাজনা অঞ্চল কমিটির সভাপতি সাজিদ আলি আমজাদকে বোঝাচ্ছিলেন, 'বিজেপির চক্রান্তেই এভাবে মানুষকে হেনস্তা করছে নির্বাচন কমিশন। কারণ নির্বাচন কমিশন তো বিজেপির হয়ে কাজ করছে।' শিশুরবাড়ির আবু আখতার আলম বললেন, 'আমার তিন ছেলে এক মেয়ে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম মহম্মদ আবু আখতার আলম রয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজে মহম্মদ নেই। সবচেয়ে বড় কথা ছেলেমেয়েদের বলা হচ্ছে আমার নাকি ছ'জন সন্তান।' রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুবাড়ির সদস্য অসীম ঘোষ ওদের বোঝালেন, 'দেশের মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন করছে বিজেপি। বিজেপির হাতের পুতুল নির্বাচন কমিশন সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্তা করছে।' অসীমের বাড়িতেই শনিবার থেকে খিচুড়ি রান্না করছেন তৃণমূল কর্মীরা। অসীম ছাড়াও রান্না, বিতরণের দেখভাল করছেন দলের ব্লক সহ সভাপতি জিয়ারুল হক। মজুত বস্তা বস্তা চাল, ডাল, আলু। সাধারণত পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামাঞ্চলে ওই ছবিটা দেখা যায়। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে রাজনৈতিক কর্মীসভায় খিচুড়ি, মিছিলে মিষ্টির প্যাকেট জোটে ভোটারদের। তবে এসআইআর-এর 'সৌজন্যে' ভোটের অনেকটা আগেই তৃণমূলের খরচ বাড়লেও প্রচারের বাড়তি সুযোগও মিলেছে। চাঁপাগুড়ির সায়রা বেগম মাদারিহাটে থাকেন। মেয়ের কাগজপত্র জমা দিতে রবিবার দিনভর শিশুবাড়িতে এসআইআর শিবিরের লাইনে ছিলেন। কাজ শেষে খিচুড়ি খেয়ে সায়রার মন্তব্য, 'ওরা খুব সাহায্য করেছে।'

বাঘ রাখতে সঙ্গিনী

প্রথম পাতার পর

শুমারিতে বনকর্মীরা 'এম স্ট্রিপস ইকোলজি' নামে বন দপ্তরের একটি বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করছেন। ছয়দিনের শুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য ওই অ্যাপে আপলোড করতে বলা হয়েছে। তথ্যের সঙ্গে অ্যাপে ছবি আপলোড করা হবে। বাঘ শুমারির সময় জঙ্গলে কোন কোন ধরনের তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণী রয়েছে, তার তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। এজন্য বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকায় ৮০টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি বেশি। ওই ৮০ জায়গায় হেঁটে শুমারি করবেন বনকর্মীরা। তথ্যের পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপ রেকর্ড করা হবে। বিষ্ঠা দেখলে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নিয়ম মেনে বন্যপ্রাণী চিহ্নিত করার নির্দেশ রয়েছে। বিষ্ঠা সংগ্রহও করতে বলা হয়েছে।

প্রশ্নের মুখে ইউসুফ

বহরমপুর, ১৮ জানুয়ারি : বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছিলেন, 'বেলডাঙ্গায় যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে এত প্রতিবাদ হচ্ছে, তাঁর বাড়িতে বারবার যেতে চাইছেন ইউসুফ। আমিই তাঁকে বলেছি, এখন নয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে দলের কর্মীদের নিয়ে ওখানে যেতে।' দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এমন বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার বেলডাঙ্গায় পা রাখলেন বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। কিন্তু 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াল তাঁকে। এদিন দলীয় বিধায়ক হাসানুজ্জামানকে নিয়ে নিহত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিনের বাড়িতেও যান ইউসুফ। সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে নানা অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা। এখানেও এতদিন এত অশান্তির মাঝে কেন তাঁকে দেখা যায়নি, ভিড়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় অনেককেই। জবাবে ইউসুফ বলেন, 'আমি এখানেই ছিলাম। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমি তাঁদের জন্যই কাজ করি।'

গাঁজা গাছ নষ্ট

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির গচিমারি এলাকায় রবিবার গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে লুকিয়ে চাষ করা অন্তত ৫০টি গাঁজা গাছ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন। তিনি বলেন, 'অবৈধ গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করাই আমাদের লক্ষ্য। সমাজকে মাদকমুক্ত করতে এধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও করা হবে।'

ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

প্রথম পাতার পর

যেখানে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো কোম্পানিতে বহু কর্মসংস্থান হচ্ছে। সার্বিকভাবে যা ই-কমার্সের মতো শিল্পকে শক্তিশালী করবে।

সিঙ্গুরের তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুর জানে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না।' শিল্প নিয়ে চুপ থেকে কৃষিভিত্তিক সিঙ্গুরের কথা বলেছেন মোদি। আলু ও পাটচাষিদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। কেন্দ্রের 'এক জেলা এক পণ্য' নীতিতে ধনিয়াখালির শাড়ি, পাটজাত পণ্যকে শোকেস করার কথা বলেছেন।

মোদি বলেন, 'প্লাস্টিকের বদলে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারের ফলে পাটচাষিরা উপকৃত হচ্ছেন। হুগলি জেলায় আলু, পেঁয়াজ ও সবজির বিপুল উৎপাদন হয়। আমার স্বপ্ন, দুনিয়াজুড়ে প্যাকড ফুডের চাহিদা মেটাতে এই সব পণ্য একদিন বিশ্বের বাজার দখল করবে। তার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও কোল্ড চেনের প্রসার ঘটাতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধে মার খাচ্ছে কৃষক ও মৎস্যজীবী মানুষ।'

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দিল্লির আপ সরকার উন্নয়ন বিরোধিতায় রাজনীতি করতে গিয়ে আয়ুষ্মান ভারতকে গ্রহণ করেনি। দিল্লির মানুষ তাই আপ সরকারকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায়, যে সরকার বিকাশে বাধা দিয়েছে, তাদের শাস্তি পেতে হয়েছে। বাংলার নির্মম সরকারকেও রাজ্যের মানুষ উচিত শিক্ষা দেবে।'

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কড়া সমালোচনাও ছিল মোদির মুখে। রাজ্যে মহাজঙ্গলরাজের অবসান করে সুশাসন আনার ডাক দিয়ে তাঁর বক্তব্য, বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নয়, রেপ বলাৎকারের মতো ঘটনা লাগামহীন। তাঁর কথায়, 'ইসি কারণসে টিএমসি কো সবক শিখানা বহুত জরুরি হ্যায়।'

মোদি চলে যাওয়ার পর সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের আক্ষেপ ঝরে পড়ল- যে জমিতে একসময় কারখানার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, আজ তা না কৃষিযোগ্য, না শিল্পোপযোগী। সভাস্থলে ছিলেন জমি আন্দোলনের শরিক ৭০ বছরের বৃদ্ধ রমাপদ ধারা। এসেছিলেন কর্মসংস্থানের দিশা দেখার আশায়। সভা শেষে বাজেমেলিয়া মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে কাজের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছে। মোদি এখানে কাজের ব্যবস্থার কথা বললে হয়তো ছেলেটা গ্রামে ফিরতে পারত।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তরের ছাত্র দেবাশিস মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরকে নিয়ে শুধু রাজনীতি হল। বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা কারও কাছে শুনছি না।' সভা থেকে ফেরার পথে চোখে-মুখে হতাশা নিয়ে বেড়াবেড়ি গ্রামের মহাদেব দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী কোনও বড় শিল্পের কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু কোনও দিশা দেখলাম না।

তবে যথারীতি মোদির গলায় ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে চড়া সুর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক। তাই তাদের বাঁচাতে ধর্নায় বসে পড়ছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর যেতে চায় ওরা। অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে জাল নথি তৈরি করে দিচ্ছে। এখন সময় এসেছে, ভুয়ো কাগজ নিয়ে যাঁরা ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো।'

তারপরই জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, এ কাজ কে করতে পারে? জনতা সমস্বরে মোদি মোদি চিৎকার করলে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একাজ করতে পারে আপনার একটি ভোট। বিজেপিকে দেওয়া আপনার একটি ভোটই পারে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে।'

পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ অর্থনীতির সেই মডেলের কঙ্কাল এখন দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জনগরে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এজন্য দোষারোপ করে কেন্দ্রকে। তাদের যুক্তি, কুঞ্জনগরকে স্বীকৃতি দেয়নি ন্যাশনাল জু অথরিটি। ফলে এই কেন্দ্রের আবাসিক বন্যপ্রাণী, পাখিদের পাঠিয়ে দিতে হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে।

শুধু কুঞ্জনগর কেন, গোটা ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামগঞ্জে অনেক চকচকে রাস্তাঘাট, কালভার্ট হয়েছে। ফালাকাটা শহরে স্টেডিয়াম হয়েছে। অনেক জায়গা পথবাতির আলোয় রাতে উজ্জ্বল। ফালাকাটা শহরের এক তরুণ এসব শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'এসব ধুয়ে কি মশাই পেট চলে!'

এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই একপ্রান্ত এথেলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের শিল্পতালুকের শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর একটি ইটও গাঁথা হয়নি। তরুণটি বলছিলেন, 'কাজ আসবে কি আকাশ থেকে? রাস্তা, সেতু যতই হোক, ফসলের ন্যায্য দাম পান না কৃষক। গ্রাম থেকে তাই দলে দলে লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন মজুর হয়ে।'

কুঞ্জনগর নিয়েও তৃণমূলের যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। ফালাকাটার এক গাড়িচালক বলেন, 'পশুপাখি নাহয় নিয়ে গিয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পর্যটক আবাসগুলি সংস্কার করে পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো যেত। সেই উদ্যোগটা না নিয়েছে সরকার, না বন দপ্তর।' কুঞ্জনগর যাওয়ার গাড়ির চাহিদা আর নেই। অথচ ফালাকাটায় গাড়ি চালানো অনেকের জীবিকা।

বাম জমানাতেই ফালাকাটায় শক্তি বাড়িয়েছিল তৃণমূল। যে কারণে ২০১১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটেছিল। সেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ২০১৬ সালেও। তবে ২০১৯-এ পরপর দু'বারের বিধায়ক অনিল অধিকারীর মৃত্যুতে নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তৃণমূল। ফলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসন হাতছাড়া হয় শাসকদলের।

তবে বিজেপি জিতলেও ব্যবধান ছিল মাত্র চার হাজার ভোট। তার ওপর বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মনকে নিয়ে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। কারণ, গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি তিনি। যদিও বিজেপির যুক্তি, 'দলদাস' প্রশাসন বিধায়ককে কাজ করতে দেয়নি। পদ্মের নীচু মহলে কান পাতলে অবশ্য শোনা যায় যে, এবার জিততে হলে নতুন মুখ প্রয়োজন।

২০২২ সালে নবগঠিত ফালাকাটা পুরসভার নির্বাচনে ১৮-০ ফলে জয়ী হয় তৃণমূল। তাতে অবশ্য বলা যায় না যে, পাল্লা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে আছে। ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হওয়ার পর ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি এখনও পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ আছে। জটেশ্বরে আলাদা ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ফালাকাটা শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিছুই হয়নি।

২০২১-এর পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় এবারও প্রার্থীপদের দৌড়ে আছেন। গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল ভালো হওয়ায় ফালাকাটা পুনর্দখলে মরিয়া তৃণমূল। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবার দুই ফুলই।

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের 'সেফ প্যাসেজ'

প্রথম পাতার পর

তাতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ অবাক নন, বরং লজ্জিত। রাজগঞ্জের বিডিও যেন জাদুকর পিসি সরকারের উত্তরসূরি। তিনি ভ্যানিশ হয়ে গেলেন, আর আমাদের তুখোড় গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা তা জানলেন না। পুলিশের সব 'সোর্স' হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দিল। প্রশান্ত কি এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁর হাত আইনের চেয়েও লম্বা? নাকি তিনি এমন কোনও সত্য জানেন যা ফাঁস হয়ে গেলে প্রশাসন বা রাজনীতির অনেক রথী-মহারথীর সিংহাসন টলে যাবে? ডব্লিউবিসিএস কেলেঙ্কারি থেকে পরবর্তীতে নানা কুকর্মে কীভাবে বারে বারে প্রশান্ত আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন তা সাধারণ মানুষ দেখছেন।

এতসবের পরেও প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা এক গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ। যে পুলিশ বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হয়, সেই পুলিশই ২৮ দিনেও একজন অভিযুক্তকে ধরতে পারছে না- এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে! প্রশাসন হয়তো ভাবছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বপন কামিল্যার খুনের কথা ভুলে যাবে। পুলিশ ও প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক আঁতাত ভাঙা দরকার, নচেৎ বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট আছে, তাও ধুলোয় মিশে যাবে। যদি দ্রুত প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আইন, বিচার এসবের কোনও গুরুত্বই থাকবে না। কারণ, রাজগঞ্জের পলাতক বিডিও কেবল একজন অভিযুক্ত নন, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থার মুখোশ। জনস্বার্থে সেই মুখোশ খুলে দেওয়া জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সংবাদমাধ্যমকেই সামনে এসে সত্যটা বলতে হয়।

প্রশান্তর মামলাটি শুরু থেকেই এক রহস্যজনক গতিতে এগিয়েছে। ২০২৫-এর ১৬ নভেম্বর বারাসত আদালত তাঁকে জামিন দিল, অথচ ২ ডিসেম্বর পুলিশ হাইকোর্টে গেল সেই জামিন চ্যালেঞ্জ করতে। এই যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, এটাও কি পরিকল্পিত নয়? হাইকোর্ট যখন স্পষ্ট ভাষায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল, তখন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট কেন রাজগঞ্জ গিয়ে প্রশান্তকে তুলে আনল না? জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। একজন খুনের আসামি দিব্যি সরকারি চেয়ারে বসে ফাইল সই করে গেলেন, আর হাইকোর্টের আদেশের পর তিনি যখন 'পলাতক' হলেন, তখন প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রইল। এই নিষ্ক্রিয়তা আসলে এক ধরনের প্রশ্রয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রশান্তর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ায় তিনি সেখান থেকে পালিয়েছেন। সূত্রের খবর, দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। খুনের আসামিকে গ্রেপ্তারের বদলে তাঁকে বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি আর সময় খরচ করা হচ্ছে, তার সিকিভাগ যদি তদন্তে লাগানো হত, তবে অনেক আগেই বিচার পেতেন হতভাগা স্বর্ণ কারিগর। এই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আসলে অপরাধীদের কাছে বিজ্ঞাপনের মতো; তাদের কাছে খোলা আমন্ত্রণ যে, খুনের মতো অপরাধ করেও যদি 'সঠিক' চেয়ারে বসা যায়, তবে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এখনও কি ঘুম ভাঙবে না প্রশাসনের? নাকি এই কুৎসিত প্রহসন চলতেই থাকবে?

হস্তক্ষেপ আইসিসির, মিটল ভিসা সমস্যা

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কি না, এখনও জানে না দুনিয়া। বিতর্ক থামা বা বরফ গলার আপাতত ইঙ্গিত নেই।

তার মাঝেই আজ কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের ভিসা সমস্যা মিটল বলে খবর। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, আমেরিকার আলি খান, নেদারল্যান্ডসের জুলফিকার সাকিব, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদের মতো পাক বংশোদ্ভুতদের ভারত ভিসা দেবে না। আজ এমন জল্পনা শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আর তারপরই বরফ গলেছে। কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলে যে সব পাকিস্তান বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার রয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যই ভারতীয় ভিসার ব্যবস্থা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই আজ এই ব্যাপারে জানিয়েছে, বিশ্বকাপের নানা দলে থাকা পাক বংশোদ্ভুতদের ভারতীয় ভিসা পেতে যেন সমস্যা না হয়, তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছে আইসিসি। আর সেই আলোচনার পরই সমস্যা মিটছে। জানা গিয়েছে, আদিল, রেহান, সাকিবদের মতো অনেকেই ইতিমধ্যেই ভারতের ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরাও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের ভিসা পেয়ে যাবেন। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য ভারতে হাজির হতে সমস্যা হবে না পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের।

আদিল রশিদ, আলি খানদের সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা আইসিসি-র।

বিসিবির গ্রুপ বদলের প্রস্তাব মানতে নারাজ আইসিসি

পাকিস্তানের সাহায্যপ্রার্থী বাংলাদেশ

ঢাকা ও দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : আলোচনা হয়েছে। আর সেই আলোচনার টেবিলেই গতকাল বাংলাদেশের তরফে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ বদল থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র কাছে বাংলাদেশের এমন প্রস্তাবের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামার, সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র একটি সূত্রের খবর, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত হবে। জানা গিয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশের গ্রুপ ও কেন্দ্র বদলের প্রস্তাবে সাড়া দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। উপরি হিসেবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, আজ বাংলাদেশের তরফে বিশ্বকাপ সমস্যার সমাধানে সরাসরি পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বসায়। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের তরফে টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তানের কাছে কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপ বদল ও শ্রীলঙ্কায় খেলার প্রস্তাব মান্যতা না পেলে পাকিস্তানও যেন কুড়ির বিশ্বকাপে না খেলে, এমন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের তরফে পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে খবর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও সেদেশের সরকার বাংলাদেশের সাহায্যে কীভাবে লিটন দাসদের পাশে দাঁড়াবে, স্পষ্ট হয়নি রাত পর্যন্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জটিল পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে হলে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির বদল করতে হবে। বাস্তবে কাজটা সহজ নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, মুস্তাফিজুর রহমানদের দেশের প্রস্তাব মানতে হলে নতুনভাবে গ্রুপ বিন্যাস করাও কার্যত অসম্ভব।

নিয়মিত জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা পরিস্থিতির মধ্যে আইসিসি-র উপরও চাপ বাড়ছে। কারণ, বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব একটা দেরি নেই। তার মধ্যে একটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ আচমকা প্রতিযোগিতায় খেলতে না এলে সমস্যা তৈরি হবে। শেষবেলার এই সমস্যার সামাল দেওয়ার কাজটা খুব একটা সহজ নাও হতে পারে আইসিসি-র জন্য। তাই জটিল পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়, কীভাবে টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজন বাংলাদেশকে নিয়ে করা যায়—গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আইসিসি-ও। যদিও রাত পর্যন্ত সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। তার মাঝেই আজ পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। এখন দেখার, এই বিতর্কের শেষ কোথায়, কীভাবে হয়।

আজ কল্যাণীতে টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পাঁচ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের মগডালে রয়েছে বাংলা। ফলে নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও রয়েছে ভালোরকম।

এমন সম্ভাবনা নিয়ে সোমবার সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী রওনা হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে সরাসরি জিততে পারলে রনজি ট্রফির নকআউট পর্বে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলার। সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে দল। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'রনজির পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে যাই হয়ে থাকুক না কেন, লাল বলের রনজিতে ভালো করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

শেষপর্যন্ত টিম বাংলা রনজিতে সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের জন্য ভালো খবর হল, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামতে পারবে বাংলা। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের রনজির আসরে চলতি মরশুমে প্রথমবার একসঙ্গে পাওয়া যাবে। অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ওপেনিং জুটিও ফিরতে চলেছে। সবমিলিয়ে সার্ভিসেস ম্যাচে নকআউট নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে টিম বাংলার সামনে।

হার ভারতের

ইস্তানবুল, ১৮ জানুয়ারি : তুরস্ক সফরের প্রথম প্রীতি ম্যাচে হার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। ইউক্রেনের ক্লাব এফসি মেটালিস্ট ১৯২৫ খারকিভের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত ক্রিসপিন ছেত্রীর ভারত।

রবিবারের ম্যাচে প্রথমার্ধে ভারতের গোলরক্ষক পানথোই চানু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় এফসি মেটালিস্ট। এরপর সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে ইউক্রেনের ক্লাবটি। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তুরস্ক সফরে গিয়েছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল।

গভর্ন্যান্সে পরিবর্তন আনছে ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ভেটো নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যা স্বস্তি দিতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলিকে।

২২ সদস্যের আইএসএল গভর্নিং কাউন্সিলে ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধি থাকলেও কোনও কিছু পাশ করাতে ফেডারেশনের অন্তত দুই সদস্যের সায় থাকা জরুরি বলে জানানো হয়। যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেয় সব ক্লাব। শনিবার সেই চিঠির উত্তরে এআইএফএফ বিষয়টি পরিষ্কার করে। তারা জানায়, এই ভেটোর সঙ্গে কমার্সিয়াল পার্টনারের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে গভর্ন্যান্সে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে ক্লাবগুলির কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েই চিন্তিত ছিল ক্লাব জোট। এই বিষয়ে তাদের অন্ধকারে রেখে বা নিজেদের ভেটো প্রয়োগ করে যাতে পছন্দের কাউকে না নিতে পারে, এছাড়াও অপারেশনাল দিকও থাকছে ক্লাবগুলির হাতেই। এআইএফএফ শুধুমাত্র রেগুলেটরি রাখতে চলছে নিজেদের কাছে। অর্থাৎ মাঠ পরিদর্শন, রেফারি, খেলা সংক্রান্ত আইন বা নিয়মকানুনই থাকবে ফেডারেশনের হাতে। যা শনিবারই চিঠি দিয়ে তারা ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে। নতুন গভর্ন্যান্স তৈরি করে মঙ্গলবারই পাঠানো হবে। এর ফলে ক্লাব আয়োজনের দায়িত্বের পাশাপাশি অপারেশনাল কাজ, যা এতদিন এফএসডিএল করত, তাও করতে হবে ক্লাবগুলিকে নিজেদেরই।

এদিকে, সূচি তৈরি করতে প্রায় জেরবার অবস্থা এআইএফএফের। প্রায় কোনও ক্লাবেরই মাঠ তৈরি নেই। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রথম ১০ দিন ব্ল্যাক আউট ডে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের ম্যাচ বাইরে খেলতে দিতে হবে। ঘরের মাঠে নয়। কলকাতার দুটো মাঠ এবং কল্যাণীতে খেলা হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়তি খরচের জন্য মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সব ম্যাচ বাইরে খেলতে চায়। এক কর্তা বললেন, 'আমাদের যদি বাকেট চেয়ার ছাড়া খেলতে দেয় তাহলে নৈহাটি কি কল্যাণী স্টেডিয়ামে খেলতে পারি। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এত ভাড়া করে রেখেছে যে খরচ আমাদের নাগালের বাইরে।' ইস্টার কাশীর অবস্থাও প্রায় একই। তবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়ে যাবে এর মধ্যেই। মুম্বই, গোয়া, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মাঠও খেলা হওয়ার জায়গায় আছে। এফসি গোয়া শেষপর্যন্ত ফতোরদা থেকেই খেলবে। সুখবর হল, আগামী সপ্তাহ থেকে হয়তো প্রস্তুতির জন্য মাঠে নেমে পড়তে চলেছে সব ক্লাব।

মেনে নিচ্ছে আইএসএল ক্লাবগুলির দাবি

ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয়ের বাংলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয় সেনের বাংলা ফুটবল দল। বিলম্বিত বিমান। রবিবার দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের বিমান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা হয় ৩টে ২০-তে। বিকেল সাড়ে চারটেয় অসমের ডিব্রুগড় পৌঁছোয় বাংলা। তার আগে আরও একদফায় বেশ কয়েকজন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে মিনিট পনেরোর দূরত্বে একটি হোটেলে বাংলা দলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি ফুটবলাররা। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে স্থানীয় একটি মাঠে অনুশীলন করবে বাংলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য সন্তোষ ট্রফি আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া মাঠেই প্রস্তুতি সারতে হবে বাংলাকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ লিগ ডার্বিতে ১৪ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১৪-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদের খুদেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ১১ গোল করে ইস্টবেঙ্গল। বাকি তিন গোল বিরতির পর। ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে প্রিয়াংশু নস্কর ও বয়চা সিং। দুটি করে গোল সংস্কার সুব্বা, হিদাম সিংয়ের। বাকি চারটি গোল ওয়ালিদ হোসেন, সুদীপ্ত মান্ডি, আইতারাজ সুব্বা ও মামেন ওয়াংখেইরাকপামের করা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতে স্ট্রেট সেটে জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

সহজ জয় দিয়ে শুরু আলকারাজ, সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

প্রথম রাউন্ডে আলকারাজ ৬-৩, ৭-৬ (৭/২), ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়াল্টনকে হারিয়েছেন। জয়ের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল। অ্যাডাম বেশ কিছু ভালো শট নিয়েছে। আমাকেও সেই অনুযায়ী খেলতে হয়েছে।'

কেরিয়ারে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন আলকারাজ। কেবল অধরা থেকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ স্প্যানিশ তারকা। এবার অবশ্য অধরা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতে কেরিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করাই পাখির চোখ আলকারাজের। পুরুষদের সিঙ্গলসের অপর ম্যাচে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ ৬-৭ (১/৭), ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতেছেন কানাডার গ্যাব্রিয়েল ডিয়ালোর বিরুদ্ধে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে জেরেভের মন্তব্য, 'গ্যাব্রিয়েল দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ওর বয়স কম এবং প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করেছেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ডে তিনি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে আসা ফ্রান্সের তিয়ানসোয়া রাকাটোমাঙ্গাকে ৬-৪, ৬-১ গেমে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথমদিনে মূল আকর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ভেনাস উইলিয়ামসের প্রত্যাবর্তন। ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন ৪৫ বছর বয়সি এই টেনিস তারকা। প্রত্যাবর্তন অবশ্য সুখের হয়নি ভেনাসের। প্রথম রাউন্ডে তিনি সার্বিয়ান তারকা ওলগা দানিলোভিচের কাছে ৬-৭ (৫/৭), ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভেনাস। কিন্তু পরের দুইটি সেটে সেই ছন্দ বজায় রাখতে ব্যর্থ মার্কিন তারকা।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দিনেই অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বল গার্ল। সেই সময় একতারিনা আলেকজান্দ্রোভা ও জেইনেপ সোমনেজের ম্যাচ চলছিল। দ্বিতীয় সেটের খেলা বল গার্লটি অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে সোমনেজ বল গার্লটিকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যান। আলেকজান্দ্রোভা বল গার্লের উদ্দেশ্যে বরফ নিয়ে দৌড়ে যান। এই কারণে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। ম্যাচে অবশ্য সোমনেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ ফলে জয়লাভ করেন।

প্রবল গরমে অসুস্থ বল গার্ল

অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া বল গার্লকে সাহায্য করছেন জেইনেপ সোমনেজ।

ড্র আর্সেনালের, হতাশ আর্তেতা

নটিংহ্যাম, ১৮ জানুয়ারি : নিষ্প্রাণ ম্যাচ। নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল আর্সেনাল। মধ্যগগনে প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে বাকি দলগুলির থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আর্সেনাল। এমন সময় পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। আচমকাই যেন মাঝ-মরশুমে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে মিকেল আর্তেতার দলের সাজঘরে।

ম্যাচে সিংহভাগ সময় বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও ফরেস্টের দৃঢ় রক্ষণ ও ফরোয়ার্ডদের একের পর এক সুযোগ নষ্টে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল আর্সেনালকে। ম্যাচের পর হতাশা গোপন রাখেননি আর্সেনাল কোচ। আর্তেতা বলেছেন, 'সুযোগ তৈরি করেছি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই ছিল। তবে জিততে হলে গোল করতে হবে। যা আমরা পারিনি।' ম্যাচের শেষদিকে রেফারির একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ফরেস্ট ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগার ঘটনায় পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানায় আর্সেনাল। তবে রেফারি ও ভিএআর তা নাকচ করে দেয়। আর্তেতার দাবি, সিদ্ধান্ত আর্সেনালের পক্ষে যেতেই পারত। তিনি আরও বলেছেন, 'খেতাব জিততে হলে এই ধরনের ম্যাচে জয়ের পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে আটকে গেলেন ভিক্টর গোয়েকেরেসরা।

অন্যদিকে অ্যানফিল্ডে বার্নলের সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে ফ্লোরিয়ান রিৎজের করা গোলে এগিয়ে গেলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। এই নিয়ে এই মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে উন্নীত তিন দলকেই ঘরের মাঠে হারাতে ব্যর্থ লিভারপুল। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি অল রেড সমর্থকরা। এই নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'সমর্থকদের এই প্রতিক্রিয়া হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আমিও হতাশ।' দিনের অন্য ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ব্লুজ ব্রিগেডের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও পেদ্রো ও কোল পামার।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে ফিরলেন শ্রেয়াঙ্কা

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওডিআই ও টি২০ ভারতীয় মহিলা দল ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৯ সালের পর প্রথমবার টি২০ দলে ফিরেছেন ব্যাটার ভারতী ফুলমালি। এছাড়াও টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। ওডিআই দলে না থাকলেও টি২০ দলে রয়েছেন অরুন্ধতী রেড্ডি। এছাড়াও টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছেন হার্লিন দেওল।

ওডিআই দলে প্রথমবারের জন্য ডাক পেয়েছেন উইকেটরক্ষক গুনালান কমলিনী ও স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা। এছাড়াও দলে রাখা হয়েছে কাশভি গৌতমকে। বিশ্বকাপ দলে ব্যাক আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলা উমা ছেত্রী ও স্পিনার রাধা যাদব দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওডিআই ও টি২০ উভয় দলেই রয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে তিনটি ওডিআই ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবেন হরমনরা।

আগামী ৬ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি হবে। বিসিসিআইয়ের পক্ষে জানানো হয়েছে, টেস্ট দল পরে ঘোষণা করা হবে।

টি২০ দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, ভারতী ফুলমালি ও শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

ওডিআই দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, হার্লিন দেওল ও কাশভি গৌতম।

'অপমানিত' বাবর, স্মিথ বললেন গুজব

বিগ ব্যাশে সিঙ্গলসের ডাক ফেরানো

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি : বিগ ব্যাশ লিগে প্রতি ইনিংসের ১১ ও ১২ নম্বর ওভার হয়ে থাকে পাওয়ার সার্জ। এই সময়টা ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে দুজনের বেশি ফিল্ডার রাখা যায় না। শুক্রবার সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে সিডনি সিক্সার্সের বাবর আজম একাদশ ওভারে টানা তিনটি ডট বল খেলেন। এরপর চতুর্থ বলে সহজ সিঙ্গলস নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা খারিজ করে দেন নন স্ট্রাইকারে দাঁড়ানো স্টিভেন স্মিথ। আর পরের ওভারেই স্মিথ চার ছক্কা সহ ৩২ রান তোলেন। যা সিক্সার্সের জয়ের রাস্তা গড়ে দিলেও খুশি হননি বাবর। ত্রয়োদশ ওভারে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক আউট হয়ে ফেরার সময় হতাশায় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাত করেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন বাবর। সতীর্থদের কাছে স্মিথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, স্মিথ অপমান করেছেন। সতীর্থরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও বাবর শোনেননি। সিক্সার্সের কোচ গ্রেগ শিপার্ডও বাবরের সঙ্গে কথা বললেও তিনি শান্ত হননি। খেলা শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের সৌজন্যমূলক করমর্দনের সময়ও বাবরকে সেখানে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, তিনি দলের জয়ের উৎসবেও অংশ নেননি। সাজঘরেই বসে থাকেন পাকিস্তানের ব্যাটার।

ম্যাচের মাঝে বাবর আজমের সঙ্গে আলোচনায় স্টিভেন স্মিথ।

ম্যাচের পরই সেদিন স্মিথকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, কেন তিনি সহজ সিঙ্গলস প্রত্যাখ্যান করেন? উত্তরে অজি ব্যাটারের মন্তব্য ছিল, 'ওভারের পর কথা হয়েছিল বাবরের সঙ্গে। কোচ-অধিনায়ক আমাদের জয়ের জন্য ঝাঁপাতে বলেছিলেন। একটা ওভার খেলতে চেয়েছিলাম। মাঠের যেদিকে ছোট, সেইদিকে শট খেলে রান তোলার পরিকল্পনা ছিল। ওই ওভারে ৩০ রানের মতো তোলার ভাবনা ছিল আমার। শেষপর্যন্ত মনে হয় ৩২ রান পেয়েছি।' স্মিথ আরও বলেছিলেন, 'আগের ওভারে খুচরো রান না নেওয়ায় বাবর মনে হয় খুশি হয়নি। যদিও আমি সঠিক জানি না।'

শুক্রবার আউট হয়ে ফেরার পর ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাট করেন বাবার আজম।

সেদিন সিক্সার্সের ফিল্ডিংয়ের সময়ও ডেভিড ওয়ার্নারের স্ট্রেট ডাইভ বাউন্ডারিতে যাওয়া রুখতে ব্যর্থ হন বাবর। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন স্মিথ। পরে বাবরকে সরিয়ে স্মিথ সেই জায়গায় ফিল্ডিং করে বাউন্ডারি আটকান। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বাবরের ফিল্ডিং নিয়ে স্মিথকে তখন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

রবিবার ব্রিসবেন হিটের বিরুদ্ধে সিক্সার্সের ম্যাচের আগে স্মিথের কাছে ধারাভাষ্যকার ইশা গুহ জানতে চান, বাবরের সঙ্গে তাঁর সমস্যা মিটেছে কি না? স্মিথ বলেছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। একটু আগেই তো আমরা গল্প করছিলাম। আগের দিন বাবরও খুব ভালো ব্যাট করছিল। আমাদের জুটি ভালো হয়েছিল। আমরা সেই সময় গলফ নিয়ে কথা বলছিলাম।'

বিরাট ম্যাজিকের পরও সিরিজ কিউয়িদের

হর্ষিত রানাদের হতাশায় ডুবিয়ে ফের শতরান করলেন ড্যারিল মিচেল।

১০৮ বলে ১২৪। ওডিআইয়ে ৫৪ নম্বর শতরান করেও ভারতের সিরিজ হার আটকাতে পারলেন না বিরাট কোহলি। ইন্দোরে রবিবার।

নিউজিল্যান্ড-৩৩৭/৮ ভারত-২৯৬ (৪১ রানে জয়ী নিউজিল্যান্ড)

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : জ্যাক ফলকেসের শট বলটা মিড অনের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন। দৌড়টা শেষ হতেই ব্যাটটা তুলে ধরলেন। পূর্ণ করলেন একদিনের কেরিয়ারের ৫৪ নম্বর শতরান।

আর তারপরই 'গম্ভীর' মুখে নতুনভাবে স্টান্স নিলেন। যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আগামীর শপথ। দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। আরও রানের সংকল্প।

তিনি কিং। তিনি ক্রিকেট ঈশ্বর। তিনি মসিহা। তিনি বিরাট কোহলি (১০৮ বলে ১২৪)। টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। শিবরাত্রির সলতের মতো এখন আঁকড়ে ধরেছেন একদিনের ক্রিকেটকে। বিরাট নিয়মিতভাবে তাঁর সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচ গৌতম গম্ভীরকেও ভুল প্রমাণ করছেন। সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

ছবির যে এখনও অনেক বাকি, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সংশয় নেই। পরিস্থিতি যত কঠিন হয়েছে, যতই কিং কোহলি সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ততই তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এমন একটা উচ্চতা, যেখানে মানুষ পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিরাট যে সেখানে পৌঁছে বসে রয়েছেন তাঁর সিংহাসনে। সেই সিংহাসন, যা ধরে টানাটানি শুরু করেছিলেন কোচ গম্ভীর।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। ক্রিকেট নামক মহান অনিশ্চয়তার খেলায় এমন আপ্তবাক্য বড্ড বেমানান। কখন কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়, কেই বা তার আগাম পূর্বাভাস করতে পারে। টসে জিতে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বসিয়ে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর সঠিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন শুভমান। আর শুরুতেই কিউয়িদের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলসকে ফিরিয়ে দিয়ে দারুণ শুরু করেছিলেন অর্শদীপ-হর্ষিত। কিন্তু তারপরও খেলার রং বদলে দিয়েছিলেন ড্যারিল মিচেল (১৩৭) ও গ্লেন ফিলিপস (১০৬)।

তাঁদের জোড়া শতরানের নজির ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। মিচেল-ফিলিপসের ২১৯ রানের পার্টনারশিপের সুবাদে নিউজিল্যান্ডের স্কোর পৌঁছে গিয়েছিল ৩৩৭/৮-এর বড় স্কোরে। সেই সময় চর্চায় ছিলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। চাপ কাটিয়ে মায়াবী শতরান করে দলের বিপত্তারিণী হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বিরাট। তিনি ফিরতেই ম্যাচ ও সিরিজ নিউজিল্যান্ডের। ২৯৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর প্রথমবার একদিনের সিরিজের দখলও নিয়ে নিল কিউয়িরা।

মিচেল-ফিলিপসের শতরানের পরে তাঁদের ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য কিং কোহলির বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রথমে নীতীশ কুমার রেড্ডি (৫৩) ও পরে হর্ষিত রানা (৫২)। দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। নীতীশ-হর্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল, তাঁরা দুজনই কোচ গম্ভীরের মানসপুত্র। আশীর্বাদধন্য। কেন, কোন যুক্তিতে তাঁরা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নিয়মিত, তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। দিন কয়েক আগে হর্ষিত তাঁর ব্যাটিং স্কিলের ঝলক দেখিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এমন মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট মঞ্চে ব্যাটার হর্ষিতের ব্যাটে এমন আগ্রাসন দেখবে দুনিয়া, ভাবা যায়নি। বিরাট-নীতীশের ৮৮ রানের যুগলবন্দি ও কোহলি-হর্ষিতের ৯৯ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার মূল ইউএসপি। আর সেটা হল এমন একটা দিনে, যেদিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১১) রান পাননি। অধিনায়ক শুভমানও (২৩) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। রান পাননি লোকেশ রাহুলও (১), শ্রেয়স আইয়ারও (৩)। তারপরও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি।

কিন্তু বিরাট অসম্ভবকে সম্ভব করার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সতীর্থদের ব্যর্থতা। নিজেকে তৈরি করছিলেন। চেষ্টাও করলেন। ম্যাচ শেষে ঘামে সিক্ত বিরাটের মুখটা বড্ড প্রতীকী। মায়ায় ভরা। অতৃপ্তির গ্লানিতে ভর্তি। সঙ্গে দুই চোখে অপার বিস্ময়ও। যেন শরীরীভাষার মাধ্যমে বিরাট বোঝাতে চাইছিলেন, শতরান করলাম, তারপরও দলকে জেতাতে পারলাম না। বাকি ব্যাটাররা যদি আর একটু সক্রিয় হতেন।

বিরাট আক্ষেপটা শুধু তাঁর একার নয়, আসমুদ্রহিমাচলেরও। কারণ, কোচ গম্ভীরের জমানায় যেভাবে ঘরের মাঠে পরপর সিরিজ হারছে টিম ইন্ডিয়া, সেটা কোনও ভালো দলের জন্যই সঠিক ক্রিকেটীয় বিজ্ঞাপন নয়। এবার না কোচ গম্ভীরের চেয়ার ধরে পাকাপাকিভাবে টানাটানি শুরু হয়ে যায়।

শতরানের পর গ্লেন ফিলিপস।

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

মাঝপথেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পেনাল্টি বিতর্কে ভিন্ন মেরুতে রেফারি ও লাইন্সম্যান। অসন্তোষে বেঙ্গল সুপার লিগে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি।

রবিবার ক্যানিং স্টেডিয়ামে বিএসএলের ম্যাচে মুখোমুখি হয় সুন্দরবন ও উত্তর চব্বিশ পরগণা এফসি। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৫৮ মিনিটে এক গোলে এগিয়ে যায় নর্থ ২৪ পরগণা। এর কিছুক্ষণ পরই বিতর্কের সূত্রপাত।

সুন্দরবন বেঙ্গল অটোর পক্ষে একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন সহকারী-রেফারি। তার প্রতিবাদ জানান উত্তর চব্বিশ পরগণার ফুটবলাররা। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদল করেন রেফারি। বাতিল হয় পেনাল্টি। অথচ লাইন্সম্যান তখনও সিদ্ধান্তে অনড়। যে কারণে সহকারী রেফারির সঙ্গে কথা বলছিলেন সুন্দরবনের ফুটবলাররা। তারই মধ্যে খেলা শুরু করে দেন রেফারি। সেই সুযোগে প্রতিআক্রমণ থেকে আরও একটি গোল তুলে নেয় উত্তর চব্বিশ পরগণার দলটি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাচের মাঝপথেই দল তুলে নেন সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

পরে যোগাযোগ করা হলে মেহতাব বলেছেন, 'আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।' তিনি জানালেন, দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্টের। তারা এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, এই ঘটনার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলবে না তারা।

> আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।
>
> -মেহতাব হোসেন (*সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কোচ*)

প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জয় বিদর্ভের

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : ইতিহাস গড়ল বিদর্ভ। সৌরাষ্ট্রকে ৩৮ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জিতল তারা।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সৌরাষ্ট্র। ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান সংগ্রহ করে বিদর্ভ। ওপেনার অথর্ব তাইদে ১১৮ বলে ১২৮ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন। আরেক ওপেনার আমন মোখাড়ে ৩৩ রান করেন। এই নিয়ে এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে তাঁর মোট রান সংখ্যা হল ৮১৪। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক মরশুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন আমন। এদিন আমন ছাড়াও রান করেছেন যশ রাঠোর। তিনি ৬১ বলে ৫৪ রান করেন। বিদর্ভের অঙ্কুর পানোয়ার ৪ উইকেট নিয়েছেন। জোড়া উইকেট নেন চিরাগ জনি ও চেতন সাকারিয়া।

জবাবে শুরুতেই হার্ভিক দেশাই (২০) ও বিশ্বরাজ জাদেজা (৯) প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। প্রেরক মানকড় (৮৮) ও চিরাগ (৬৪) ছাড়া কেউ বিদর্ভের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। সৌরাষ্ট্রের ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ হয়। বিদর্ভের বোলারদের মধ্যে নচিকেত ভুটে ও যশ ঠাকুর ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন।

শুভমান গিলদের ওডিআই সিরিজ হারের দিনই কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে রিঙ্কু সিং ও ঈশান কিষান। নাগপুরে রবিবার।

দল হিসেবে আরও উন্নতির ডাক শুভমানের

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : টেস্টের পর এবার একদিনের সিরিজ। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ড এখন অপ্রতিরোধ্য।

২০২৪ সালের শেষের দিকে কিউয়িরা টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিলেন। সেই ক্ষত এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তার মধ্যেই এবার দেশের মাটিতে সেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হার। ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ জিতে আবেগে ভাসছেন কিউয়িরা। টেস্ট সিরিজ জয়ের নেপথ্য কারিগর ছিলেন ড্যারিল মিচেল। একদিনের সিরিজের তিন ম্যাচে ৩৫২ রান করে তিনিই নায়ক। ম্যাচ ও সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও। এহেন মিচেল ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে বলেছেন, 'দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। পরিস্থিতির বিচারে গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই কিউয়ি ক্রিকেটের স্মরণীয় জয়।'

মিচেলদের ইতিহাস গড়ার রাতে ভারতীয় শিবিরে শ্মশানের শূন্যতা। বিরাট কোহলি অসাধারণ শতরান করে দলকে দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সতীর্থদের থেকে তেমন সাহায্য পাননি। নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানারা হয়তো কোহলির সঙ্গে

আবেগে ভাসছেন মিচেল

পার্টনারশিপ গড়েছেন। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ দলকে ম্যাচ জেতাতে পারেনি। দেশের মাটিতে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ হারের পর হতাশায় ডুবে গিয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিলও। বিরাটভাই ও হর্ষিতের পারফরমেন্সে তিনি পজিটিভ দেখছেন ঠিকই। কিন্তু দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথাও মেনে নিচ্ছেন। শুভমানের মনে হচ্ছে, দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার আরও উন্নতি করতে হবে। ঠিক কীভাবে সেই উন্নতির পথে যাবে টিম ইন্ডিয়া, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমান আজ ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর একরাশ হতাশা নিয়ে বলেছেন, 'দল হিসেবে ভালো পারফর্ম করতে পারিনি আমরা। হতাশাজনক ক্রিকেট খেলেছি আমরা। দল হিসেবে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। সঙ্গে ক্রিকেটের সব বিভাগেই আরও ভালো করতে হবে আমাদের।'

বিরাট শতরানের পরও টিম হারছে, এমন নজির রয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ নীতীশ-হর্ষিতের সঙ্গে পারফরমেন্সের সময় মনে হচ্ছিল, ভারত জিতবে। বাস্তবে সেটা হয়নি। কার্যত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। শুভমানের কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ছন্দ ও হর্ষিতের ব্যাটিং আমাদের বড় পাওনা। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের কথা ভেবে আমরা নীতীশকে সুযোগ দিয়েছি। ও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।'

সেমিতে আরসিএ

বারবিশা, ১৮ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল আরসিএ রামপুর। রবিবার চতুর্থ কোয়ার্টারি ফাইনালে তারা ৮ রানে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির মহারাজা একাদশকে। টসে হেরে আরসিএ ১৯.২ ওভারে ১৮৯ রানে অল আউট হয়। বিকাশ সাহার অবদান ৫৫ রান। সুমন হোসেন ২৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে মহারাজা ১৭.১ ওভারে ১৮১ রানে সব উইকেট হারায়। সিরাজ আলি রেখে এসেছেন ৭৪ রান। ম্যাচের সেরা রাজু ১৫ রানে ২ উইকেট নেন। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে নামবে বারবিশা একাদশ এবং তুফানগঞ্জের রাজা একাদশ। আর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে আরসিএ রামপুর এবং ডিআরএস একাদশ শিলিগুড়ি খড়িবাড়ি।

ম্যাচের সেরা হয়ে রাজু। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

রানার্সের ট্রফি নিচ্ছে শালডাঙ্গা সুপার সিক্স। ছবি : তুষার দেব

ভলিবলে সেরা নাট্য সংঘ

দেওয়ানহাট, ১৮ জানুয়ারি : জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের ৮ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। ফাইনালে তারা ২০-১৩, ১৮-২০,২০-১৯ পয়েন্টে শালডাঙ্গা সুপার সিক্সকে হারিয়েছে। নাট্যর রবিজিৎ বর্মন ফাইনালের সেরা ও শালডাঙ্গার খুরশিদ আলম প্রতিযোগিতার সেরা হন। এদিন সকালে ইয়ং স্টার ক্লাব আয়োজিত সিনিয়ারদের ২ কিমি রোড রেসে প্রথম হয়েছেন শুভজিৎ সরকার। দ্বিতীয় ধনঞ্জয় বর্মন এবং তৃতীয় অমিত বর্মন। অন্যদিকে জুনিয়ারদের রোড রেসে প্রথম মিরাজ মণ্ডল। আলামিন হোসেন ও আকাশ সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

অম্বর রায় ট্রফিতে জয়ী ফালাকাটা, জুবিলি

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার অরবিন্দনগর মাঠে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৮ উইকেটে হারিয়েছে অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। অরবিন্দনগর টসে জিতে ২৭.৩ ওভারে ৬২ রানে গুটিয়ে যায়। স্বস্তিক সরকারের অবদান ১০ রান। ম্যাচের সেরা অংশুমান সরকার ১৫ রানে ফেলে দেয় ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করে জ্যোতির্ময় ঘোষও (১৪/৩)। জবাবে ফালাকাটা ৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। অর্ণব সরকার রেখে এসেছে ৩০ রান। আলোকদীপ সরকার ১৬ রানে নেয় ২ উইকেট।

টাউন ক্লাব মাঠে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব ৭ উইকেটে জিতেছে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। ডুয়ার্স টসে জিতে ৩৫.২ ওভারে ৮৫ রানে সব উইকেটে হারায়। অঙ্কিত রায়ের অবদান ২৪ রান। ম্যাচের সেরা তানবীর হোসেন ১১ রানে ৩ ওভার মেডেন সহ ৩ উইকেট নিয়েছে। জবাবে জুবিলি ১৫.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। তানবীর হোসেন ২৫ রান রেখে এসেছে।

ম্যাচের সেরা অংশুমান সরকার ও তানবীর হোসেন। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উত্তরের খেলা

সেরা রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব

ইটাহার, ১৮ জানুয়ারি : হাজি মেহতাব-জরিনা ট্রফি ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব। ইটাহারের সুবর্ণপুরে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে রায়গঞ্জ ৩-০ গোলে হারিয়েছে হিলি আদিবাসী ক্লাবকে। প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা মোজাম্মেল হক বলেছেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলায় উৎসাহ দিতে আমরা গত ২২ বছর ধরে এই খেলার আয়োজন করছি।'

ট্রফি নিয়ে টাউন ক্লাবের 'এ' দল। ছবি : অমিতকুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন টাউন ক্লাব 'এ'

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের ৪ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব 'এ' দল। ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে টাউন ক্লাব 'বি' দলকে। টসে হেরে 'বি' দল ২০ ওভারে ৮১ রান করে। রাজদীপ দাসের শিকার ২০ রানে ৪ উইকেট। জবাবে 'এ' দল ১৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা রুদ্রজিৎ বণিক ৩৪ রান করে। পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব সচিব পঙ্কজ সরকার, মন্টু রায়, অশোক চক্রবর্তী।

মাসুমের ৮৮, গুড্ডুর ৫৫

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল গ্লে গ্রাউন্ডের উদ্যোগে ও কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত ক্রিকেটে রবিবার ব্যবসায়ী একাদশ ৮ রানে হারিয়েছে কেজিপি একাদশকে। ব্যবসায়ী একাদশ প্রথমে ১৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৬ রান তোলে। মুন্না মহেশ্বরীর অবদান ৭১ রান। ফুলচাঁদ মাহাতো ১৫ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে কেজিপি ৪ উইকেটে ১৪৮ রানে থামে। উজ্জ্বল দাসের শিকার ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা গুড্ডু ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

পরে হেলথ একাদশ ৭ উইকেটে জিতেছে টিচার্স ইলেভেনের বিরুদ্ধে। টিচার্স প্রথমে ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান করে। হীরা ঘোষ রেখে এসেছেন ৩৪ রান। জবাবে হেলথ ১০.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। ৮৮ রান করে মাসুম রাজা করিম ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

ম্যাচের সেরা প্রীতম মালাকার। ছবি : তাপস মালাকার

ফাইনালে ২০১০

নিশিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল লেজেন্ডস ২০১০ ব্যাচ। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ডেক্যাড ডমিনেটর্স ২০১১ ব্যাচকে। টসে হেরে ডমিনেটর্স ৮ উইকেটে ৮৬ রান করে। জবাবে লেজেন্ডস ৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। প্রীতম মালাকার ৪৯ রান করে ম্যাচের সেরা হন। বুধবার ফাইনালে লেজেন্ডসের প্রতিপক্ষ আনবিটেন ২০১৬ ব্যাচ।

রোড রেস ২৩ জানুয়ারি

তুফানগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ জানুয়ারি। তারই অঙ্গ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি রোড রেস হবে। ভাটিবাড়ি থেকে শুরু হয়ে ২০ কিমি দৌড় শেষ হবে তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে। ক্রীড়া সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, দৌড়ে নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি রাত ১০টা। প্রথম পুরস্কার ১৪ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৯ হাজার এবং তৃতীয় পুরস্কার ৬ হাজার টাকা। আরও সাত জনকে ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম মনিত

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছে মনিত বর্মন। একই বিভাগে নবম হয়েছে দিনহাটার সৌহার্দ্য বিশ্বাস। মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে মেঘলা রায় বর্মন চতুর্থ হয়েছে। এরা সকলেই দিনহাটা মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপকুমার দে জানিয়েছেন, মনিতরা ফিরে এলে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা বিলিয়াম ঈশ্বরারী - কে 21.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 3 4 E 94324 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এক কোটি টাকা জেতার এত চমৎকার উপায় রেখেছেন। কয়েকটা দশ টাকা খরচ করেই এটি সম্ভব হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।